www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

লেখকের লিখিত গ্রন্হাবলী

১। তোহফায়ে কালিমী (যিকির সম্পর্কিত)।
২। মুনকাশিফ (মুনশায়েব এর শারাহ)।
৩। কাশফুল আদাব (ফায়যুল আদাব এর শারাহ) প্রথম খন্ড।
৪। আযীযুল আদাব (মাজানীয়ুল আদাব এর শারাহ)।
৫। এতেকাফের নিয়ম ও মসায়েল।
৬। নাগমাতে কালিমী (নাত ও গজলের বই) ।
৭। নাগমাতে আযীযী।
৮। তাযকেরায়ে মাশায়েখে পান্ডুয়া।
৯। ইলম এবং আলেমসম্প্রদায়।
১০। ভূমিকম্পের কারণ ও পূর্ববর্তী আযাবের বিবরণ।
১১। ইমামের অনুসরণে ক্বেরাতের হুকুম।
১২। আ'লা হযরত-এর মহান ব্যক্তিত্ব।

প্রকাশকঃ- মুসলিম বুক ডিপো
চাঁদনী মার্কেট এবং স্টার মার্কেট, ৫তলা মসজিদ রোড, কালিয়াচক, মালদা।
Mob. 9733288906, 9647818987

علم اور علماء

ইলম এবং আলেমসম্প্রদায়

মূল লেখকঃ-
ফাক্বীহে মিল্লাত মুফতী
জালালুদ্দিন আহমাদ আমজাদী (বাসতবী)

অনুবাদকঃ-
আযীযে মিল্লাত মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী
বড় বাগান, মানিকচক, মালদা
শিক্ষকঃ- মাদ্রাসা গাওসিয়া ফাসিহীয়া মাদিনাতুল উলূম,
খালতিপুর, থানা-কালিয়াচক, জেলা-মালদা।
Mob. 9734135362

প্রকাশকঃ- মুসলিম বুক ডিপো
চাঁদনী মার্কেট এবং স্টার মার্কেট, ৫তলা মসজিদ রোড, কালিয়াচক, মালদা।
Mob. 9733288906, 9647818987

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইল্‌ম এবং আলেমসম্প্রদায়

علم اور علماء

মূল লেখক

ফাক্বীহে মিল্লাত মুফতী জালালুদ্দিন আহমাদ আমজাদী
(বাসতবী)।

অনুবাদক

আযীযে মিল্লাত মুফতী মোঃ আব্দুল আযীয কালিমী
বড় বাগান, মানিকচক, মালদহ।
মোবঃ ৯৭৩৪১৩৫৩৬২

শিক্ষকঃ মাদ্রাসা গৌসিয়া ফাসিহীয়া মাদিনাতুল উলূম,
খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদহ।

Vist Our Sunni Bangla Website

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পরিমার্জনায় ঃ- মৌঃ মোহাম্মাদ মোতিউর রহমান
উঃ লক্ষীপুর, মোথাবাড়ী, মালদা।
শিক্ষক- এ.জি.জে.এস.হাই মাদ্রাসা (এইচ.এস)
গঙ্গাপ্রসাদ, মোথাবাড়ী, কালিয়াচক, মালদা

প্রথম প্রকাশ ঃ- ২০১৬

মূল্য ঃ টাকা।

প্রকাশক ঃ- মুসলিম বুক ডিপো
প্রোঃ আব্দুর রাউফ এবং সেলিম
পিতাঃ মোহাঃ আবেদ আলি
চাঁদনী মার্কেট এবং স্টার মার্কেট, ৫তলা মসজিদ রোড, কালিয়াচক,
মালদা। মোবাইল- ৯৭৩৩২৮৮৯০৬ / ৯৬৪৭৮১৮৯৮৭

অক্ষর বিন্যাস ঃ- রেইনবো (এ প্রিন্টিং সপ),
পানিরুদ্দিন কমপ্লেক্স, কালিয়াচক, মালদা
মোবাইলঃ ৯৬১৪৯৬৪৫৮৭

www.YaNabi.in

উৎসর্গঃ

☞ আয়েনায়ে হিন্দ হযরত **সেরাজুদ্দিন আখী**। রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

☞ সায়্যেদুল আরেফীন হজরত **আলাউল হক পান্ডুবী**। রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

☞ হযরত শায়েখ **নূর কুতুবে আলাম** রাহমাতুল্লাহহি আলাইহি

☞ সমস্ত **শিক্ষক মন্ডলীগণ** যাদের অশেষ করুণার দ্বারা এই অধম ধর্মের খেদমত করার সুযোগ পেয়েছে।

এবং আমাদের গোত্রের ছোট বড় সকল, খাস করে দাদা- দাদী এবং ভাই, বোন যারা ইহকাল ত্যাগ করে পরকাল গমন করেছে। তাছাড়া আমার শ্রদ্ধেয় মাতাও পিতা যাঁদের নেক দোয়া ও পরমস্নেহ দ্বারা এই অধম লালিত পালিত হয়েছে। আমি আমার লেখনীর দ্বারা সঞ্চিত ও অর্জিত সমস্ত নেকী তাঁদের জন্য উৎসর্গ করলাম।

ইতি-
মোহাঃ আব্দুল আযীয কালিমী।
বড়বাগান, মানিকচক, মালদহ।
১৭মে ২০১৫ খ্রিঃ।

পড়ুন এবং জানুনঃ

১। বাস্তবে আলেমে দ্বীন কে?
২। শুধু পড়া শুনা করলেই বা সার্টিফিকেট আর্জন করলেই কি আলেম হয়ে যায়?
৩। কোন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত আলেম সাধারণত জাহেল থেকে নিকৃষ্ট।
৪। কোন আলেমের প্রতি জাহেল থেকে বেশীগুণে আযাব (শাস্তি) হবে।
৫। সে নামধারী আলেম কে, যে অতি নিকৃষ্ট সৃষ্টি?
৬। সে কি জিনিস যে ওলামার হৃদয় থেকে ইলমকে বের করে দেয়?
৭। আলেম কেন সততা বজায় রাখেনা?
৮। কখন আলেমকে মন্দ বললে কাফের হবে?
৯। সর্বপেক্ষ বড় আলেম কে?
১০। ইলমুল ফতওয়া (ফতয়ার জ্ঞান) কিভাবে অর্জন হয়?
১১। সে কোন আলেম যে ফেক্বাহর দরজাতেও প্রবেশ করেনা?
১২। ইলমের পার্শ্বে শয়তান কোন জিনিসের পতাকা গেড়েছে?

প্রিয় পাঠকদের নিকট আবেদন-
যদি কেতাবে কোনো রকমের ত্রুটি নজরে আসে তো অবশ্যই অবগত করাবেন। পরক্ষনে তা সংশোধন করে নেয়া হবে। অনুবাদকঃ আঃ আযীয- 9734135362

উপহারঃ

আমার.....

পিতা.....

গ্রাম.....পোঃ.....

থানাঃ.....জেলাঃ.....

স্নেহের/ভক্তির নিদর্শন স্বরূপঃ

এই বইখানি উপহার দিলাম।

আপনারই.....

গ্রাম.....পো.....

থানা.....জেলা.....

তারিখ.....

অভিমতঃ

জামেয়ে মাকুলাত ও মানকুলাত হযরত আল্লামা ও মৌলানা মুফতী **ওয়ায়েযুল হক মিসবাহী** (রাজমহল, শাইখুল হাদীস মাদ্রাসা গৌসিয়া ফাসিহিয়া মাদীনাতুল উলুম, খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদহ) এর কলমে।

আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধু বিশ্ববিধাতা মহান আল্লাহর পরিচিত লাভের জন্য। এই পরিচিত অর্জন হবে নবীত্ব জ্ঞানের মধ্যদিয়ে যারা নবীত্ব জ্ঞানের ধারক ও বাহক তারা হচ্ছেন এক মাত্র সু-আলেমগণ। মহান আল্লাহ তাদেরকেই নবী ও রসুলদের ওয়ারিস ও নায়েব (প্রতিনিধি) হওয়ার পর-মর্যাদা দান করেছেন। মহা নবী ইরশাদ করেছেন اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ আলেমগণ হচ্ছেন নবীদের ওয়ারীস। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে আলেমরাই হন সেই মর্যাদার মর্যাদাবান। সুতরাং কোন সাধারণকে তাদের সারিতে স্থান দিতে নেই। তারা যে কোন সাধারণ থেকে শ্রেষ্ঠ এমনকি সেই সাধারণ থেকেও শ্রেষ্ঠ যার সারা দিন রোযাতে এবং সারা রাত এবাদতে কাটে। মহান আল্লহ ইরশাদ করেন

هَلْ يَسْتَوِىْ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ- আলেম ও জাহেল কি এক সমান? নবীত্ব জ্ঞানের ধারক ও বাহক হওয়ার জন্য তাদের মান-সম্মান এরূপ উচ্চস্তরের যে, এক যুবক আলেম যে কোন জাহেল এমন কি বৃদ্ধ সাধারণ সাইয়্যেদ অপেক্ষা উচুপদের অধিকারী। হানাফী মাযহাবের বিশ্বস্থ গ্রন্থ "দুররে মোখতার" এর মধ্যে বিবৃত হয়েছে।

وَلِلشَّابِ الْعَالِمِ اَنْ يَّتَقَدَمَ عَلَى الشَّيْخِ الْجَاهِلِ

وَلَوْ قُرَيْشِيًا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْاالْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

অর্থাৎ- যুবক আলেম বৃদ্ধ জাহেল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন কি সাধারণ সাইয়্যেদ অপেক্ষা পদমর্যাদার অধিকারী। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন "আলেমদেরকে একাধিক শ্রেণী উচ্চতা দান করা হয়েছে।

আলেমগণ হচ্ছেন সাধারণ জনতাদের মনিব আল্লাহর রসুল ইরশাদ করেন

مَنْ عَلَّمَ عَبْدًاايَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ مَوْلَاهُ

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি কোন বান্দাকে মহান আল্লাহর কেতাবের একটি আয়াত শিক্ষা দিল সে তার মনিব হিসাবে গন্য হল।

হযরত মৌলা আলী ইরশাদ করেন مَنْ عَلَّمَنِیْ حَرْفًا صَیَّرَنِیْ عَبْدًااِنْ شَاءَ بَاعَ وَاِنْ شَاءَ اَعْتَقَ অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আমাকে একটি অক্ষরের জ্ঞান দান করল সে আমাকে বিক্রিও করতে পারে এবং স্বাধিনও করতে পারে "সুতরাং সাধারণকে আলেমের দরবারে এরূপ থাকতে হবে যে রূপ এক গোলাম এক মনিবের সামনে থাকে। "রাদ্দুল মোহতার" গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে حَقُّ الْعَالِمِ عَلَى الْجَاهِلِ وَحَقُّ الْاُسْتَاذِعَلَى التِّلْمِیْذِ وَاحِدٌ عَلَى السَّوَاءِ وَهُوَ اَنْ لَا یَفْتَحَ الْكَلَامَ قَبْلَهُ وَلَایَجْلِسَ مَكَانَهُ وَلَایَتَقَدَّمَ عَلَیْهِ فِیْ مَشْیِهِ

অর্থাৎ- আলেমের হক জাহেলের প্রতি এবং শিক্ষকের হক ছাত্র-র প্রতি এক সমান এবং তা হচ্ছে এ যে, সাধারণ ব্যক্তি আলেমের আগে কথা বলবেনা, তার আসনে বসবেনা এবং তার আগে আগে চলবেনা-' সুন্নী আলেম বেআমল হলেও তার শ্রেষ্ঠত্ব নিজের স্থানে অখুন্ন। মহান আল্লাহ সমস্ত সুন্নী আলেম কে নিজের নির্বাচিত বান্দা বলে ঘোষণা করেছেন পবিত্র কোনআনে ইরশাদ করেন-

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِیْنَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ
ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ
بِاِذْنِ اللّٰهِ ذٰالِكَ هُوَ الْفَضْلُالْكَبِیْرُ

অর্থাৎ- অতঃপর আমি নিজের নির্বাচিত বান্দাদেরকে কেতাবের ওয়ারিস বলে গ্রহন করলাম সুতরাং তাদের মধ্যে কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী কেহ মাধ্যম এবং কেহ মঙ্গল ও নেকীর কাজগুলোর ব্যাপারে অগ্রগামী আল্লাহর নির্দেশে এটাই হচ্ছে মহা ফযল, দেখুন এখানে মহান আল্লাহ বে আমল আলেমকে ও কেতাবের ওয়ারিস এবং মননিত ও নির্বাচিত বান্দা বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তাকে ও সম্মান দিতে হবে নবীত্ব জ্ঞানের ধারক হওয়ার জন্য। তবে তার আদবকে অখুন্ন রেখে তাকে সচেতন করতে হবে। যেরূপ এক উপযুক্ত সন্তান নিজের পিতা মাতার নিকটে এবং শিষ্য নিজের গুরুর নিকটে তাদের আদবকে অখুন্ন রাখে। পক্ষান্তরে আলেমদের হক বা প্রাপ্যকে না চিনলে, তাকে হেয় করলে পরিনাম প্রচন্ড ভয়ঙ্কর হয়ে দাড়াবে। মহানবী ইরশাদ করেন, لَیْسَ مِنْ اُمَّتِیْ مَنْ لَّمْ یَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ যে ব্যক্তি আমার আলেমের প্রাপ্য খুন্ন করবে সে আমার উম্মতের মধ্যে শামেল নয়। আল্লাহর রসুল আরো ইরশাদ করেন لَا یَبْغِیْ عَلَى النَّاسِ اِلَّا وَلَدُ بَغِیٍّ وَاِلَّا مَنْ فِیْهِ عِرْقٌ অর্থাৎ- লোকদের প্রতি অন্যায় করবেনা তবে হারামী সন্তান অথবা সেই ব্যক্তি যার মধ্যে অনুরূপ কোন রগ হবে"।

ভেবে দেখুন! যদি সাধারণ লোকের প্রতি অন্যায়কারী অবৈধ সন্তান হয় তাহলে যারা আলেমদের প্রতি অন্যায় করবে তাদের পরিনাম কি দাঁড়াবে? উপরক্ত হাদীসে "নাস" (লোকসকল) দ্বারা আলেমদেরকে বুঝান হয়েছে এমাম গাযযালী নিজের বিখ্যাত গ্রন্থ "এহয়া" র মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন

سُئِلَ اِبْنُ الْمُبَارَكِ مَنِ النَّاسُ فَقَالَ اَلْعُلَمَاءُ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক কে জিজ্ঞেস করা হল, "লোক সকল" থেকে কোন ব্যক্তিদেরকে বুঝান হয়েছে তিনি ইরশাদ করলেন আলেম সম্প্রদায়। চিন্তা করুন! কি রকম মান সম্মাম দান করা হয়েছে নবীদের ওয়ারিস আলেম সম্প্রদায় কে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, বর্তমান যুগে অনেকেই না নবীত্ব জ্ঞানের মর্যাদা থেকে অবগত আর না উক্ত জ্ঞানের ধারক ও বাহক আলেমদের মান সম্মান থেকে ওয়াকিবহাল তারা আলেমদের ক্ষেত্রে এমন এমন অকত্ত ভাষা প্রয়োগ করে থাকে যা দ্বারা ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে এ ধরনের লোক সকলকে সচেতন করা এবং তাদেরকে আলেমদের প্রেমিক হিসাবে গড়ে তোলা এক ধর্মীয় দায়িত্ব। উত্তর প্রদেশের এক বিশ্বস্থ আলেম প্রখ্যাত ফাক্বীহ হযরত আল্লামা মুফতী জালালুদ্দিন আহমাদ আমজাদী আলাইহির রহমা উক্ত দায়িত্বের গুরুত্ব বোধ করলেন এবং "ইলম আউর ওলামা" নামক পুস্তিকা রচনা করে সমাজের খিদমতে দান করলেন। পুস্তিকাটি উর্দু ভাষায় প্রনয়ন হওয়াতে আমাদের এক নবযুবক আলেম একাধিক পুস্তক পুস্তিকার প্রনেতা আযীযে মিল্লাত আমার স্নেহের ভাই মৌলানা মোঃ আব্দুল আযীয সাহেব উক্ত পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ করে বাঙ্গালী আলেমদের পক্ষ থেকে এক মহান দায়িত্ব পালন করলেন। মৌলানাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আল্লাহর দরবারে দুওয়া করছি যে তিনি তাঁর এই ধর্মীয় সেবা কবূল করেন এবং তাকে দীর্ঘায়ু করে এ অপেক্ষা অধিক ইসলাম ও সুন্নাতের খিদমত করার তৌফিক দান করেন আমীন।

ইতি-
মোঃ ওয়া-য়েযুল হক মিসবাহী

www.YaNabi.in

সূচীপত্রঃ

ক্রমিক সংখ্যা	পৃষ্ঠা নং
১। প্রথম কথা	০৫
২। ইল্‌মের ফযীলত	০৬
৩। ইল্‌ম শিক্ষা এবং তার ফযীলত	১৬
৪। তালেবেইলম এবং তার নিয়াত	২৮
৫। ফেক্বাহ এবং ফোক্বাহার ফযীলত	৩৪
৬। আলেমগণের ফযীলত	৪১
৭। সতর্কতা	৪২
৮। আলেম সম্প্রদায়ের মজলিশের ফযীলত	৫২
৯। শিক্ষাদান ও পুস্তকাদি লিখার ফযীলত	৫৪
১০। বে-আমল আলেম	৫৮
১১। দুনিয়াদার ও মন্দ ওলামা	৬২
১২। ইল্‌ম গোপনকারী ওলামা	৬৯
১৩। আলেমের মানহানী করা	৭১
১৪। জাহেল মুফতী	৭৩
১৫। বিবিধ	৭৬

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইল্‌ম এবং আলেমসম্প্রদায়

প্রথম কথাঃ

ইসলামের নির্ভরতা ও তার সৌন্দর্য্য ইল্‌মে দ্বীন থেকেই প্রস্ফূটিত হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তার গুরুত্ব ও মহত্ব থেকে বহু দূরে। (তা সম্পর্কে কিছু বোধ রাখে না)। এই কারনেই অধিকাংশ লোক আলেম সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখেনা, তাঁদের থেকে দূরে সরে থাকে। তাছাড়া কিছু লোক তো বিনা কারণে আলেমে দ্বীনের সাথে শত্রুতা রাখে, আর তাঁর হেনস্তা ও কুৎসা করে নিজের পরকালকে বিনাশ করে। এই জন্যেই আমি ইল্‌মে দ্বীন, তালেবে ইল্‌ম ওলামা ও ফোক্বাহার ফযীলত সমন্ধে কোরআন হাদীস এবং ইমামগণের মতসমূহকে একত্রিত করে এই গ্রন্থটি রচনা করলাম যাতে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অ-সাল্লাম এর নিকট তাঁদের এবং তাদের যা মর্যাদা রয়েছে তা থেকে সাধারণ মানুষও জ্ঞাত হয়ে যায়, এবং তাদের সাথে ধর্মীয় উপহার অর্জন করে নিজের ঈমান ও আমলকে সংশোধন করে নিতে পারে।

পাশাপাশী নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরও পেয়ে যাবে ◆ বাস্তবে আলেমে দ্বীন কে? ◆ শুধু পড়া শুনা করলেই বা সার্টিফিকেট অর্জন করলেই কী আলেম হয়ে যায়, না তার জন্য আরও কোনো জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে ◆ কোন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত আলেম সাধারণত জাহেল থেকে নিকৃষ্ট?
◆ কোন আলেমের প্রতি জাহেল থেকে বেশীগুণে আযাব (শাস্তি) হবে?
◆ সে নামধারী আলেম কে যে অতি নিকৃষ্ট সৃষ্টি? ◆ সে কি জিনিস যে ওলামার হৃদয় থেকে ইল্‌মকে বের করে দেয়? ◆ আলেম কেন সততা বজায় রাখেনা? ◆ কখন আলেমকে মন্দ বললে কাফের হবে? ◆ সর্বাপেক্ষবড় আলেম কে? ◆ ইলমুল ফতওয়া (ফতওয়ার জ্ঞান) কিভাবে অর্জন হয়? ◆ সে কোন আলেম যে ফেক্বাহর দরজাতে ও প্রবেশ করেনা? ◆ ইল্‌মের পার্শে শয়তান কোন জিনিসের পতাকা গেড়েছে?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করি যে, সমস্ত মানব জাতি কে এই কেতাব থেকে পূর্ণ রূপে উপকার অর্জন করার ক্ষমতা দেন। আর তাকে আমার জন্য নাজাতের অসিলা বানিয়ে দেন। আমীন- ইতি-
জালালুদ্দিন আহমাদ আমজাদী
২৫শাবানুল মো' আযযাম ১৪১১ হিজরী।

www.YaNabi.in

لَکَ الۡحَمۡدُ یَااللّٰهُ

وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡکَ یَارَسُوۡلَ اللّٰهِ وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصۡحَابِکَ یَا شَفِیۡعَنَا یَوۡمَ الۡجَزَ

ইল্‌মে দ্বীন (ধর্মীয় জ্ঞান) যে পবিত্র কোরআন হাদীসের সাথে সম্পর্ক রাখে সেটি দুই প্রকার। ১) সেই জ্ঞান যার প্রতি পবিত্র কোরআন এবং হাদীসকে বুঝানো নির্ভরশীল। যেমন শব্দ কোষ বা অভিধান, নহু সারফ ইত্যাদির জ্ঞান (আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র) ২) সেই জ্ঞান যে আক্বীদা, আমল এবং আখলাক (আচরণ নিতিবিদ্যা) -র সাথে সম্পর্কিত।

এই দুই প্রকার ইল্‌ম (জ্ঞান) ব্যতীত আর একটি ইলম রয়েছে যাকে নূর বলে। যার দ্বারা আল্লাহ পাকের মারেফত (পরিচয়) অর্জন করা যায়। এই ইল্‌মটি কে ইল্‌মে হাক্বীক্বত বলা হয়। পবিত্র কোরআন এবং হাদীসে যে ইল্‌মের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। তাকে উপরোক্ত সমস্ত প্রকার ইল্‌ম শামিল রয়েছে। (আশেয়াতুল লাময়াত)।

ইলমের ফযীলতঃ-

১। আল্লাহ তাবারাক অতাআলা এরশাদ করেন।

وَقُلۡ رَّبِّ زِدۡنِیۡ عِلۡمًا ﴿پاره۱۶ ع ۱۴﴾

অর্থঃ এবং আরজ করুন! হে আমার, প্রতি পালক। আমাকে জ্ঞান বেশী দাও।

☞ হযরত আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিপিবদ্ধ করেন যে এই আয়াতে কারীমা হতে ইল্‌মে দ্বীনের ফযীলত প্রকাশ্য প্রমাণিত হয়। কারণ আল্লাহ পাক নিজের প্রিয় হাবিব মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম কে ইল্‌ম ব্যতীত অন্য কোন জিনিসের আধিক্য চাইতে হুকুম দিলেন না। (ফাতহুল বারী শারহে বোখারী প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা- ১৩০)

২) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত।

اَلۡعِلۡمُ حَیَاةُ الۡاِسۡلَامِ وَعِمَادُ الدِّیۡنِ ﴿رواه ابو الشیخ﴾

অর্থ- ইল্‌ম ইসলামের জীবন এবং দ্বীনের (ধর্মের) স্তম্ভ।

৩) হযরত উবাদা রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

تَدَارُسُ الۡعِلۡمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّیۡلِ خَیۡرٌ مِّنۡ اِحۡیَائِهَا

অর্থ- রাত্রি বেলা কিছুক্ষণ জ্ঞান চর্চা করা সারা রাত্রি জাগরণ থেকে উত্তম (মেশকাত শরীফ ৩৬ পৃষ্ঠা)।

☞ হযরত মুল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি তা-আলা আলাইহি লেখেছেন।

এই হাদীসের অর্থ এই যে কিছুক্ষন পরস্পর ইল্‌মের পুনরুক্তি করা, শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করা, ছাত্রকে পড়ানো , কেতাব (বই পুথি) লেখা বা পড়া সারা নিশি এবাদতে অতিবাহিত করা চাইতে উত্তম (মিরক্বাত শারহে মেশকাত ১খন্ড পৃষ্ঠা- ২৫১)

৫) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহা বলেন যে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম কে এরশাদ করতে শুনেছি।

فَضۡلٌ فِیۡ عِلۡمٍ خَیۡرٌ مِّنۡ فَضۡلٍ فِیۡ عِبَادَةٍ وَمَلَاکُ الدِّیۡنِ الۡوَرَعُ

অর্থ- ইল্‌মের বৃদ্ধি এবাদতের বৃদ্ধি চাইতে উত্তম এবং দ্বীনের (ধর্মের) আসল পর্হেযগারী। (মেশকাত শরীফ পৃষ্ঠা ৩৬)

অর্থাৎ, ইল্‌মের আধিক্য বৃদ্ধি যদিও অল্প হয় এবাদতের আধিক্য চাইতে উত্তম, যদিও তা বেশী হয় (আশেয়াতুল লাময়াত ১খন্ড ১৭২ পৃষ্ঠা)।

এবং হারাম ও হারামের অনুরুপ কাজ থেকে বেচে থাকার মধ্যে রয়েছে দ্বীনের সংশোধন। যেমত দ্বীনের পঁচন লোভ লালসায় যুক্ত হলে হয়ে থাকে (মিরক্বাত ১খন্ড ২৫১ পৃষ্ঠা)।

৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি- অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اَلۡعِلۡمُ ثَلَاثَةٌ اٰیَةٌ مُّحۡکَمَةٌ اَوۡ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوۡ فَرِیۡضَةٌ عَادِلَةٌ ﴿رواه ابوداؤد وابن ماجه﴾

অর্থ- ইল্‌ম তিন প্রকার (অর্থাৎ তিনটি বিষয়ের ইল্‌মই প্রকৃত ইল্‌ম) ১। আয়াতে মোহকামের ইল্‌ম, যা কোরআন ও হাদীসের সাথে সম্পর্কীত? ২। সুন্নাতে ক্বায়েমার ইল্‌ম (অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত বা হাদীসের ইল্‌ম)? ৩। ফারীদ্বায়ে আদেলার ইল্‌ম (অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের সাথে সম্পর্কীত বিষয়ে ইজতেহাদ করার ইল্‌ম, ইজমাও কেয়াস।

হযরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

www.YaNabi.in

লেখেন, যে এই হাদীসের অর্থ দ্বীন এবং শরীয়তের অসুল (মৌলিক) এর ইল্‌ম চারটি ১) কোরআন শরীফ ২) হাদীস শরীফ ৩) ইজমা এবং ৪) কেয়াস। (আশেয়াতুল লাময়াত ১৬৭ পৃষ্ঠা)।

৭) হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেন।

لَاحَسَدَاِلَّافِىْ اِثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِىْ الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

অর্থ- দু-টি জিনিস ব্যতীত অন্য কোন জিনিসে হিংসা করা জায়েয নেই। প্রথম ঐ ব্যক্তির হিংসা করা যাকে আল্লাহ পাক ধন দৌলৎ দান করেন আর সে তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তির হিংসা করা যাকে আল্লাহপাক ধর্মের জ্ঞান দান করেন আর সে তার মোতাবেক ফাইসলা করে এবং অপরকে তার শিক্ষা দান করে। (বোখারি শরীফ ১৭পৃষ্ঠা)।

☞ কোনো নেয়ামত ও ফযীলতময় ব্যক্তিকে দেখে এই আশা করা যেন সে নেয়ামত ও ফযীলতহীন হয়ে যায় আর তার নেয়ামত ও ফযীলতের প্রাপ্য আমি হয়ে যাই একে হিংসা বলা হয় আর হিংসা করা হারাম। হাদীস শরীফে আছে-

اَلْحَسَدُ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

অর্থ- হিংসা নেকীকে এমন ভাবে খেয়ে ফেলে যেমন জ্বালানীকে আগুন খেয়ে ফেলে। (আবুদাউদ শরীফ ২খন্ড ৩১৬ পৃষ্ঠা)।

☞ উপরোক্ত হাদীস শরীফে যে প্রকাশ্য দুইটি জিনিস সম্পর্কে হিংসা করা জায়েয বলা হয়েছে। তাথেকে বুঝায় রাশক- (আশা) অর্থাৎ কাউকে দেখে এই আশা করা যে সে নেয়ামত ও ফযীলতময় থাকে এবং আমিও যেন তার মত নেয়ামত ও ফযীলতময় হই।

অর্থাৎ- মানুষ বিভিন্ন রকমের আশা আকাঙ্খা করে থাকে কিন্তু আশা করার উপযুক্ত শুধু দুইটি নেয়ামত- ১) ঐ সম্পদ যাকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা যায়। ২) ঐ ইল্‌ম যার দ্বারা সঠিক ফাইসলা এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়া যায়।

৮) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

اِذَامَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهٗ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ اِلَّامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْوَلَدٍصَالِحٍ يَدْعُوْلَهٗ ﴿رواه مسلم.مشكوة ص ٣٢﴾

অর্থ- হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন- যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমল (নেকীর পথ) বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমল পূর্ণ বহাল থাকে। ১) সদকায়ে জারিয়া, ২) ইল্‌ম যার দ্বারা (লোকের) উপকার সাধিত হয় এবং ৩) সুসন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। (সন্তানকে সুশিক্ষা দেয়াই হল তার আমল)। (মিশকাত শরীফ ৩২ পৃষ্ঠা)।

☞ সদাকায়ে জারিয়া বলতে- মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করা বা জমি জায়গা, বই পুথি ইত্যাদি দান করা। ইল্‌ম থেকে উদ্দেশ্য ধর্মীয় কেতাব (বই) পুস্তক লেখা এবং উপযুক্ত শিষ্য ছেড়ে যাওয়া যায় দ্বারা ধর্মের ধারা বইতে থাকে। এবং কোন পিতা নিজ সন্তান সন্ততীকে পূণ্যবান বানালেই সে তার বিনিময়ে নেকী পেতেই থাকবে কদাচ সেই সন্তান সন্ততী পিতা মাতার মঙ্গল কামনা করে দোয়া করুক বা নাই করুক।

৯) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

اَلْعِلْمُ خَزَائِنُ وَمِفْتَاحُهَا السُّوَالُ فَاسْئَلُوْايَرْحَمُكُمُ اللّٰه ﴿رواه ابونعيم فى الحلية﴾

অর্থ- ইল্‌ম (এক প্রকার) সঞ্চিত সম্পদ স্বরুপ এবং তার চাবি সাওয়াল (প্রশ্ন করা)। সুতরাং তোমরা প্রশ্ন কর আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি কৃপা করবেন। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৭৬ পৃষ্ঠা)।

১০) হযরত উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اَلْعِلْمُ مِيْرَاثِىْ وَمِيْرَاثُ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِىْ ﴿رواه الديلمى فى مسند الفردوس﴾

অর্থ- ইল্‌ম আমার মিরাস (পরিত্যক্ত সম্পদ) এবং আমার পূর্বের নবীগণদের ও মিরাস।

১১) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اَلْعِلْمُ وَالْمَالُ يَسْتُرَانِ كُلَّ عَيْبٍ وَالْجَهْلُ وَالْفَقْرُ يَكْشِفَانِ كُلَّ عَيْبٍ

﴿رواه الديلمى فى مسند الفردوس﴾

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ- ইল্‌ম ও সম্পদ (মানুষের) সকল দোস ক্রুটিকে গোপন করে রাখে এবং অজ্ঞতা ও দরিদ্রতা (মুখাপেক্ষিতা) সকল ক্রটিকে প্রকাশ করে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৭৭ পৃষ্ঠা)।

১২) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَلْعِلْمُ بِاللّٰهِ.اِنَّ الْعِلْمَ يَنْفَعُکَ مَعَهُ قَلِيْلُ الْعَمَلِ وَكَثِيْرُهُ

وَاِنَّ الْجَهْلَ لَايَنْفَعُکَ مَعَهُ قَلِيلُ الْعَمَلِ وَلَا كَثِيْرُهُ ﴿رواه الحكيم﴾

অর্থ- আল্লাহ পাকের জাত এবং সিফাত (সত্তা-গুণ) এর ইল্‌ম সর্বোত্তম আমল। অল্প হোক বা বেশী অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোন কাজ করলে তা তোমাকে সুলভ দেবে। এবং নিঃসন্দেহে অজ্ঞতার সাথে কাজ অল্প করুক বা যতই বেশী করুক কোন উপকার দেবে না। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮২ পৃষ্ঠা) ।

১৩) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত।

خُيِّرَ سُلَيْمَانُ بَيْنَ الْمَالِ وَالْمُلْكِ وَالْعِلْمِ فَاخْتَارَ الْعِلْمَ فَاُعْطِيَ الْمُلْكَ

وَالْمَالَ لِاِخْتِيَارِهِ الْعِلْمَ ﴿رواه ابن عساكر﴾

অর্থ- হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম কে সম্পদ, সম্রাজ্য ও জ্ঞানের মধ্যে যে কোন একটি নির্বাচন করে নিতে স্বাধীনতা দেওয়া হয়- তিনি জ্ঞান কে পছন্দ করলেন। সুতরাং জ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়ার দরুন তাকে সম্পদ ও সম্রাজ্য দিয়েও সজ্জিত করা হয়। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৭ পৃষ্ঠা)।

১৪) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ فَاِنَّ الْعِلْمَ خَلِيْلُ الْمُؤْمِنِ ﴿رواه الحكيم﴾

অর্থ- ইলম কে মজবুত করে ধরেনাও কেননা, ইল্‌ম মুমিনদের পরিপক্ক দোস্ত। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৮পৃষ্ঠা)।

১৫) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

فَضْلُ الْعِلْمِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ ﴿رواه الحاكم﴾

অর্থ- ইল্‌মের বৃদ্ধি আমার নিকট এবাদতের বৃদ্ধি চাইতে পছন্দনীয়। (কানযুল উম্মাল ১খন্ড ৮৮ পৃষ্ঠা)।

১৬) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

قَلِيلُ الْعَمَلِ يَنْفَعُ مَعَ الْعِلْمِ وَكَثِيْرُ الْعَمَلِ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْجَهْلِ ﴿رواه الديلمى فى الفردوس﴾

অর্থ- অল্প আমল ইলমেরসহিত লাভ জনক, এবং অধিক আমল অজ্ঞতার সহিত অতটা লাভজনক নয়। (কানযুল উম্মাল ১০ খন্ড ৮৮ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১৭) হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

لِكُلِّ شَئٍ طَرِيْقٌ وَطَرِيْقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ ﴿رواه الديلمى فى الفردوس﴾

অর্থ- প্রত্যেক বস্তুর একটি পথ রয়েছে আর জান্নাতের পথ হল ইল্‌ম। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৭ পৃষ্ঠা)।

১৮) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ صَارَ بِالْعِلْمِ حَيًّا لَمْ يَمُتْ اَبَدًا

অর্থ- যে ব্যক্তি ইল্‌মের দ্বারা জীবন গড়বে তার কখনও মৃত্যু হবেনা। (অর্থাৎ সে পৃথিবী থেকে মুছে যাবেনা তার নাম থাকবে) (হাশীয়া হেদায়া ১খন্ড ২পৃষ্ঠা)।

رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ

اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت

অর্থ- হে দাগ (দিল্লীর একজন নামকরা শায়ের) ইল্‌মের দ্বারা মানুষের নাম অমর হয়ে থাকে এবং সন্তান দ্বারা তো শুধু দুই চারপিড়ি পর্যন্তই।

১৯) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

مَااسْتَرْذَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَبْدًااِلَّاحَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ وَالْاَدَبَ ﴿رواه ابن النجار﴾

অর্থ- আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তিকে (জার নসিবে অপদস্থ থাকে) ইল্‌ম এবং আদব থেকে বিরত রেখে অপদস্থ করেন। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৭ পৃষ্ঠা)।

২০) হযরত মাসয়াব বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এরশাদ করেন।

تَعَلَّمِ الْعِلْمَ فَاِنْ كَانَ لَکَ مَالٌ كَانَ الْعِلْمُ لَکَ جَمَالًا وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَکَ مَالٌ كَانَ الْعِلْمُ لَکَ مَالًا

অর্থ- ইল্‌ম শিক্ষা করো। কেননা যদি তোমার নিকট মাল দৌলত থাকে তো ইল্‌ম তোমার সৌন্দর্য্য হবে। আর যদি তোমার নিকট মাল না থাকে তবে ইল্‌মই তোমার ধন-দৌলত হবে। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৭৫ পৃষ্ঠা)।

২১) হযরত আল্লামা ইমাম ফাখরুদ্দিন রাহমাতুল্লাহি তা-আলা আলাইহি লেখেন।

قَالَ بَعْضُهُمْ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ

السَّيْلُ زَبَدًارَّابِيًا اَلسَّيْلُ هٰهُنَا الْعِلْمُ شَبَّهَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِالْمَاءِ لِخَمْسِ خِصَالٍ

অর্থ- আল্লাহ পাকের কথা اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً...الخ (অর্থাৎ আল্লাহ পাক আকাশ হতে জল অবতীর্ণ করেছেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফলে, নদীনালা নিজ নিজ গতি পথে প্রবাহিত হলো। অতঃপর জলস্রোত সেটাই উপরিভাগে ভেসে উঁঠা ফেনা বহন করে নিয়ে আসলে। এই আয়াত সম্পর্কে কিছু সংক্ষক মুফাস্সের তাফসীর করেছেন যে এতে اَلسَّيْلُ শব্দ থেকে বুঝানো হয়েছে ইল্‌ম। পাঁচটি কারণে ইল্‌ম কে জলের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে।

اَحَدُهَا. كَمَا اَنَّ الْمَطَرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ كَذٰلِكَ الْعِلْمُ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ.

وَالثَّانِىْ. كَمَا اَنَّ اِصْلَاحَ الْاَرْضِ بِالْمَطَرِ فَاِصْلَاحُ الْخَلْقِ بِالْعِلْمِ.

وَالثَّالِثُ. كَمَا اَنَّ الزَّرْعَ وَالنَّبَاتَ لَايَخْرُجُ بِغَيْرِ الْمَطَرِ كَذٰلِكَ الْاَعْمَالُ وَالطَّاعَاتُ لَا تَخْرُجُ بِغَيْرِ الْعِلْمِ.

وَالرَّابِعُ. كَمَا اَنَّ الْمَطَرَفَرْعُ الرَّعْدِ وَالْبَرْقِ كَذٰلِكَ الْعِلْمُ فَاِنَّهُ فَرْعُ الْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ.

وَالْخَامِسُ. كَمَا اَنَّ الْمَطَرَنَافِعٌ وَضَارٌّ كَذٰلِكَ الْعِلْمُ نَافِعٌ وَضَارٌّ نَافِعٌ لِّمَنْ عَمِلَ بِهٖ ضَارٌّ لِّمَنْ لَّمْ يَعْمَلْ بِهٖ.

✠ প্রথম- যেই রুপ বৃষ্টি আকাশ থেকে অবতরণ করে অনুরুপ ইল্‌ম ও আকাশ থেকে অবতরণ করে।

✠ দ্বিতীয়- যেমন ভূমির সংস্কার বৃষ্টির পানি দ্বারা হয়, তেমনই সৃষ্টির (মানব কুলের) সংস্কার ইল্‌মের দ্বারা হয়।

✠ তৃতীয়- যেই রুপ জমি চাষ বা ভূ-সবুজায়ন বৃষ্টি ব্যতিত হয় না। অনুরুপ এবাদত ও বন্দেগী ইল্‌ম ব্যতিত হয় না।

✠ চতুর্থ- যে রুপ গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকানো বৃষ্টিপাতের প্রাসঙ্গিক, অনুরুপ ইল্‌ম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অনুশাষনের প্রাসঙ্গিক।

✠ পঞ্চম- যেমন বৃষ্টির দ্বারা উপকার ও ক্ষতিগ্রস্থ উভয় হয়ে থাকে। তেমনই ইল্‌মের দ্বারাও লাভ ও ক্ষতি উভয় হয়ে থাকে। কারণ যে অর্জিত জ্ঞানের প্রতি আমল করল সে উপকৃত হল আর যে তার প্রতি আমল করলনা সে ক্ষতিগ্রস্থ হল। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৭৬ পৃষ্ঠা)।

২২) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু বলেছেন-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

اَلْعِلْمُ اَفْضَلُ مِنَ الْمَالِ بِسَبْعَةِ اَوْجُهٍ

اَوَّلُهَا. اَلْعِلْمُ مِيْرَاثُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمَالُ مِيْرَاثُ الْفَرَاعِنَةِ.

وَالثَّانِىْ. اَلْعِلْمُ لَا يَنْقُصُ بِالنَّفْقَةِ وَالْمَالُ يَنْقُصُ.

وَالثَّالِثُ. يَحْتَاجُ الْمَالُ اِلَى الْحَافِظِ وَالْعِلْمُ يَحْفَظُ صَاحِبَهُ.

وَالرَّابِعُ. اِذَامَاتَ الرَّجُلُ يَبْقٰى مَالُهُ وَالْعِلْمُ يَدْخُلُ مَعَ صَاحِبِهٖ قَبْرَهُ.

وَالْخَامِسُ. اَلْمَالُ يَحْصُلُ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ وَالْعِلْمُ لَا يَحْصُلُ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ.

وَالسَّادِسُ. جَمِيْعُ النَّاسِ يَحْتَاجُوْنَ اِلٰى صَاحِبِ الْعِلْمِ فِىْ اَمْرِدِيْنِهِمْ وَلَا يَحْتَاجُوْنَ اِلٰى صَاحِبِ الْمَالِ.

وَالسَّابِعُ. اَلْعِلْمُ يُقَوِّىْ الرَّجُلَ عَلَى الْمُرُوْرِ عَلَى الصِّرَاطِ وَالْمَالُ يَمْنَعُهُ.

অর্থ- ইল্‌ম সাতটি কারণে মাল দৌলত থেকে অতি উত্তম।

প্রথম- ইল্‌ম নবীগণদের মিরাস (পরিত্যক্ত সম্পদ) এবং ধন-সম্পদ ফেরাউনদের পরিত্যক্ত সম্পদ।

দ্বিতীয়- ইল্‌ম খরচ করলে বৃদ্ধি পায় এবং মাল খরচ করলে কমে যায়।

তৃতীয়- সম্পদ সংরক্ষণ করতে হয়। কিন্তু ইল্‌ম আলিম সম্প্রদায়ের হেফাজত করে।

চতুর্থ- যখন মানুষ মৃত্যু বরণ করে তার মাল (ভূ-পৃষ্টে) থেকে যায়। কিন্তু ইল্‌ম তার সঙ্গে কবরে ও প্রবেশ করে।

পঞ্চম- সম্পদ মোমিন কাফের উভয়েই অর্জন করতে পারে কিন্তু ইল্‌মে দ্বীন শুধু মোমিনরাই অর্জন করতে পারে।

ষষ্ঠ- প্রত্যেক মানুষ ধর্মের বিষয়ে আলেম সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী পক্ষান্তরে আলেম সম্প্রদায় ধনী ব্যক্তির মুখাপেক্ষী নয়।

সপ্তম- ইল্‌ম পুলসেরাতে চলার সময় মানুষের সহয় হবে, এবং মাল তাতে বাধা হয়ে দাড়াবে। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৭৭ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

২৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً

অর্থ- কিছুক্ষণ (ধর্মীয়) চিন্তা- ভাবনা করা ষাট বছরের এবাদত থেকে উত্তম। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৪০ পৃষ্ঠা)।

হযরত আল্লামা ইমামে রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন যে এই মর্যাদা (ফযীলতের) কারণ দুইটি,

اَحَدُهُمَا. اَنَّ التَّفَكُّرَ يُوْصِلُكَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْعِبَادَةَ تُوْصِلُكَ اِلٰى ثَوَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالَّذِىْ يُوْصِلُكَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى خَيْرٌ مِّمَّا يُوْصِلُكَ اِلٰى غَيْرِ اللّٰهِ.

وَالثَّانِىْ. اَنَّ التَّفَكُّرَ عَمَلُ الْقَلْبِ وَالطَّاعَةَ عَمَلُ الْجَوَارِحِ وَالْقَلْبُ اَشْرَفُ مِنَ الْجَوَارِحِ فَكَانَ عَمَلُ الْقَلْبِ اَشْرَفَ مِنْ عَمَلِ الْجَوَارِحِ. وَالَّذِىْ يُؤَكِّدُ هٰذَا الْوَجْهَ قَوْلُهُ تَعَالٰى اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ جَعَلَ الصَّلٰوةَ وَسِيْلَةً اِلٰى ذِكْرِ الْقَلْبِ وَالْمَقْصُوْدُ اَشْرَفُ مِنَ الْوَسِيْلَةِ فَدَلَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَنَّ الْعِلْمَ اَشْرَفُ مِنْ غَيْرِهٖ.

প্রথম- চিন্তা ভাবনা তোমাকে আল্লাহ তা-আলার নিকট পর্যন্ত পৌছে দেবে। কিন্তু এবাদত তোমাকে সাওয়াব (নেকী) পর্যন্ত পৌছাবে। অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে পৌছাবে এমন বস্তু চেয়ে বেশী উত্তম সেই বস্তুটি যেটি তোমাকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবে।

দ্বিতীয়- চিন্তা ভাবনা করা হৃদয়ের কর্ম এবং অনুগত করা অন্য অঙ্গ প্রতঙ্গের কর্ম। আর হৃদয় সমস্ত অঙ্গ থেকে উত্তম, সুতরাং হৃদয়ের আমলও সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গের আমল থেকে উত্তম। সেই দৃষ্টান্তটি যা এই প্রসঙ্গটিকে আরও দৃঢ়তা দান করে। আল্লাহর বানী اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ অর্থাৎ আমার স্বরণার্থে নামায প্রতিষ্ঠা কর। (১৬ পারা ১০ রুকু) এখানে আল্লাহ পাক হৃদয়ের স্বরণের জন্য নামাযকে মাধ্যম বনালেন। আর উদ্দেশ্য সর্বদা মাধ্যম চেয়ে শ্রেয়। অনুরুপ প্রমাণীত হল যে জ্ঞান বা ইল্‌ম অন্যান্য সকল বস্তুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

২৪) হযরত আল্লামা ইমাম রাযী বলেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

قَالَ تَعَالٰى وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَظِيْمًا. فَسَمَّى الْعِلْمَ عَظِيْمًا وَسَمَّى الْحِكْمَةَ خَيْرًا كَثِيْرًا فَالْحِكْمَةُ هِىَ الْعِلْمُ وَقَالَ اَيْضًا اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ. فَجَعَلَ هٰذِهِ النِّعْمَةَ مُقَدَّمَةً عَلٰى جَمِيْعِ النِّعَمِ فَدَلَّ عَلٰى اَنَّهُ اَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهٖ.

অর্থ- আল্লাহ তা-আলা এরশাদ করেন। এবং আপনাকে লিখিয়ে দিয়েছেন যা কিছু আপনি জানতেন না এবং আপনার উপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে। আল্লাহ তা-আলা উক্ত আয়াতে ইল্‌মকে আযীম (মহান) বলেছেন। এবং অন্য একটি আয়াত وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ২য় পারা ৫রুকু এতে হিকমতকে খাইরে কাসীর (অধিক মঙ্গল) বলেছেন। আর হিকমত অর্থে ইল্‌মই (জ্ঞান) বুঝায়। এবং আরও বলেন اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ অর্থাৎ দয়াময় (আপন মাহবুবকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন) অতএব আল্লাহ পাক শিক্ষা কে (একটি নেয়ামত) সমস্ত নেয়ামতের উর্দ্ধে মান মর্যাদা দিয়েছেন। যা হোক প্রমাণ হয় যে ইলম সব থেকে অতি উত্তম। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৮০ পৃষ্ঠা)।

২৫) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন।

اَلْعِلْمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَالِ. اَلْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَاَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ وَالْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَالْعِلْمُ يَزْكُوْ بِالْاِنْفَاقِ. وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ وَالْمَالُ مَحْكُوْمٌ عَلَيْهِ

অর্থ- ইল্‌ম মাল চাইতে উত্তম, ইল্‌ম তোমার হেফাজত করে এবং তুমি মালের হেফাজত করে থাক। মাল খরচ করলে কমে যায় এবং ইল্‌ম খরচ করলে বৃদ্ধি হয়। ইল্‌ম হাকেম (পরিচালক) হয় এবং মাল পরাধীন হয়। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৮৩ পৃষ্ঠা)।

২৬) হযরত আল্লামা ইমাম ফাখরুদ্দিন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন।

اَلْقَلْبُ مَيِّتٌ وَحَيَاتُهُ بِالْعِلْمِ

অর্থ- হৃদয় মৃত ইল্‌ম দ্বারা সে জীবন্ত হয়। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৮৪ পৃষ্ঠা)

২৭) হযরত আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন।

كَمَا اَنَّ الْغَيْثَ يُحْيِى الْبَلَدَ الْمَيِّتَ فَكَذٰا عُلُوْمُ الدِّيْنِ تُحْيِى الْقَلْبَ الْمَيِّتَ

www.YaNabi.in

অর্থ- যেরুপ বৃষ্টি মৃত শহর কে জীবন দান করে থাকে অনুরুপ ধর্মীয় বিদ্যা (ইল্‌ম) মৃত হৃদয়কে জীবন দান করে। (ফাতহুলবারী শারহে বোখারী ১খন্ড ১৬১ পৃষ্ঠা)।

ইল্‌ম শিক্ষা করা এবং তার ফযীলত

১। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহু সাল্লল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেন।

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ﴿رواه ابن ماجه﴾

অর্থ- ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারী-র প্রতি ফরজ। (মেশকাত শরীফ ৩৪ পৃষ্ঠা)।

☞ হজরত মুল্লা আলী ক্বারী লেখেছেন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাদীসের ব্যাখ্যা কারীগণ বলেছেন যে (উক্ত) হাদীসে ইল্‌ম থেকে ধর্মীয় ইল্‌ম বুঝানো হয়েছে, যাকে অর্জন করা বান্দাদের প্রতি জরুরী, যেমন আল্লাহপাক কে চেনা তার একত্ববাদ, উনার প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামার নবুয়াত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং নিজের জরুরী মসায়েলের সাথে সাথে নামায আদায় করার নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি অবগত হওয়া, এই সব বিষয়ে ইল্‌ম শিক্ষাকরা প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি ফারযে আইন। এবং ফতওয়া ও ইজতেহাদের মর্তাবা লাভ করা ফারযে কেফায়া। (মিরক্বাত শারহে মেশকাত ১খন্ড ২৩৩ পৃষ্ঠা)।

☞ এবং হযরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী, বোখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লেখেছেন, যে অত্র হাদীস শরীফ থেকে সেই ইল্‌ম বুঝানো হয়েছে যার প্রয়োজন মুসলমানদের সময় ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন কোনো ব্যাক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে তো তার জন্য আল্লাহ পাকের জাতও সিফাত (গুণাবলী) সম্পর্কে জানা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামার নবুয়াত সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া ওয়জিব হয়ে গেল। এবং ঐ সব জিনিসের শিক্ষা অর্জন করা জরুরী হয়ে পড়ল যা ব্যতীত ঈমান পূর্ণ হয় না। যখন নামাযের সময় হয় তখন নামাযের আহকাম (নিয়মাবলি) জানা ওয়াজিব হয়ে গেল। যখন রমজান মাস আসল তখন রোযার নিয়মাবলি জানা ওয়াজিব হয়ে গেল। আর যদি মালিকে নেসাব হওয়ার পূর্বেই মারা গেল আর যাকাতের মাসায়েল সিখল না,

তাহলে গুনাহগার হবেনা। এবং বিবাহ করলে হায়েজ, (ঋতুস্রাবন) নেফাস (স্ত্রী লোকের সন্তান প্রসব পরবর্তী নির্গত রক্ত) ইত্যাদি স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে যত মাসায়েল রয়েছে মুসলমান ব্যক্তির জন্য জেনে নেওয়া ওয়াজিব হয়ে গেল। (অনুরুপ যত মাসয়ালা আছে এরুপ একই ধারাতে চলবে) (আশেয়াতুল লামায়াত ১খন্ড ১৬১ পৃষ্ঠা)।

☞ এবং হযরত আল্লামা ইমামে গাযযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন, যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু দোকানদারগণকে দুররা (লাঠি) মেরে মেরে ইল্‌ম শিক্ষার জন্য পাঠাতেন এবং বলতেন যে ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয়ের মসায়েল সম্বন্ধে অবগত নেই সে যেন ব্যবসা না করে, কেননা সে না জেনে সুদ খাবে কিন্তু তাকে খবরও হবে না। এইরুপ প্রত্যেকটা পেশার একটা ইল্‌ম (শিক্ষা) রয়েছে এমনকি একজন নাপিতের ক্ষেত্রেও তার জানা জরুরী যে মানুষের শরীরের কোনটা জিনিস কাটার উপযুক্ত এবং কোনটা অনুপযুক্ত (এই ধারায়) এবং এই ইল্‌ম প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থার হিসাবে আবশ্যক হয় অতএব ধোপার প্রতি ক্ষৌরকার্য শিক্ষা করা ফরজ নয়। (কিময়ায়ে সায়াদাত ১২৭ পৃষ্ঠা)।

সতর্কতাঃ ইল্‌ম শিক্ষা করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে তালেবে ইল্‌ম হয়ে কোন মাদ্রাসায় নাম নতিভুক্ত করিয়ে পড়াশুনা করতেই হবে। যেমন প্রচলিত আছে বরং এর মতলব এই যে আহলে সুন্নাতের আলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাত করতঃ শরীয়তের বিধান জেনে নেয়া বা বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাবলি দ্বারা হালাল ও হারাম এবং জায়েয ও নাজায়েয সম্বন্ধে অবগত হওয়া।

২) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

طَلَبُ الْعِلْمِ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ وَ طَلَبُ الْعِلْمِ يَوْمًا خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ ثَلَاثَةِ اَشْهُرٍ ﴿رواه الديلمي فى الفردوس﴾

অর্থ- কিছুক্ষণ ইল্‌ম শিক্ষা করা এবাদতে রাত্রি জাগরণ করা চাইতে উত্তম। এবং একদিন ইল্‌ম শিক্ষা তিন মাস রোযা রাখা চাইতে উত্তম। (কানযুল উম্মাল ১খন্ড ৭৫ পৃষ্ঠা)।

৩) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

طَلَبُ الْعِلْمِ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الصَّلٰوةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ﴿رواه طبرانى﴾

www.YaNabi.in

অর্থ- ইল্‌ম শিক্ষাকরা আল্লাহ পাকের নিকটে নমায, রোযা, হজ্জ, এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা চাইতে উত্তম।

৪) হযরত আবুদারদা রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ

وَ اَنَّ الْمَلٰئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَالِطَالِبِ الْعِلْمِ. ﴿رواه الترمذى وابوداؤد﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি ধর্মীয় ইল্‌ম শিক্ষা করার স্বার্থে সফর করে তো আল্লাহ তা-আলা তাকে জান্নাতের রাস্তাগুলির মধ্যে একটি রাস্তায় পরিচালিত করেন। আর তালেবে ইল্‌মের সন্তুষ্টির জন্য ফেরেস্তাগণ নিজের ডানা বিছিয়েদেন। (মিশকাত শরিফ ৩৪ পৃষ্ঠা)।

☞ হযরত মুল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহহি আলাইহি লেখেছেন।

فِيْهِ اِيْمَاءٌ اِلٰى اَنَّ طُرُقَ الْجَنَّهِ مَحْصُوْرَةٌ فِىْ طُرُقِ الْعِلْمِ فَاِنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لَا يَتَصَوَّرُ بِدُوْنِ الْعِلْمِ.

অর্থ- উপরোক্ত হাদীস শরীফে এই কথার দিকে ইশারা রয়েছে যে জান্নাতের পথসমূহ ইল্‌মের পথসমূহের মধ্যে সীমিত রয়েছে ইল্‌ম ব্যতীত নেক আমল কল্পনা করা যায় না। (মিরক্বাত ১খন্ড ২২৭ পৃষ্ঠা)।

☞এবং তিনি লিখেছেন যে আহমাদ বিন শোআঈব থেকে বর্ণিত উনি বলেন যে আমি এই হাদীসটিকে বাসরা শহরে এক মোহাদ্দিসের সম্মুখে বর্ণনা করলাম ঐ মজলিশে এক লা-মাযহাবী মোতাযেলী (এক বাতিল ফেরক্বার বাহক) উপস্থিত ছিল সে হাদীসের ইল্‌ম আহরণ করতে এসে বসেছিল সে নির্বোধ এই হাদীস শরীফের হাসি তামাসা করতঃ বলে উঠল যে আমি কাল থেকে জুতো পড়ে চলায়ন করব, আর ফেরেস্তাদের ডানাগুলিকে কুচলে থেঁতলেদেবো। সুতরাং সে নিজের কথা অনুসারে জুতো পায়ে চলতে গিয়ে জমিনে আছড়ে পড়ে আর তার পায়ে এক বিশেষ দূরা রোগের সৃষ্টি হয় যাতে তার পা ষড়ে যায়। (মিরক্বাত শারহে মেশকাত ১খন্ড ২২৭ পৃষ্ঠা)।

এবং তাবরানী বলেন যে, আমি ইয়াহয়া সাজীকে বলতে শুনেছি যে, আমরা একজন মোহাদ্দিস (হাদীস বেক্তার) সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বসরার গলি পথ ধরে ভ্রমণ করছিলাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমাদের সঙ্গে একজন রসিক ব্যক্তি ছিল ধর্মের বিষয়গুলিতে তার অগ্নাহকর ধারণা ছিল সে এরুপ উক্তি করল اِرْفَعُوْا....اِلَخ ফেরেস্তার ডানাগুলির উপর থেকে তোমরা তোমাদের পা তুলে নাও সে গুলি ভেঙ্গোনা, অর্থাৎ বিদ্যার্থীর জন্য ফেরেস্তার ডানা বিছিয়ে দেওয়া হাদীসটির সে ঠাট্টা করছিল। পরিনতিতে তৎক্ষনাৎ সেই স্থানেই তার পা তাকে মাটির উপর স্বজোরে আছড়ে ফেলে। (মিরক্বাত ১খন্ড ২৭৭ পৃষ্ঠা)।

৫) হযরত আবুহোরায়রা রাদিআল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَ يَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنْ عِنْدَهٗ. ﴿رواه مسلم﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষন করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা-আলা এর বিনিময়ে তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখন কোনো একটি দল আল্লাহর ঘর সমূহের মধ্যে কোন একটি ঘরে (মসজিদ, মাদ্রাসা বা খানকাহে) একত্র হয়ে আল্লাহর কেতাব পাঠ করতে থাকে এবং পরস্পর এর আলোচনা করতে থাকে তখনই (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাদের ওপর স্বস্তি ও শান্তি অবতীর্ণ হতে আরম্ভ করে এবং (আল্লাহর) রহমত তাদের ঢেকে ফেলে ফেরেস্তাগণ তাদের ঘিরে নেন এবং আল্লাহ তা-আলার কাছে যে সব (ফেরেস্তা আছেন তাদের সাথে তাদের ব্যাপারে আলোচনা করেন) । (মেশকাত শরীফ ৩৩ পৃষ্ঠা) ।

৬) হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ. ﴿رواه الترمذى﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি ইল্‌ম অনুসন্ধানে বের হয়েছে, সে আল্লাহর পথে রয়েছে, যে পর্যন্ত না সে প্রত্যাবর্তন করবে। (মেশকাত শরীফ ৩৪ পৃষ্ঠা)।

নোট- ফতওয়া সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে কোনো আলিমে দ্বীনের বাড়ি যাওয়াও ইল্‌ম শিক্ষা করার মধ্যে গণ্য।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৭) হযরত সাখবারা আযদী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضٰى ﴿رواه الترمذى والدارمى﴾

অর্থ- কোনো বিদ্যার্থীর বিদ্যার্জন করা তার পূর্ববর্তী ছোট গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায়। (মেশকাত শরীফ ৩৪ পৃষ্ঠা)।

☞ উপরোক্ত হাদীস শরীফের মতলব এটা কখনও নয় যে তালেবে ইল্‌ম যেমন খুশি গুনাহ করতে থাকবে, বরং তার মতলব এই যে ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করলে তার গুনাহে সগীরা মাফ হয়ে যায় তার মতলব এই যে সঠিক নিয়াতে ইল্‌মে দ্বীন অর্জন করলে, তা তাওবা দ্বারা তারগুনাহ মাফ হয়ে যাওয়ার অসীলা হয়ে যাবে।

৮) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

لَنْ يَّشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَّسْمَعُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ ﴿رواه الترمذى﴾

অর্থ- মুমিন কখনো ইল্‌ম শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না যে পর্যন্ত তার পরিনাম জান্নাত লাভ না হয়। (অর্থাৎ সে সর্বদা ইল্‌ম তলব করে আর তা তাকে জান্নাতে নিয়ে পৌঁছায়)। (মেশকাত শরীফ ৩৪ পৃষ্ঠা)।

৯) হযরত ওয়াসেলা রাদিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَاَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْاَجْرِ فَاِنْ لَّمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْاَجْرِ ﴿رواه الدارمى﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষন করেছে এবং তা অর্জন করতে পেরেছে তার জন্য দ্বিগুন সওয়াব রয়েছে। আর যদি তা লাভ করতে নাও পারে তাহলেও তার জন্য একগুন সওয়াব রয়েছে। (অর্থাৎ চেষ্টা করার সওয়াব) (মেশকাত শরীফ ৩৬ পৃষ্ঠা) ।

১০) হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَوْحٰى اِلَىَّ اَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ ﴿رواه البيهقى﴾

অর্থ- নিশ্চয় আল্লাহ পাক এমর্মে আমার নিকটে ওহী পাঠিয়েছেন যে ব্যক্তি ইল্‌ম তলব করার উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করবে তার জন্য আমি জান্নাতের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পথ সহজ করে দিব। (মেশকাত শরীফ ৩৬ পৃষ্ঠা)।

১১) হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْهُوْمَانِ لَايَشْبَعَانِ مَنْهُوْمٌ فِى الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ وَ مَنْهُوْمٌ فِى الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا ﴿رواه البيهقى﴾

অর্থ- দু-ধরণের ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুধা কখনও মিটেনা প্রথম- বিদ্যার্জনকারীর ক্ষুধা বিদ্যা দিয়ে নিবারণ হয় না। দ্বিতীয়ত- পার্থিব (সম্পদে) ক্ষুধার্থ ব্যক্তি গোটা পৃথিবীর (সম্পদের) মালিক হলেও ক্ষুধা মিটেনা। (মেশকাত শরীফ ৩৭ পৃষ্ঠা)।

☞ হযরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন।

علم ہر چند بیشتر حاصل می کند تعطش تر می گردد ﴿اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۱۷۳﴾

অর্থ- মানুষ যত বেশী ইল্‌ম অর্জন করে তার জ্ঞান পিপাসা আরও বেশী বৃদ্ধি পায়। (আশেয়াতুল লামায়াত ১খন্ড ১৭৩ পৃষ্ঠা)।

অতএব বুঝা গেল যে, যে মৌলানা সাহেবের পেট ইলমে ভরে গেল বাস্তবে সে ইল্‌ম হাসিলই করেনি।

১২) হযরত আত্তন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ বিদ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেছেন।

مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَ صَاحِبُ الدُّنْيَا وَلَا يَسْتَوِيَانِ اَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضًى لِلرَّحْمٰنِ وَاَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَمَادٰى فِى الطُّغْيَانِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللّٰهِ كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى قَالَ وَقَالَ لِاٰخَرَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿رواه الدارمى﴾

অর্থ- দু-লোভী তৃপ্তি লাভ করেনা আলেম ও দুনিয়াদার। কিন্তু এ দুজন সমান না, আলেম- সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে বর্ধিত করতে থাকে। দুনিয়াদার ধোকাবাজি ও সীমা লঙ্ঘনে এগিয়ে থাকবে। প্রসঙ্গক্রমে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহুমা এই আয়াতটি পাঠ করলেন।

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ﴿پارہ ۳۰ سورہ علق﴾ অর্থাৎ নিশ্চয় মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে যখন সে নিজেকে (ধনে-জনে) স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করে বর্ণনা কারি হযতর আত্তন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ﴿اِنَّمَا يَخۡشَى اللّٰهَ مِنۡ عِبَادِهِ الۡعُلَمٰٓؤُا﴾ ﴿پ۲۲ ع۱۲﴾ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিশ্চয় আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করেন। (মেশকাত শরীফ ৩৭ পৃষ্ঠা)।

১৩) হযরত ইবনে সিরীন রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত।

اِنَّ هٰذَا الۡعِلۡمَ دِيۡنٌ فَانۡظُرُوۡا عَمَّنۡ تَاخُذُوۡنَ دِيۡنَكُمۡ ﴿رواه مسلم﴾

অর্থ- নিশ্চয় এই ইলম (কোরআন ও হাদীসের বিদ্যাই হল ধর্ম)।

সুতরাং লক্ষ্য রাখবে, যে তোমরা ধর্ম কার কাছ থেকে গ্রহণ করছ। (মেশকাত শরীফ ৩৭ পৃষ্ঠা)।

অর্থাৎ- গুমরা, বেদ্বীন, এবং দুনিয়াদার থেকে কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা করো না। কেন না গুমরাহী, বেদ্বীনী এবং দুনিয়াদারীতে ফেঁসে যাবে। এবং কোনো ইজতেমা বা মাহফিলে অহাবী লা-মাযহাবী বাতিল ফেরক্বার বক্তব্য শ্রবণ করতে যেওনা। কারণ গুমরাহীর (পথ ভ্রষ্টতার) প্রভাব পড়বে। এই জন্য তাদের বক্তব্য শ্রবণ করতে যাওয়া হারাম ও নাজায়েয।

১৪) হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

اَجۡوَعُ النَّاسِ طَالِبُ الۡعِلۡمِ وَاَشۡبَعُهُمۡ الَّذِیۡ لَا يَبۡتَغِيۡهِ ﴿رواه الديلمى فى مسند الفردوس﴾

অর্থ- তালিবে ইল্‌ম (ইল্‌ম অর্জনকারী) মানুষের মধ্যে সবচাইতে ক্ষুধার্ত, আর তাদের মধ্যে যার পেট ভরে আছে সে ইল্‌ম তলাশই করে না। (কানযুল উম্মাল ১খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা)।

১৫) হযরত আবু যার ও হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اِذَا جَاءَ الۡمَوۡتُ لِطَالِبِ الۡعِلۡمِ وَهُوَ عَلٰى هٰذِهِ الۡحَالَةِ مَاتَ وَهُوَ شَهِيۡدٌ ﴿رواه البزار﴾

অর্থ- যদি কোনো তালেবে ইল্‌মের মৃত্যু আসে আর সে তালেবে ইল্‌ম অবস্থায় থাকে তো সে শহীদের মৃত্যু বরণ করবে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৭৯পৃষ্ঠা)।

১৬) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اَشَدُّ النَّاسِ حَسۡرَةً يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ رَجُلٌ اَمۡكَنَهٗ طَلَبُ الۡعِلۡمِ فِی الدُّنۡيَا فَلَمۡ يَطۡلُبۡهُ ﴿رواه ابن عساكر﴾

অর্থ- কেয়ামতের দিবসে মানুষের মধ্যে সব চাইতে অধিক পরিতাপ ঐ ব্যক্তিকে হবে যে পার্থিব জীবনে ইল্‌ম অর্জন করার সুযোগ পেয়েছিল অথচ সে ইল্‌ম অর্জন করেনি। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৭৯ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১৭) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اُطۡلُبُوا الۡعِلۡمَ وَلَوۡ بِالصِّيۡنِ ﴿رواه ابن عبدالبر﴾

অর্থ- ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা কর যদিও চিন দেশ যেতে হয়। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৭৯ পৃষ্ঠা)।

☞ উপরোক্ত হাদীস শরীফ থেকে ইল্‌মে দ্বীনের অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রমান হয়। কারণ সেই যামানায় এরোপ্লেন, রেল এবং মোটর গাড়ি ছিলনা সুতরাং আরব থেকে চিন দেশ যাওয়া কত কঠিন সমস্যা ছিল। অথচ রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদিও আরব থেকে চিন যেতে হয় তো যাও কিন্তু ইল্‌মে দ্বীন অবশ্যই শিক্ষা কর। তা থেকে গাফেলতী কোনো মতেই কর না।

১৮) হযরত যেয়াদ বিন হারিস সাদায়ী রাদিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত।

مَنۡ طَلَبَ الۡعِلۡمَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِرِزۡقِهٖ ﴿رواه الخطيب﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি ইল্‌মে দ্বীন হাসেল করল, আল্লাহ পাক তার রুজির দায়ীত্ব নিজে নিয়ে নিল। (কানযুল উম্মাল ১০ খন্ড ৭৯ পৃষ্ঠা)।

১৯) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

تَعَلَّمُوا الۡعِلۡمَ وَتَعَلَّمُوۡا لِلۡعِلۡمِ السَّكِيۡنَةَ وَالۡوِقَارَ وَتَوَاضَعُوۡا لِمَنۡ تَعَلَّمُوۡنَ مِنۡهُ ﴿رواه الطبرانى﴾

অর্থ- ইল্‌ম অর্জন করার সঙ্গে কোমলতা এবং ভিত্তিও অর্জন কর আর যারা তোমার নিকটে ইল্‌ম শিক্ষা করে তাদের সহিত ভদ্রতা অবলম্বন কর। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮০পৃষ্ঠা)।

২০) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

نِعۡمَ الۡعَطِيَّةُ كَلِمَةُ حَقٍّ تَسۡمَعُهَا ثُمَّ تَحۡمِلُهَا اِلٰى اَخٍ لَكَ مُسۡلِمٌ فَتُعَلِّمُهَا اِيَّاهُ ﴿رواه الطبرانى﴾

অর্থ- সর্বোত্তম দান ঐ কালেমায়ে হাক্ব (সত্য বানী) যাকে তুমি শ্রবণ কর, **অতপরঃ** তা মুসলমান ভাইদের নিকটে নিয়ে গিয়ে তাকে ও শিক্ষা দান কর। (কানযুল উম্মাল ১০ খন্ড ৮০পৃষ্ঠা)।

২১) হযরত হাস্সান বিন আবুসেনান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

طَالِبُ الۡعِلۡمِ بَيۡنَ الۡجُهَّالِ كَالۡحَيِّ بَيۡنَ الۡاَمۡوَاتِ

অর্থ- ইল্‌ম শিক্ষাকারী অজ্ঞদের মধ্যে এমনই যেমন মৃত্যুদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তি। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮১পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

২২) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

طَالِبُ الْعِلْمِ اَفْضَلُ عِنْدَاللّٰهِ تَعَالٰى مِنَ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ﴿رواه الديلمى فى الفردوس﴾

অর্থ- তালেবে ইল্‌ম (ইল্‌ম শিক্ষাকারী) আল্লাহর নিকটে মোজাহিদ ফী সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী) থেকেও উত্তম। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮১ পৃষ্ঠা)।

২৩) হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

طَالِبُ الْعِلْمِ طَالِبُ الرَّحْمَةِ طَالِبُ الْعِلْمِ رُكْنُ الْاِسْلَامِ وَيُعْطٰى اَجْرُهٗ مَعَ النَّبِيِّيْنَ ﴿رواه الديلمى فى الفردوس﴾

অর্থ- ইল্‌মের অনুসন্ধান কারী হল রহমতের অনুসন্ধান কারী। ইল্‌মে দ্বীন হাসেলকারী ইসলামের স্তম্ভ তাকে নবীগণের সঙ্গে সাওয়াব (নেকী) দেওয়া হবে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮২ পৃষ্ঠা)।

২৪) হযরত ইব্‌নে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

قَلْبٌ لَيْسَ فِيْهِ شَىْءٌ مِنَ الْحِكْمَةِ كَبَيْتٍ خَرِبٍ فَتَعَلَّمُوْا وَ عَلِّمُوْا وَتَفَقَّهُوْا وَلَاتَمُوْتُوْا جُهَّالًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْذِرُ عَنِ الْجَهْلِ ﴿رواه ابن السنى﴾

অর্থ- যে দিলে কিছুই ইল্‌ম নেই সে বিজন, পতিত ঘরের সমতুল্য। তো নিজে ইল্‌ম শিক্ষা কর এবং (অপর কেও) শিক্ষা দান কর, এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন কর। এবং অজ্ঞ হয়ে মৃত্যু বরণ করোনা। কেননা আল্লাহ পাক অজ্ঞ থাকার ওজর গ্রহণ করবেন না। (কানযুল উম্মাল ১০ খন্ড ৮৪ পৃষ্ঠা)।

২৫) হযরত হাসান বাসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

مِنَ الصَّدَقَةِ اَنْ يَّتَعَلَّمَ الرَّجُلُ الْعِلْمَ فَيَعْمَلُ بِهٖ وَ يُعَلِّمَهٗ ﴿رواه ابو خيثمه﴾

অর্থ- এটা সদকার মধ্যে গণ্য করা হবে যদি কোন ব্যক্তি ইল্‌ম অর্জন করে, তার প্রতি আমলও করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়।

২৬) হযরত আবু হোরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ طَلَبُ الْعِلْمِ ﴿رواه الديلمى﴾

অর্থ- সর্বোত্তম এবাদত ইল্‌ম শিক্ষা করা। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৯০পৃষ্ঠা)।

২৭) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

مَسْئَلَةٌ وَاحِدَةٌ يَتَعَلَّمُهَا الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ وَخَيْرٌ لَّهٗ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِّنْ وُّلْدِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ وَالْمَرْأَةَ الْمُطِيْعَةَ لِزَوْجِهَا وَالْوَلَدَالْبَارَّ لِوَالِدَيْهِ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ مَعَ الْاَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿رواه الرافعى﴾

অর্থ- কোন মুমিন ব্যক্তি ধর্মীয় কোনো একটি মসলা শিক্ষা করল। তা তার জন্য এক বছর এবাদত করা থেকে উত্তম। এবং হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আওলাদের গোলাম কে আযাদ (স্বাধীন) করা চাইতেও উত্তম। এবং তালেবে ইল্‌ম, স্বামীর আনুগত্য কারী নারী ও মাতা পিতার সাথে সত ব্যবহারকারী সন্তান, বিনা হিসাবে নবীগণদের সহিত জান্নাতে প্রবেশ করবে। (কানযুল উম্মাল ১০ খন্ড ৯২ পৃষ্ঠা)।

২৮) হযরত ইব্‌নে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

مَنْ كَانَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَتِ الْجَنَّةُ فِىْ طَلَبِهٖ وَ مَنْ كَانَ فِىْ طَلَبِ الْمَعْصِيَةِ كَانَتِ النَّارُ فِىْ طَلَبِهٖ ﴿رواه ابن النجار﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি ইল্‌মে দ্বীনের অনুসন্ধানে থাকে জান্নাত তার অনুসন্ধানে থাকে এবং যে ব্যক্তি গুনাহের খোঁজে থাকে তো জাহান্নাম তার খোঁজে থাকে। (কানযুল উম্মাল ১০ খন্ড ৯৬ পৃষ্ঠা)।

২৯) হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

مَنْ لَّمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ صَغِيْرًا فَطَلَبَهٗ كَبِيْرًا فَمَاتَ شَهِيْدًا ﴿رواه ابن النجار﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি বাল্য কালে ইল্‌ম শিক্ষা করল না , বড় হয়ে তা শিক্ষা করল। আবার এহনবস্থায় সে মারা গেল তো সে শহীদের মৃত্যু বরণ করল। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৯২ পৃষ্ঠা)।

৩০) হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اِذَاتَعَلَّمْتَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ خَيْرٌلَّكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّىَ اَلْفَ رَكْعَةٍ تَطَوُّعًا مُتَقَبَّلَةً ﴿رواه الديلمى﴾

অর্থ- যদি তুমি ইল্‌মে দ্বীনের একটি অংশ শিক্ষা কর, তো এটা তোমার পক্ষে হাজার নফল নামায পড়া চাইতে উত্তম। যে নামাযটি আল্লাহর নিকটে গ্রহণ যোগ্য। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৯৩ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৩১) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى عُتَقَاءِ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى الْمُتَعَلِّمِيْنَ فَوَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا مِنْ مُتَعَلِّمٍ يَخْتَلِفُ اِلٰى بَابِ عَالِمٍ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَبَنٰى لَهٗ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِيْنَةً فِى الْجَنَّةِ وَيَمْشِىْ عَلَى الْاَرْضِ وَالْاَرْضُ تَسْتَغْفِرُ لَهٗ وَ يُمْسِىْ وَيُصْبَحُ مَغْفُوْرٌ لَهٗ وَشَهِدَتِ الْمَلٰئِكَةُ لَهُمْ بِاَنَّهُمْ عُتَقَاءُ اللّٰهِ مِنَ النَّارِ.

অর্থ- যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে আল্লাহ পাকের স্বাধীন করে দেয়া ব্যক্তিদের দেখতে চায় সে যেন তালেবে ইল্‌ম সম্প্রদায়কে দেখে, ঐ আল্লাহ পাকের শপথ যার মুষ্টিতে আমার জীবন রয়েছে, কোন তালেবে ইল্‌ম যখন কোনো আলেমের নিকট আসা যাওয়া করে তো তার প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ পাক তার জন্য এক বছরের এবাদতের নেকী লেখে দেন। এবং তার প্রত্যেকপদের বিনিময়ে জান্নাতে এক শহর তৈরী করেদেন। এবং সে ব্যক্তি জমিনে এমতাবস্থায় চলা ফেরা করে যে তার জন্য জমি ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। এবং সে সকাল সন্ধ্যা এমতাবস্থায় যাপন করে, যে সে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছে। এবং ফেরেস্তাগণ তালেবে ইলমদের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর দেন, যে তারাকে জাহান্নাম থেকে আল্লাহপাক মুক্ত করে দিয়েছেন। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৭৫ পৃষ্ঠা)।

৩২) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ اَغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ حَرَّمَ اللّٰهُ جَسَدَهٗ عَلَى النَّارِ وَا سْتَغْفَرَ لَهٗ مَلَكَاهُ وَاِنْ مَاتَ فِىْ طَلَبِهٖ مَاتَ شَهِيْدًا وَكَانَ قَبْرُهٗ رَوْضَةً مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ وَيُوَسَّعُ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ مَدَّ بَصَرِهٖ وَيُنَوَّرُعَلٰى جِيْرَانِهٖ اَرْبَعِيْنَ قَبْرًا عَنْ يَمِيْنِهٖ وَاَرْبَعِيْنَ قَبْرًا عَنْ يَّسَارِهٖ وَاَرْبَعِيْنَ عَنْ خَلْفِهٖ وَاَرْبَعِيْنَ اَمَامَهٗ.

অর্থ- যেই ব্যক্তির কদম ইল্‌ম অনুসন্ধানে ধুলিময় হয় তো আল্লাহ পাক তার শরীর কে জাহান্নামের প্রতি হারাম করেদিবেন। এবং আল্লাহপাকের ফেরেস্তা মন্ডলিগণ তার জন্য মাগফেরাতের প্রার্থনা করবেন আর যদি ইল্‌ম অনুসন্ধানে মারা যায় তবে শহীদের মৃত্যু বরণ করবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এবং তার কবর জান্নাতের বাগানে পরিনত হবে। তার কবর দৃষ্টির দূরত্ব পর্যন্ত প্রশস্থ করে দেয়া হবে। তার প্রতিবেশিদের মধ্যে ডান দিকের চল্লিশটি কবর, বাম দিকের চল্লিশটি কবর, পিছনের চল্লিশটি কবর, সামনের চল্লিশটি কবরকে উজ্জ্বল করে দেয়া হবে। (তাফসীরে কাবীর প্রথম খন্ড ২৮১ পৃষ্ঠা)।

৩৩) হযরত আল্লামা ইমামে রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এক সাহাবীর সাথে আলাপ আলোচনা করছিলেন, এহেনাবস্থায় আল্লাহ পাক অহী পাঠান যে, যেই ব্যক্তি আপনার সঙ্গে আলোচনায় রয়েছে তার আয়ু মাত্র এক সাআত (মুহুর্ত - বাকি রয়েছে)।

সেই সময়টা আসরের সময় ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম তাকে এই সংবাদ শুনালেন শুনামাত্র সে ব্যকুল অসংযমী হয়ে পড়ল। এবং আরজ করল ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম আমাকে কোন এমন আমল বলুন যা আমার পক্ষে এই মূহুর্তে অতি উত্তম হয়। তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করলেন اِشْتَغِلْ بِالتَّعَلُّمِ (ইল্‌ম শিক্ষায় মত্ত হয়ে যাও) অতএব সে ইল্‌ম শিক্ষায় মশগুল হয়ে পড়ে আর মগরীবের কিছু পূর্বে তার মৃত্যু ঘটে। রাবী (রেওয়ায়েতকারী) বলেন, ইল্‌ম চাইতে উত্তম যদি আর অন্য কোন জিনিস হত তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম সেই সময় সেটাই করতে বলতেন। (তাফসিরে কবীর ১খন্ড ২৮২ পৃষ্ঠা)।

৩৪) হযরত আল্লামা ইমামে ফাখরুদ্দিন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন। যে মুমিন ছয়টি গুণ প্রাপ্তির জন্যে ইল্‌ম অর্জন করে থাকে। ১) আল্লাহ পাক আমাকে কিছু ফরয সমূহের আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন আর আমি ইল্‌ম ব্যতীত তা আদায় করতে অক্ষম।

২) আল্লাহ পাক আমাকে গুনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন আর আমি ইল্‌ম ছাড়া তা থেকে বাঁচতে পারি না। ৩) আল্লাহ পাক নিজের নেয়ামতসমূহের শোকর করা আমার প্রতি আবশ্যিক করেছেন আর আমি ইল্‌ম ব্যতীত তার শোকর আদায় করতে অক্ষম। ৪) আল্লাহ পাক আমাকে মাখলুক (সৃষ্টি)-র সাথে সুবিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আমি ইল্‌ম ছাড়া সুবিচার করতে পারি না।

www.YaNabi.in

৫) আল্লাহ পাক আমাকে বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছেন আর আমি ইল্‌ম ব্যতীত তারপ্রতি ধৈর্য অবলম্বন করতে পারিনা। ৬) আল্লাহ পাক আমাকে শয়তানের সঙ্গে শত্রুতা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, আর আমি ইল্‌ম ছাড়া তার সাথে সত্রুতা রাখতে পারি না।

তালেবে ইল্‌ম এবং তার নিয়্যাত

জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য হবে ধর্মকে বিস্তৃতি ও দৃঢ়তা দান করা। যাতে আল্লাহ পাক এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অ-সাল্লাম এর সন্তোষ অর্জিত হয়। মাল দৌলত এবং মাহাত্ম্য মোটেও উদ্দেশ্য না হয়। কারণ এই রকম নিয়্যাতে ইল্‌মে দ্বীনশিক্ষা করা সমন্ধে অসংখ্য শাস্তির বিধান রয়েছে।

১) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهٗ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا ﴿رواه احمد وابو داؤد وابن ماجه﴾

অর্থ- যে ইল্‌ম দ্বারা আল্লাহ পাকের সন্তোষ লাভ করা যায়। কিন্তু কেউ শুধু মাত্র দুনিয়ার কোনো সামগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা করে সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধও পাবেনা। (মেশকাত শরীফ ৩৫ পৃষ্ঠা)।

☞ উপরোক্ত হাদীশ শরীফের মতলব এই যে সে, ব্যক্তি ইল্‌মে দ্বীন থেকে শুধু দুনিয়া অর্জন করার উদ্দেশ্য করে তো সেই ব্যক্তি উপরোক্ত শাস্তির অধিকারী হবে। আর যদি শুধু আল্লাহ পাকের সন্তোষ উদ্দেশ্য থাকে কিন্তু তার সাথে দুনিয়া এই উদ্দেশ্যে হাসেল করে যে ধর্মীয় কর্ম প্রস্ফুটিত করতে সহায় হবে তাহলে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি তা থেকে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের উদ্দেশ্য থাকে তা (দুনিয়া অর্জন করার সাথে) সমন্ধন হওয়ার কারণে ইল্‌ম শিক্ষা করার নেকী কমে যাবে।

২) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

اَوَّلُ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اُسْتُشْهِدْتُّ قَالَ كَذِبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِىٌّ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ كَذِبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ .وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذِبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَّادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِىَ فِى النَّارِ .﴿رواه مسلم﴾

অর্থ- কেয়ামতের দিন (লোকাচারদের মধ্যে) প্রথমে যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিতকরা হবে এবং আল্লাহ তাকে তাঁর দেয়া আপন নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন আর সেও তা স্মরণ করবে। এর পর তাকে জিজ্ঞেস করবেন তুমি এ নেয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়ার কি কাজ করেছ? সে বলবে হে আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার পথে আমি কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছি এমন কি শেষ পর্যন্ত আমি শহীদ হয়েছি। আল্লাহ পাক বলবেন তুমি মিথ্যা বলছ, এবং তুমি যুদ্ধ করেছ যাতে তোমাকে বীর পূরুষ বলা হয়। আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। এর পর তার সম্পর্কে ফেরেস্তাদের কে আদেশ দেয়া হবে তার পর তাকে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে সেই লোক যে ইল্‌ম শিক্ষা করেছে এবং অপর কে শিক্ষা দিয়েছে ও কোরআন পড়েছে (এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে)।

www.YaNabi.in

তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। প্রথমে তাকে তাঁর দেয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। এরপর জিজ্ঞাসা করবেন তুমি এসব নেয়ামতের শোকরিয়া স্বরুপ কি করেছ? সে বলবে আমি ইল্‌ম শিক্ষা করেছি ও অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার (সন্তুষ্টির জন্য কোরআন পড়েছি) আল্লাহ বলবেন তুমি মিথ্যা বলছ এবং তুমি এজন্য কোরআন পড়েছিলে যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয় আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে এরপর (ফেরেস্তাদেরকে) তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। সুতরাং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে যার বিষয় আল্লাহ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং তাকে সব রকমের ধন দান করেছিলেন তাকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে। আল্লাহ পাক (প্রথমে) তাকে তাঁর দেয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। আর সেও তা স্মরণ করবে। এরপর তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করবেন তুমি এসবের কৃতজ্ঞতায় কি করেছ? সে বলবে যে সব রাস্তায় দান করলে তুমি সন্তুষ্ট হবে তাতে আমি তোমার (সন্তুষ্টির) জন্য দান করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন তুমি মিথ্যা বলছ বরং তুমি এ উদ্দেশ্য দান করেছিলে যাতে তোমাকে দানবীর বলা হয় এর পর (ফেরেস্তাগণকে) তার সম্পর্কে হুকুম করা হবে সুতরাং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মেশকাত শরীফ ৩৩ পৃষ্ঠা)।

☞ উপরোক্ত হাদীশ শরীফ থেকে বুঝা যায়, যদি ইলমেদ্বীন শিক্ষা করা থেকে মাল ও দৌলতের উদ্দেশ্য না থাকে। বরং শুধু এই উদ্দেশ্য থাকে যে লোকে আমাকে আলেম বলবে তবুও সে শাস্তির অধিকারী হবে। সুতরাং আজ কাল বিশেষ করে বক্তৃতা মঞ্চের আলিম সম্প্রদায় কে উপরোক্ত হাদীশ শরীফ থেকে শিক্ষা নেয়া দারকার।

৩) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهٖ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوَاهِرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ ﴿ رواه ابن ماجه ﴾

অর্থ- অযোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষা দান করা যেন শুকুরের গলায় জহরত মনিমুক্তা ও স্বর্ণ স্থাপন করা। (মেশকাত শরীফ ৩৪ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

☞ অযোগ্য থেকে বুঝানো হয়েছে ঐ ব্যক্তি কে যে বোকা বা ঐ তালেবে ইল্‌ম কে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইল্‌ম অর্জন করে না বরং সে ইল্‌ম অর্জন করে মাল, দৌলত এবং মর্যাদা লাভের জন্য। কারণ এই রকম ব্যক্তির দ্বারা ইসলাম ও সুন্নিয়াতের উপকার চাইতে অবনতি বেশী হবে। এবং হেদায়েত চাইতে গুমরাহী বেশী বিস্তার লাভ করবে।

☞ হযরত মৌলানা রুমী রাহমাতুল্লহী আলাইহি বলেছেন।

نا اہل را علم وفن آموختن

دادن تیغ ست دست راہزن

অর্থ- না আহল (অনুপোযুক্ত) কে ইল্‌ম ও ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যেমন ডাকাতের হাতে তরবারী দেওয়া।

৪) হযরত কা-ব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْلِيُجَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْيَصْرِفَ بِهٖ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَ. ﴿ رواه الترمذى ﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে তর্ক বহস করা বা জাহেল তথা মূর্খদের সাথে বাকবিতন্ডা করা অথবা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করে, আল্লাহপাক তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করাবেন। (মেশকাত শরীফ ৩৪ পৃষ্ঠা)।

৫) হযরত হাসান বাসরী রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِىَ بِهِ الْاِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَّاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ ﴿ رواه الدارمى ﴾

অর্থ- ইসলামকে জিন্দা করার উদ্দেশ্যে শিক্ষায় ব্যস্ত থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তির নিকট মৃত্যু এসে পৌঁছাবে জান্নাতে তার ও নবীগণের মধ্যে মাত্র একটি স্তরের পার্থক্য থাকবে। (মেশকাত শরীফ ৩৬ পৃষ্ঠা)।

৬) হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

مَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ لِيَرُدَّ بِهٖ بَاطِلًا مِّنْ حَقٍّ اَوْضَلَالًا مِّنْ هُدًى كَانَ كَعِبَادَةِ مُتَعَبِّدٍ اَرْبَعِيْنَ عَامًا ﴿ رواه الديلمى ﴾

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ- যে ব্যক্তি ইল্‌মের কোনো অংশ এই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করলে যে সততার তরফ হতে বাতিলকে রোধ করবে, বা হেদায়েতের তরফ থেকে গুমরাহীকে রোধ করবে। তো তা চল্লিশ বৎসর এবাদতকারীর এবাদতের ন্যায় হবে। (কানযুল উম্মাল ১০ খন্ড ৯২ পৃষ্ঠা)।

৭) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

مَنْ طَلَبَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ لِيُصْلِحَ بِهٖ نَفْسَهٗ اَوْلِمَنْ بَعْدَهٗ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ بِعَدَدِرَمْلٍ عَالِجٍ ﴿ رواه ابن عساكر ﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি ইল্‌মের কিছু অংশ এই উদ্দেশ্যে অর্জন করে যে তার দ্বারা নিজের বা পরবর্তী লোকদের সংশোধন করবে, তাহলে আল্লাহ পাক তার ক্ষেত্রে টিলার অসংখ্য বালির সমান অসংখ্য নেকী লেখবেন। (কানযুল উম্মাল ১০ খন্ড ৯২ পৃষ্ঠা)।

৮) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلّٰهِ فَهُوَ كَالصَّائِمِ نَهَارُهٗ وَ كَالْقَائِمِ لَيْلَهٗ وَاِنَّ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ يَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَبُوْ قُبَيْسٍ ذَهَبًا فَيُنْفِقُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থ- যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সন্তোষ লাভের জন্যে ইল্‌ম অর্জন করে, তো সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে দিনের বেলায় রোযা রাখে এবং রাতের বেলাই এবাদত করে। আবু কুবাইস পাহাড় যদি কারো জন্য সোনার হয়ে যায় আর সে তা আল্লাহর পথে ব্যায় করে তার চেয়ে নিঃসন্দেহে ইল্‌মের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা উত্তম। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৭৫ পৃষ্ঠা)।

৯) হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُحَدِّثَ بِهِ النَّاسَ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ اَعْطَاهُ اَجْرَ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا.

অর্থ- যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করে যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্ট লাভের জন্যে তাকে মানুষের নিকট বয়ান করবে। তাহলে আল্লাহ পাক তাকে সত্তর (৭০) জন নবীর সওয়াব (নেকী) দান করবেন। (তাফসীতে কাবীর ১খন্ড ২৭৫ পৃষ্ঠা)।

১০) হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত।

مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ. ﴿ رواه الترمذى ﴾

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ- যে আল্লাহর (সন্তোষ) ব্যতীত অন্য কারও জন্য ইল্‌মে দ্বীনে সংগ্রহ করে তো সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নাম কে বানিয়ে নিল। (কানযুল উম্মাল ১০ খন্ড ১১২ পৃষ্ঠা)

১১) হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত।

مَنْ طَلَبَ عِلْمًا يُبَاهِيْ بِهِ النَّاسَ فَهُوَ فِي النَّارِ ﴿ رواه ابن عساكر ﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে ইল্‌মে দ্বীন অর্জন করে যে তা দ্বারা সে লোকদের নিকট গৌরব করবে তাহলে সে জাহান্নামে যাবে।

১২) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

مَنْ طَلَبَ الْحَدِيْثَ اَوْالْعِلْمَ يُرِيْدُ بِهِ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ ﴿ رواه ابن النجار ﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি দুনিয়া অর্জন করার উদ্দেশ্যে হাদীস বা অন্য কোনো ইল্‌ম অর্জন করে, তাহলে সে পরকালের ফল পাবে না। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১১৫ পৃষ্ঠা)।

১৩) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তা-আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত।

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِالْعَمَلِ فَهُوَ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهٖ عَزَّوَجَلَّ ﴿ رواه الديلمى ﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি আমল না করার উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করে তো সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আল্লাহ পাকের সাথে ঠাট্টা করে। (কানযুল উম্মা ১০ খন্ড ১১৫ পৃষ্ঠা)।

১৪) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاٰخِرَةِ فَلَيْسَ لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ ﴿ رواه الديلمى ﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি আখেরাতের (পরকালের) কর্ম দ্বারা দুনিয়া অর্জন করে তো তার জন্য আখেরাতে কোনো অংশ নেই। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১১৫ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফেক্বাহ এবং ফোক্বাহার ফযীলত-

আভিধানিক অর্থে- বক্তার বক্তব্য থেকে তার উদ্দেশ্য কে বুঝে নেওয়া কে ফেক্বাহ বলে থাকে।

শরীয়তের পরিভাষায়- ধর্মের ঐ সকল কার্যকর নির্দেশাবলী কে জানা যা বিস্তারিত দলীলসমূহ দ্বারা অর্জন করা হয়েছে। (আত্তারীফাত লিস্সায়্যেদ শরীফ জুর্জানী ১৪৭ পৃষ্ঠা)।

☞ হযরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী বোখারী আলাইহির রাহমাতু অররিদওয়ান লেখেছেন।

فقہ دراصل بمعنی فہم وفطنت ست ودرعرف شرع غالب آمدہ بر علم عملیہ

অর্থ- ফেক্বাহ শব্দের আসল অর্থ (বোধ) ও (বুদ্ধিমত্তা) কিন্তু শরীয়তের উরফে অধিকাংশ শরয়ী নির্দেশাবলীর ইল্‌মের প্রতি ব্যবহার হয়ে থাকে। (আশেয়াতুল লামায়াত প্রথম খন্ড ১৫২ পৃষ্ঠা)।

যে ব্যক্তি ফেক্বাহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে তাকে ফাক্বীহ বলা হয় এবং 'ফোক্বাহা' ফেক্বাহ শব্দটির বহুবচন।

☞ আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন।

فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

অর্থ- সুতরাং এমন হলো না যে, তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটা শ্রেণী বের হতো, যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করতো এবং তাদের ফিরে এসে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতো এ আশায় যে তারা রক্ষা পাবে। (১১পারা ৪রুকু)।

☞ হযরত আল্লামা ইমামে রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন যে, এই পবিত্র আয়াত থেকে প্রমাণ হয়, যদি ভ্রমণ ব্যতীত ফেক্বাহর ইল্‌ম অর্জন করা সম্ভব না হয় তাহলে তার প্রতি ভ্রমণ করা ওয়াজিব। এবং আরও বলেন যে ফেক্বাহ অতি উত্তম ইল্‌ম। এবং আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেজা বারেলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন। ফেক্বাহ এবং হাদীসই হল ধর্মীয় ইল্‌ম, বিজ্ঞান ও ফিলোসফির জ্ঞানীরা আলেম নয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিষয়সমূহ ফেক্বাহর সাথে সম্বন্ধন রাখে সুতরাং যে ব্যক্তি ফেক্বাহ সম্পর্কে বেশী জ্ঞাত হবে সেই বড় আলেমেদ্বীন হবে, যদিও কোনো ব্যক্তি হাদীস ও তাফসীরের দিকে বেশী মত্ত থাকে সে কিন্তু বড় আলেম নয়। (ফাতাওয়া রেজবীয়া ৪খন্ড ৫৭২ পৃষ্ঠা)।

২) আল্লাহপাক এরশাদ করেন।

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থ- যে ব্যক্তি হিকমত পেয়েছে সে প্রভূত কল্যাণ পেয়েছে। (৩পারা ৫রুকু)।

☞ "দুররে মোখতার" এর লেখক হযরত আল্লামা হাসকফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন।

قَدْفَسَّرَالْحِكْمَةَ زُمْرَةُ اَرْبَابِ التَّفْسِيْرِ بِعِلْمِ الْفُرُوْعِ الَّذِىْ هُوَ عِلْمُ الْفِقْهِ.

অর্থ- তাফসীর কারীদের মধ্যে এক দল হিকমতের তাফসির করেছেন যে ঐ শাখা প্রশাখা কে জানা যেটা ইল্‌ম ফেক্বাহ (ধর্ম শাস্ত্র) হয়। (দুররে মোখতার মায়া শামী প্রথম খন্ড ২৪ পৃষ্ঠা) অতএব প্রমাণ হল যে ফেক্বাহ এমন একটি ফযীলতময় ইল্‌ম যে, যাকে তা দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে।

৩) হযরত আমীরে মুয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ يُّرِدِاللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِىْ الدِّيْنِ. ﴿ متفق عليه ﴾

অর্থ- আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের ফাক্বীহ (শাস্ত্র) জ্ঞানী বানিয়ে দেন। (বোখারী শরীফ প্রথম খন্ড ১৬ পৃষ্ঠা)।

ফাক্বীহ বানিয়ে দেওয়ার অর্থ এই যে আল্লাহ পাক তাকে ধর্মের বোধ, তীক্ষ্ণতা এবং বিচক্ষনতা দান করেন, এবং তার অন্তদৃষ্টি কে খুলে দেন যেন সে কোরআন মাজীদ এবং হাদীস শরীফকে বুঝার ক্ষমতা পেয়ে যায়। এবং তার আসল অর্থ ও উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে। (আশেয়াতুল লামায়াত প্রথম খন্ড ১৫২ পৃষ্ঠা)।

☞ হযরত আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিপিবদ্ধ করেন। উপরোক্ত হাদীস শরীফের মতলব এই যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের (ধর্মের) ফাক্বীহ হল না

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(অর্থাৎ সে ইসলাম ধর্মের নিয়মাবলী ও শাখা প্রশাখা এবং যা কিছু তার সাথে সম্বন্ধন রাখে তা শিক্ষা করল না) তো সে পুণ্য থেকে বঞ্চিত থেকে গেল।

☞ এবং আরও লেখেছেন যে উপরোক্ত হাদীসে আলেম সম্প্রদায় সমস্ত মানুষ থেকে এবং ফেক্বাহর ইল্‌ম সমস্ত ইল্‌ থেকে উত্তম হওয়ার প্রকাশ্য বর্ণনা রয়েছে। (ফাতহুলবারী প্রথম খন্ড ১৫১ পৃষ্ঠা)।

৪) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِيْ الْاِسْلَامِ اِذَافَقِهُوْا ﴿ رواه مسلم ﴾

অর্থ- সোনা রুপার খনির ন্যায় মানবজাতিও নানা গোত্রের খনির মতো। যারা যে গোত্র জাহেলিয়াত যুগে উত্তম ছিল, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম যদি সে ধর্মশাস্ত্র জ্ঞান লাভ করে। (মেশকাত শরীফ ৩২ পৃষ্ঠা)।

☞ হযরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিসে দেহলবী বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন। যে হুযুরের ভাষা اِذَافَقِهُوْ (অর্থাৎ যখন সে ফাক্বীহ হয়ে যায়, ইল্‌মে দ্বীনের বিধান অর্জন করেনেই, অন্তর্দৃষ্টির অধিকার হয়ে যায়) এই ভাষায় এই কথার দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, ধর্মে ভিত্তি ইল্‌ম ও মারেফত (অধ্যাত্মিক জ্ঞান) অর্জন করার প্রতি রয়েছে। এবং সেই ইল্‌ম ও মারেফতের সঙ্গে যদি তার নমনীয়তা ও খোদাভীরুতা যুক্ত হয়ে যায় তবে তারও বড় সমাদর, গুণগ্রাহিতা রয়েছে। কিন্তু ইল্‌মে দ্বীন ব্যতীত কোনো মূল্য নেই, এই জন্যেই বলা হয়েছে যে, অভদ্র আলেম (বিদ্যান) ব্যক্তি ভদ্র অজ্ঞ থেকে উত্তম। (আশোয়াতুল লাময়াত প্রথম খন্ড ১৫২ পৃষ্ঠা)।

৫) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ ﴿ رواه الترمذى ﴾

অর্থ- একজন ফাক্বীহ (আলেম) হাজার আবেদ অপেক্ষাও শয়তানের মোকাবেলায় অধিক শক্তিশালী। (মেশকাত শরীফ ৩৪ পৃষ্ঠা)।

☞ হযরত মুল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন। শয়তানের প্রতি একজন ফাক্বীহ হাজার আবেদের মোকাবেলায় মারাত্তক এই জন্যেই যে সে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শয়তানের ধোকাবাজীতে পড়েনা, মানুষকে পুণ্যের নির্দেশ দিতে থাকে এবং আবেদ শয়তানের ফান্দায় ফেঁসে যায় কিন্তু তাকে অনুভবও হয়না। (মিরক্বাত শারহে মেশকাত ১খন্ড ২৩৩ পৃষ্ঠ)।

৬) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِيْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقْهٌ فِيْ الدِّيْنِ ﴿ رواه الترمذى ﴾

অর্থ- দুটি স্বভাব মুনাফেকের মধ্যে একত্র হতে পারে না। নৈতিকতা ও দ্বীনের সুষ্ঠ জ্ঞান। (মেশকাত শরীফ ৩৪ পৃষ্ঠা)।

☞ উপরোক্ত হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি ঐ সুব্যবহার এবং দ্বীন ধর্মের সুষ্ঠ জ্ঞান রাখবে সে মুনাফেক হবে না।

৭) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِيْ الدِّيْنِ اِنِ احْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَاِنْ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ اَغْنَى نَفْسَهُ ﴿ رواه رزين ﴾

অর্থ- দ্বীনের ফাক্বীহ (আলেম) কতইনা উত্তম যদি লোক তাঁর মুখাপেক্ষী হয় তিনি তাদের উপকার সাধন করেন, আর যখন মানুষের নিকট তার কোন আবশ্যকতা থাকেনা তখন তিনি নিজেকে কারো মুখাপেক্ষি রাখেনা। (মেশকাত শরীফ ৩৬ পৃষ্ঠা)।

হাদীসটির ব্যাখ্যা এই যে, কোন আলেমে দ্বীন নিজেকে অন্যের মুখাপেক্ষী করে রাখবেনা। সাধারণ লোকজনের সঙ্গে অবাধ মেলা মেশা করবেনা কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক ও থাকবেণ। নিজের জ্ঞানের অনুপাতে সর্ব সাধারণের উপকার সাধন করবে। লোকের প্রয়োজন মিটে গেলে সেই আলেমের কর্তব্য আল্লাহ পাকের উপাসনা করা, ধর্মীয় গ্রন্থাবলি রপ্ত করা, লেখা লেখি ও ধর্ম চর্চায় মত্ত থাকা।

৮) হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ حَفِظَ عَلَى اُمَّتِيْ اَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِيْ اَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّٰهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًاوَّشَهِيْدًا ﴿ رواه البيهقى ﴾

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ- যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য তাদের দ্বীনের ব্যাপারে ৪০ (চল্লিশটি হাদীশ মুখস্থ করেছে এবং অপরকে তা পৌঁছিয়েছে) কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে ফাক্বীহ রূপে (কবর থেকে) উঠাবেন। তাছাড়া কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব। (মেশকাত শরীফ ৩৬পৃষ্ঠা)।

৯) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اِذَا اَرَادَاللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِىْ الدِّيْنِ وَزَهَّدَهُ فِى الدُّنْيَا وَبَصَّرَهُ عُيُوْبَهُ ﴿ رواه ابن حبان ﴾

অর্থ- যখন আল্লাহ পাক কোনো বান্দার কল্যাণ চায় তো তাকে দ্বীনের (ধর্মের) ফাক্বীহ (আলেম) বানিয়ে দেন। আর তার ক্ষেত্রে দুনিয়ার ভালবাসাকে থামিয়েদেন এবং তার আইব সমূহ (দোষ ত্রুটি) তাকে জানিয়েদেন। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা)।

১০) হযরত ওয়াসেলা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اَلْمُتَعَبِّدُ بِغَيْرِ الْفِقْهِ كَالْحِمَارِ فِى الطَّاحُوْنِ ﴿ رواه ابو نعيم فى الحليته ﴾

অর্থ- ফেক্বাহ বিহীন এবাদতকারী আটা পেষা কলের গাধার ন্যায়। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৪০ পৃষ্ঠা)।

☞ মতলব এই যে আগের যুগে আটা পেষানোর চাক্কী গাধা চালনা করত, কিন্তু সে আটা খেতে পেতনা। অনুরূপ ফেক্বাহ ব্যতীত (অর্থাৎ শরয়ী মসলার অনুস্বরণ করা ছাড়া) যে ব্যক্তি এবাদতে কষ্ট ভোগ করবে সে সওয়াবের (নেকীর) অধিকার হবে না।

১১) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

مَاعِنْدَاللّٰهِ تَعَالٰى بِشَىْءٍ اَفْضَلُ مِنَ الْفِقْهِ فِى الدِّيْنِ وَلَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ وَلِكُلِّ شَىْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هٰذَاالدِّيْنِ الْفِقْهُ ﴿ رواه الطبرانى فى الاوسط ﴾

অর্থ- ধর্মীয় ফেক্বাহ থেকে উত্তম আল্লাহ পাকের নিকটে কোনো জিনিস নেই। এবং অবশ্যই একজন ফাক্বীহ (আলেম) হাজার আবেদ অপেক্ষাও শয়তানের মোকাবেলায় অধিক শক্তিশালী। এবং প্রত্যেক জিনিসের একটি স্তম্ভ থাকে আর এই দ্বীনের (ধর্মের) স্তম্ভ হলো ফেক্বাহ)। (কানযুল উম্মাল ১০ খন্ড ৮৪ পৃষ্ঠা)।

১২) হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهُ وَاَفْضَلُ الدِّيْنِ الْوَرَعُ ﴿ رواه الطبرانى ﴾

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ- এবাদতের মধ্যে উত্তম ফেক্বাহ এবং দ্বীনের (ধর্মের) মধ্যে উত্তম পর্হেযগারী। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৫ পৃষ্ঠা)।

১৩) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

لِكُلِّ شَىْءٍ دِعَامَةٌ وَدِعَامَةُ هٰذَاالدِّيْنِ الْفِقْهُ ﴿ رواه الخطيب ﴾

অর্থ- প্রত্যেক জিনিসের একটি স্তম্ভ হয়, আর এই ধর্মের স্তম্ভ হল ফেক্বাহ। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৬ পৃষ্ঠা)।

১৪) হযরত দুররাহ বিন্তে আবু লাহাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

خَيْرُ النَّاسِ اَقْرَأُ هُمْ وَاَفْقَهُهُمْ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَاَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ وَاَمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ ﴿ رواه احمد ﴾

অর্থ- লোকদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি বেশী উত্তম যে বেশী কোরআন পাঠ করে। আর তাদের মধ্যে যে বেশী ধর্মের জ্ঞান রাখে। আর তাদের মধ্যে যে বেশী আল্লাহর ভয় রাখে। আর তাদের মধ্যে যে বেশী ভাল কথায় উপদেশকারী হবে। আর যে বেশী কুকর্ম থেকে বিরতকারী হবে। আর যে তাদের মধ্যে বেশী সর্ম্পক রক্ষাকারী হবে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৭ পৃষ্ঠা।

১৫) হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

قَلِيْلُ الْفِقْهِ خَيْرٌ مِّنْ كَثِيْرِ الْعِبَادَةِ وَكَفٰى بِالْمَرْءِ فِقْهًا اِذَاعَبَدَاللّٰهَ ﴿ رواه الطبرانى ﴾

অর্থ- অল্প ফেক্বাহ (ধর্মীয় জ্ঞান) বেশী এবাদত থেকে উত্তম, এবং মানুষের জন্য ইল্‌মে ফেক্বাহ-ই যথেষ্ট যদি সে আল্লাহর এবাদত করে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৮ পৃষ্ঠা)।

১৬) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

طَلَبُ الْفِقْهِ حَتْمٌ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ﴿ رواه الحاكم فى المستدرک ﴾

অর্থ- ফেক্বাহ (ধর্মীয় জ্ঞান) অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নরও নারীর প্রতি জরুরী বা আবশ্যিক। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৯১ পৃষ্ঠা)।

১৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুয-আয যুবায়দী থেকে বর্ণিত।

مَنْ تَفَقَّهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّهُ وَرِزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿ رواه الخطيب ﴾

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ- যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের (ধর্মের) ফাক্বীহ (আলেম) হবে তো আল্লাহ পাক তার দুঃখ ও রুজীর প্রয়োজন এমন ভাবে মিটাবেন যে সে ধারণাও করতে পারবেনা। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৯৪ পৃষ্ঠা)।

১৮) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

خَيْرُ الْعِبَادَةِ الْفِقْهُ ﴿ رواه ابو الشيخ ﴾

অর্থ- ফেক্বাহ অতি উত্তম এবাদত। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১০০ পৃষ্ঠা)।

১৯) হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

لَاعِبَادَةَ اِلَّا بِفِقْهٍ وَمَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً ﴿ رواه الدارقطنى فى الافراد ﴾

অর্থ- ফেক্বাহ ব্যতীত কোন এবাদত নেই, এবং ফেক্বাহ মজলিশ ষাট বছরের এবাদত থেকে উত্তম। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১০০ পৃষ্ঠা)।

২০) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত।

مَثَلُ الْعَابِدِ الَّذِىْ لَا يَتَفَقَّهُ كَمَثَلِ الَّذِىْ يَبْنِىْ بِاللَّيْلِ وَيَهْدِمُ بِالنَّهَارِ ﴿ رواه الديلمى ﴾

অর্থ- এমন এবাদত কারীর অবস্থা, যে ফেক্বাহ জানে না, ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে রাত্রে ঘর নির্মান করল এবং দিনের বেলায় ভেঙ্গে দিল। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১০২ পৃষ্ঠা)।

২১) হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহু থেকে বর্ণিত।

اَلَا لَا خَيْرَ فِىْ عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيْهَاتَفَقُّهٌ وَلَا فِىْ عِلْمٍ لَيْسَ فِيْهِ تَدَبُّرٌ ﴿ رواه ابن لال فى مكارم الاخلاق ﴾

অর্থ- সতর্ক হয়ে যাও ঐ এবাদতে কোন মূল্য নেই যাতে ফেক্বাহ নেই, এবং ঐ ইলমেও কোনো উপকার নেই যাতে কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১০৫ পৃষ্ঠা)।

২২) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

اٰفَةُ الدِّيْنِ ثَلَاثَةٌ فَقِيْهٌ فَاجِرٌ وَاِمَامٌ جَائِرٌ وَمُجْتَهِدٌ جَاهِلٌ ﴿ رواه الديلمى فى الفردوس ﴾

অর্থ- দ্বীনের (ধর্মের) বিপদ তিনটি ১) ফাসেক শাস্ত্রবিদ ২) অত্যাচারী নেতা ও বিচারক ৩) অজ্ঞমতবাদ গঠন কারী। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১০৫ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আলেমগণের ফযীলত

আল্লাহ তা-আলা এরশাদ করেছেন।

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوااللّٰهَ وَاَطِيْعُواالرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِمِنْكُمْ .

অর্থ- হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর নির্দেশ মান্য করো এবং রাসুলের অনুগত করো এবং তাদেরই যারা তোমাদের মধ্যে জ্ঞানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। (৫পারা ৫রুকু)।

☞ হযরত আল্লামা ইমাম ফাখরুদ্দিন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন।

اَلْمُرَادُمِنْ اُوْلِى الْاَمْرِ الْعُلَمَاءُ فِىْ اَصَحِّ الْاَقْوَالِ لِاَنَّ الْمُلُوْكَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ طَاعَةُ الْعُلَمَاءِ وَلَا يَنْعَكِسُ .

অর্থ- اُوْلِى الْاَمْرِ (ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত) থেকে বুঝানো হয়েছে আলেম সম্প্রদায়কে বিশুদ্ধ মতে, কারণ বাদশাহগণের প্রতি আলেম সম্প্রদায়ের আনুগত্য করা ওয়াজিব কিন্তু তার উল্টা নয়। (তাফসীরে কারীর প্রথম খন্ড ২৭৪ পৃষ্ঠা)।

☞ উপরোক্ত তাফসীরের আলোকে অত্র আয়াতের অর্থ হবে। আল্লাহ এবং রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা আলেম তাঁদের আনুগত্য করো।

২) আল্লাহ পাক এরশাদ করেন। اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .

অর্থ- আল্লাহকে তার বান্দাদের মধ্যে তারাই ভয় করে যারা আলেম (জ্ঞান সম্পন্ন) ২২ পারা ১৬ রুকু)।

☞ হযরত আল্লামা ইমামে রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন। যে এই আয়াতে কারীমাতে প্রমাণ হয় যে আলেম সম্প্রদায় জান্নাতী। তা এই জন্য যে তারা (আল্লাহর) ভয়ে ভীত, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যে আল্লাহর ভয়ে ভীত সে জান্নাতী অতএব আলেমসম্প্রদায় জান্নাতী। এবং এ কথার প্রমাণ যে যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত তাঁরা জান্নাতী। আল্লাহ পাকের এরশাদ।

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَرَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَاالْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ .

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ- তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট বসবাস করার বাগান, যার নীচে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেগুলোর মধ্যে সদা-সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর উপর সন্তুষ্ট।

এটা তারই জন্য যে আপন প্রতিপালককে ভয় করে। (৩০ পারা সূরা বাইয়্যেনা-তাফসীরে কাবীর প্রথম খন্ড ২৭৯ পৃষ্ঠা)।

৩) আল্লাহ পাক এরশাদ করেন।

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থ- জ্ঞানীরা ও অজ্ঞলোকেরা কি এক সমান?

☞ অত্র আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, আলেম, অ-আলেম (জাহেল) থেকে উত্তম। অ-আলেম যদিও সে আবেদ (এবাদত কারী) হোক বা আবেদ নাই হোক প্রত্যেক অবস্থায় তার চাইতে আলেম অতি উত্তম।

৪) আল্লাহ পাক এরশাদ করেন।

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

অর্থ- আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্যে মুমিন এবং বিশেষ করে জ্ঞানী ব্যক্তিদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। (২৪ পারা ২রুকু)।

☞ অত্র আয়াত থেকে বুঝা যায়, সমস্ত মুমিন মর্যাদাবান এবং তাদের মধ্যে বিশেষ করে আলেম সম্প্রদায় অতি মর্যাদাবান ও মহান ব্যক্তি। দুনিয়াও আখেরাতে তাঁদের অধিক সম্মান রয়েছে। আল্লাহপাক তাঁদের সম্বন্ধে উচ্চ মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সতর্কতা

পবিত্র কোরআন ও হাদীস থেকে যে আলেম সম্প্রদায়ের অধিক মর্যাদা প্রমাণ হয়, তা থেকে ঐ লোকেদের বুঝানো হয়েছে যারা বাস্তবে আলেম (ইলমওয়ালা) তার নিকট সার্টিফিকেট থাক বা নাই থাক, কেননা খাস করে উপস্থিত সময়ে জাহেলদেরকে ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। আলা হযরত ইমামে আহমাদ রেজা বারেলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন। সার্টিফিকেটের কোনো মূল্য নেই, অনেক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তি বঞ্চিত থাকে (ইল্‌ম থেকে দূরে থাকে) (ফাতওয়া রেযবীয়া ১০খন্ড ২৩১পৃষ্ঠা)।

আরও লেখেছেন, সার্টিফিকেট অর্জন করাতো কোনো জরুরী নেই। হ্যা নিয়মিত ভাবে শিক্ষা নেওয়া জরুরী। সে মাদ্রাসায় হোক বা আলেম সাহেবের বাড়িতে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আর যে অনিয়মিত ভাবে শিক্ষা পেল (যদিও মাদ্রাসায় স্থাপন করে হোক) সে শুধু জাহেল থেকেও নীচু পর্যায়ের এক অপূর্ণ আলেম। ঈমানের ডাকাত (অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর)। (ফাতওয়া রেযবীয়া ১০খন্ড ৫৭২ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং ঐ ব্যক্তিরা যারা সার্টিফিকেট তো অর্জন করে কিন্তু ইলম্‌ রাখেনা, (অভিজ্ঞতা হীন) যাদের সংখ্যা দিনের পর দিন অতিবেগের সহিত বেড়ে যাচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে আলেম সম্প্রদায়ের ফযীলত প্রদানে ভূল ধারনায় না পড়ে।

৫) হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

اِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِى جَوْفِ الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ﴿رواه احمد والترمذى وابو داؤد وابن ماجه والدارمى﴾

অর্থ- অবশ্যই আলেমদের জন্য আসমান ও যমীনের সকলেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া করে থাকে, এমনকি মাছসমূহ পানির মধ্যে থেকেও (ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে)। আলেমের ফযীলত (বে-ইলম) আবেদের উর্ধে- যেমন পূর্ণিমা চাঁদের ফযীলত সমস্ত নক্ষত্র পুঞ্জের উর্ধ্বে।

আর আলেমগণ হচ্ছেন নবীগণের ওয়ারিস। নবীগণ কোন দীনার বা দিরহম (স্বর্ণ ও রৌপ মুদ্রা) মীরাস হিসাবে রেখে যান না, তারা ইল্‌মই মীরাসরূপে রেখে যান। সুতরাং যে ব্যক্তি ইল্‌ম অর্জন করেছে উত্তরাধিকারী সূত্রে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। (মেশকাত শরীফ ৩৪ পৃষ্ঠা)।

☞ হযরত মুল্লাআলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অত্র হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় লেখেন। আলেম সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার ক্ষেত্রে মাছসমূহকে এই জন্যেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে জল তাদের জীবনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় আর সেই জল আলেমে রাব্বানীগণের মহিমায় অবতীর্ণ হয়। যেমন অন্য এক হাদীস শরীফে রয়েছে।

بِهِمْ تُمْطَرُوْنَ وَبِهِمْ تُرْزَقُوْنَ

www.YaNabi.in

অর্থাৎ-আলেমদের জন্যে তাদের প্রতি বৃষ্টি অবতীর্ণ হয়, এবং তাদেরই জন্যে তাদেরকে রুজি দেওয়া হয়। (মিরক্বাত শারহে মেশকাত প্রথম খন্ড ২৩০ পৃষ্ঠা)।

☞ হযরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন, সারা বিশ্ব আলেম সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণ হচ্ছে যে, বিশ্বের শান্তি ও শুদ্ধতা দ্বীনী ইল্‌মের বরকতে হয়ে থাকে। এবং বিশ্বের বসবাসকারীদের সমস্ত জিনিসের মধ্যে কোনো এমন জিনিস নেই যার শুদ্ধতা এবং অস্তিত্ব ও অমরত্ব দ্বীনী ইল্‌মের বরকতে নেই। (আশায়াতুল লামায়াত ১খন্ড ১৫৮ পৃষ্ঠা)।

☞ আরও লেখেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম আলেমে দ্বীন কে চন্দ্রের সাথে এই জন্যই উপমা দিয়েছেন, যে চাঁদের আলোকে সারা বিশ্ব আলোকিত হয় অনুরুপ ইল্‌মে দ্বীনের উপকার সারা বিশ্বে পৌঁছায় এবাদত কারীর বিপরীত কারণ তার উপকার নিজ পর্যন্তই সিমিত থাকে অপরকে পৌঁছেনা যেমন, নক্ষত্রসমূহের আলো অপরকে উপকার পৌঁছায়না (আশেয়াতুল লাখয়াত ১খন্ড ১৫৯ পৃষ্ঠা)।

☞ আরও লেখেন। আলেমে দ্বীন থেকে বুঝানো হয়েছে ঐ ব্যক্তিকে যে ইলমে দ্বীন অর্জন করার পর ফরয, সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ জরুরী এবাদতসমূহের প্রতি আমল করে অতএব যেন বে আমল না হয় এবং তাঁর অধিকাংশ সময় ইল্‌মে দ্বীন (ধর্মীয় শিক্ষা) প্রদান করতে ও ধর্মীয় গ্রন্থাবলী লেখাতে ব্যায় হয়ে থাকে। তাঁর কর্মের যেন উদ্দেশ্য ইল্‌মের বিস্তার এবং ধর্মের প্রচার হয়। এবং আবেদ থেকে ঐ ব্যক্তি বুঝায় যে ইল্‌মে দ্বীন অর্জন করার পর শুধু এবাদতে মত্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ পূর্ণজাহেল না হয়। আর নিজের সময়সমূহকে এবাদতে ব্যায় করে থাকে।

ইল্‌মে দ্বীনের বিস্তার ছড়াতে এবং তাতেই মত্ত থাকার উপকার ধর্মের ক্ষেত্রে অতি বেশী হয়ে থাকে এবং লোকদেরকে তার উপকার অতিরিক্ত হিসাবে পৌঁছে থাকে। এই জন্যেই ইল্‌ম এবাদত চাইতে অতি উত্তম। (আশেয়াতুল লামায়াত ১খন্ড ১৫৯ পৃষ্ঠা)।

৬) হযরত আবু উমামা বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এর নিকট দুজন লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো তাদের মধ্যে একজন হলো আবেদ (এবাদতকারী) অপরজন হলো আলেম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করলেন।

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى اَدْنَاكُمْ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ ﴿ رواه الترمذى ﴾

অর্থ- আবেদের ওপর আলেমে দ্বীনের মর্যাদা যথা আমার ফযীলত তোমাদের (সাধারণ ব্যক্তির) উর্ধ্বে। এর পর নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা-আলা তার ফেরেস্তাগণ এবং আসমান ও যমীনের অধিবাসীরা এমনকি পিপীলিকা তার গর্তে এমনকি সাগরের মাছ ও যে ব্যক্তি মানুষকে ভাল কথা (ইল্‌ম) শিক্ষা দিয়ে থাকে তার জন্য দোয়া করে। (মেশকাত শরীফ ৩৪ পৃষ্ঠা)।

☞ আন্দাজ করা উচিত অত্র হাদীস শরীফে কি প্রকার আবেদের উপর আলেমে দ্বীনের ফযীলত ও মর্যাদার প্রমাণ প্রকাশ হয়। যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম সমস্ত নবী ও রাসুলগণের থেকে উত্তম তা এক সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর ফযীলত কি প্রকার হবে।

☞ হযরত মুল্লাআলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেন। আলেমের ফযীলত আবেদের উর্ধে তার কারণ এই যে ইল্‌মের উপকার অপরজন ও উপকৃত হয়ে থাকে, আর এবাদতের উপকারে শুধু এবাদতকারীই, উপকৃত হয়। তাছাড়া ইল্‌ম অর্জনকরা ফরযে আঈন হবে বা ফরযে কেফায়া আর অতিরিক্ত এবাদত নফল। সুতরাং ফরযের সাওয়াব (নেকী) নফল চাইতে বেশী। (মিরক্বাত শারহে মেশকাত ১খন্ড ২৪৯ পৃষ্ঠা)।

☞ এবং হযরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন। উপরোক্ত হাদীস শরীফে ইশারা রয়েছে, ফযীলত ঐ আলেমের জন্য রয়েছে যে লোকদেরকে ধর্মের শিক্ষা প্রদান করে যাতে তাঁর ইল্‌ম দ্বারা অপর উপকৃত হয়। আর তা এবাদত থেকে উত্তম হয়ে যায় কারণ এবাদত দ্বারা অপরজন উপকৃত হয় না। (আশেয়াতুল লামায়াত ১খন্ড ১৫৯ পৃষ্ঠা)। ৭) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম তাঁর মসজিদে (সাহাবীদের) দুটি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। অরঃপর বললেন।

www.YaNabi.in

كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ وَاَحَدُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ اَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ اِلَيْهِ فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَاَمَّا هٰؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ اَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ ﴿ رواه الدارمى ﴾

অর্থ- উভয় দল ভাল কাজ করছে তবে এক মজলিশ অন্য মজলিশ থেকে উত্তম। যে দলটি (যারা দোয়ায় লিপ্ত আছে) এরা আল্লাহ পাককে ডাকছে এবং আল্লাহর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের আশা পূর্ণ হতেও পারে নাও পারে। কিন্তু অপর দলটি যারা ফেক্বাহ বা ইল্‌ম শিক্ষা করছে এবং তাদের শিক্ষা দিচ্ছে এরাই উত্তম। আর আমিও মুআল্লিম বা শিক্ষক রূপেই প্রেরিত হয়েছি। অতপরঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম শিক্ষাদানের সাথেই বসে গেলেন। (মেশকাত শরিফ ৩৬ পৃষ্ঠা)।

☞ হাদীশ শরীফের মতলব এই যে এবাদতের গ্রহণ যোগ্যতা নিশ্চিত নয়। আর শিক্ষা উপকার যেভাবে হোক পাঠদান বা পুস্তক লিখনের দিক দিয়ে হোক গ্রহণ যোগ্য। কারণ এ দ্বারা মানুষ নিজ ঈমান ও আমল শুদ্ধ করে থাকে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের দুনিয়ায় প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য পাঠদান, এবাদত নয়। এই জন্যই আলেম সম্প্রদায় হুযুরের ওয়ারিস ও প্রিয়জন (উত্তরাধিকার)।

৮) হযরত আলী কাররামাল্লাহু তাআলা অজহাহুল কারীম থেকে বর্ণিত।

اَلْعُلَمَاءُ مَصَابِيْحُ الْاَرْضِ وَخُلَفَاءُ الْاَنْبِيَاءِ وَوَرَثَتِىْ وَوَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ ﴿ رواه ابن عدى فى الكامل ﴾

অর্থ- আলেমগণ দুনিয়ার প্রদীপ (বাতি) এবং নবীদের প্রিয়জন (উত্তরাধিকার)। আমার এবং (অন্য) নবীদের ওয়ারীস। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৭৭ পৃষ্ঠা)।

৯)হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ يُحِبُّهُمْ اَهْلُ السَّمَاءِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيْتَانُ فِى الْبَحْرِ اِذَا مَاتُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ رواه ابن النجار ﴾

অর্থ- আলেমসম্প্রদায় নবীদের ওয়ারীস, আকাশবাসীরা তাঁদের ভালবাসে। আর যখন আলেম সম্প্রদায় মৃত্যু বরণ করে, তো মাছেরা জলের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৭৭ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১০) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اِتَّبِعُوْا الْعُلَمَاءَ فَاِنَّهُمْ سُرُجُ الدُّنْيَا وَمَصَابِيْحُ الْاٰخِرَةِ ﴿ رواه الديلمى فى الفردوس ﴾

অর্থ- আলেম সম্প্রদায়ের আনুগত্য কর, এই জন্যে যে তাঁরা দুনিয়া ও আখেরাতের (পরকালের) প্রদীপ (বাতি)। কানযুল উম্মাল ১০ খন্ড ৭৭ পৃষ্ঠা)।

১১) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

اِذَا اجْتَمَعَ الْعَالِمُ وَالْعَابِدُ عَلَى الصِّرَاطِ قِيْلَ لِلْعَابِدِ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ وَتَنَعَّمْ بِعِبَادَتِكَ وَقِيْلَ لِلْعَالِمِ قِفْ هُنَا وَاشْفَعْ لِمَنْ اَحْبَبْتَ فَاِنَّكَ لَا تَشْفَعُ لِاَحَدٍ اِلَّا شُفِّعْتَ فَقَامَ مَقَامَ الْاَنْبِيَاءِ ﴿ رواه الديلمى فى الفردوس ﴾

অর্থ- যখন আলেম এবং আবেদ পুলসেরাতের নিকট জমা হবে তো আবেদকে বলা হবে জান্নাতে প্রবেশ করো, আর নিজের এবাদতের কারণে নেয়ামত ও অনুগ্রহের সহিত বসবাস করো। এবং আলেমকে বলা হবে এইখানে থেমে যাও। তুমি যার চাইবে সুপারিশ করো। আজ তুমি যার সুপারিশ করবে তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। সুতরাং সে নবীগণের স্থানে মর্যাদা পাবে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা)।

১২) হযরত ওয়াসেলা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

مَامِنْ شَىْءٍ اَقْطَعُ لِظَهْرِ اِبْلِيْسَ مِنْ عَالِمٍ يَخْرُجُ فِىْ قَبِيْلَةٍ ﴿ رواه الديلمى فى الفردوس ﴾

অর্থ- আলেম যে কোনো গোত্রে জন্ম গ্রহণ করে ইবলিসের কোমর (শক্তি কৌশলে) নষ্টকারী তার চাইতে বড় আর কোন জিনিস হয় না। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৪ পৃষ্ঠা)।

১৩) হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اَكْرِمُوا الْعُلَمَاءَ فَاِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ فَمَنْ اَكْرَمَهُمْ فَقَدْ اَكْرَمَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﴿ رواه الخطيب ﴾

অর্থ- আলেম সম্প্রদায়ের সম্মান করো। এই জন্যে যে তাঁরা নবীগণের ওয়ারিস (অংশিদার) তো যে তাঁদের সম্মান বজায় রাখল সে অবশ্যই আল্লাহর ও রসুলের সম্মান বজায় রাখল। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৫পৃষ্ঠা)।

১৪) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِىْءُ فَتَنْسِفُ الْعِبَادَةَ نَسْفًا وَيَنْجُوْ الْعَالِمُ مِنْهَا بِعِلْمِهٖ ﴿ رواه ابو نعيم فى الحلية ﴾

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ- অবশ্যই ফেতনা উঠবে (প্রকাশ হবে) তো এবাদতের মহলকে পূর্ণ রূপে নষ্ট করে দেবে। এবং আলেম নিজস্ব ইল্‌ম দ্বারা সেই ফেতনা থেকে পরিত্রান পেয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৫ পৃষ্ঠা)।

১৫) হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত।

اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَحْتَاجُوْنَ اِلَى الْعُلَمَاءِ فِىْ الْجَنَّةِ وَذٰلِكَ اَنَّهُمْ يَزُوْرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ فَيَقُوْلُ لَهُمْ تَمَنَّوْ اعَلٰى مَاشِئْتُمْ فَيَلْتَفِتُوْنَ اِلَى الْعُلَمَاءِ فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا نَتَمَنّٰى فَيَقُوْلُوْنَ تَمَنَّوْاعَلَيْهِ كَذَا وَكَذَافَهُمْ يَحْتَاجُوْنَ اِلَيْهِمْ فِىْ الْجَنَّةِ كَمَا يَحْتَاجُوْنَ اِلَيْهِمْ فِىْ الدُّنْيَا ﴿ رواه ابن عساكر ﴾

অর্থ- নিঃসন্দেহে জান্নাতীগণ জান্নাতে আলেম সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী হবে। আর তা এই জন্যে যে, তারা প্রত্যেক জুমা আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করবে তো আল্লাহ পাক তাদেরকে বলবেন। তোমরা যা প্রয়োজন আকাঙ্খা করো, তো তারা আলেম সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, আমরা কোন জিনিসের আকাঙ্খা করব। আলেম সম্প্রদায় উত্তরে বলবেন উমক উমক আকাঙ্খা করো। সুতরাং জান্নাতীগণ জান্নাতে ও আলেম সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী হবে। যেমন তারা দুনিয়ায় তাঁদের (আলেম সম্প্রদায়ের) মুখাপেক্ষী রয়েছে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৬ পৃষ্ঠা)।

১৬) হযরত মুহাম্মাদ বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

رَكْعَتَانِ مِنْ عَالِمٍ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً مِّنْ غَيْرِعَالِمٍ ﴿ رواه ابن النجار ﴾

অর্থ- আলেমের দুই রাকাআত নামায অ-আলেমের সত্তর (৭০) রাকাআত নামায থেকে উত্তম। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৭ পৃষ্ঠা)।

১৭) হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

سَاعَةٌ مِّنْ عَالِمٍ مُتَّكِئٌ عَلٰى فِرَاشِهٖ يَنْظُرُ فِىْ عِلْمِهٖ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الْعَابِدِ سَبْعِيْنَ عَامًا ﴿ رواه الديلمى فى الفردوس ﴾

অর্থ- বিছানায় হেলান দিয়ে ইলম সমন্ধে আলেমের কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করা আবেদের সত্তর (৭০) বছরের এবাদত চাইতে উত্তম। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৭পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১৮) হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

مَوْتُ قَبِيْلَةٍ اَيْسَرُ مِنْ مَّوْتِ عَالِمٍ ﴿ رواه الحاكم ﴾

অর্থ- কোনো সম্পূর্ণ গোত্রের লোকজনদের মৃত্যু একটা আলেমের মৃত্যু চাইতে সহজ। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৯০পৃষ্ঠা)।

১৯) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

مَنْ صَلّٰى خَلْفَ عَالِمٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ فَكَاَنَّمَا صَلّٰى خَلْفَ نَبِىٍّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ

অর্থ- যে ব্যক্তি আলেমদের মধ্যে কোনো আলেমের পিছনে নামায আদায় করল। তো সে যেন নবীদের মধ্যে কোনো নবীর পিছনে নামায আদায় করল। (সে নবীদের পিছনে নামায আদায় করার নেকী অর্জন করল)। (তাফসীরে কাবীর প্রথম খন্ড ২৭৫ পৃষ্ঠা)।

২০) হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে (মারফুহিসাবে) বর্ণিত।

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ بِسَبْعِيْنَ دَرَجَةً بَيْنَ كُلِّ دَرَجَةٍ عَدْوَالْفَرَسِ سَبْعِيْنَ عَامًا وَذَالِكَ اَنَّ الشَّيْطَانَ يَضَعُ الْبِدْعَةَ لِلنَّاسِ فَبَصَرَهَاالْعَالِمُ فَيُزِيْلُهَا وَالْعَابِدُ يَقْبَلُ عَلٰى عِبَادَتِهٖ لَا يَتَوَجَّهُ وَلَا يَتَعَرَّفُ لَهَا .

অর্থ- আলেমের ফযীলত আবেদের প্রতি সত্তর (৭০) সোপান (দরজা- মর্তাবা) বেশী প্রত্যেক দরজার দূরত্ব সত্তর (৭০) বছর ঘোড়া দৌড়ানোর সমান। আর তা এই জন্যেই যে শয়তান মানুষদেরকে কুসংস্কারে লিপ্ত করে। কিন্তু আলেম তা সংস্কার করে। (সংশোধন করে দেয়) অথচ আবেদ এবাদতে মত্ত থাকে ঐ দিকে না তার লক্ষ্য থাকে আর না তা বুঝতে চিন্তে পারে। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৭৫ পৃষ্ঠা)।

২১) হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে (মারফু হিসাবে) বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى خُلَفَائِىْ فَقِيْلَ مَنْ خُلَفَائُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُحْيُوْنَ سُنَّتِىْ وَيُعَلِّمُوْنَهَا عِبَادَاللّٰهِ .

অর্থ- আল্লাহর রহমত বর্ষণ হোক আমার উত্তরসূরীর প্রতি জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহর রসুল, আপনার উত্তরসূরী কারা? উত্তরে বললেন যারা আমার সুন্নাত (পথ) কে ভালো বাসে, আর তা আল্লাহর বান্দাদের শিক্ষা দেয়। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৭৫ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

২২) হযরত ওসমান গনী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اَوَّلُ مَنْ يَّشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ ﴿ رواه الخطيب ﴾

অর্থ- কেয়ামতের দিবসে সর্ব প্রথম সুপারীশ করবেন নবীগণ তার পর আলেম সম্প্রদায় তারপর শহীদগণ। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৬পৃষ্ঠা)।

☞ সুপারীশ করতে শহীদগণের থেকে আলেমগণ এই জন্যে আগে হবে যে তাঁরা নবীগণের প্রতিনিধি এবং শহীদগণ একজন সৈনিকের উপযোগী।

২৩) হুযুর সায়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

اَلْعُلَمَاءُ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ وَخُلَفَاءُ الْاَنْبِيَاءِ

অর্থ- আলেম সম্প্রদায় জান্নাতের চাবি এবং নবীগণের প্রতিনিধি।

☞ অত্র হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, যে মানুষ চাবি হতে পারেনা। বলার মতলব এই যে তাঁদের নিকটে এমন ইল্‌ম রয়েছে যে জান্নাতসমূহের (চাবি) আর তার প্রমাণ এই যে, যে ব্যক্তি স্বপ্ন যোগে দেখে যে তার হাতে জান্নাতের চাবি তো সে ব্যক্তি ইল্‌মে দ্বীনের নেয়ামত প্রাপ্ত হবে। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৮১পৃষ্ঠা)।

২৪) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيْحٌ وَنَفَسُهُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ قَطْرَةٍ نَزَلَتْ مِنْ عَيْنِهٖ تُطْفِئُ بَحْرًا مِّنْ جَهَنَّمَ .

অর্থ- আলেমে দ্বীনের নিদ্রা যাওয়া এবাদত, তার পরস্পরিক ইল্‌মী আলাপ আলোচনা করা তসবীহ, তার শ্বাস সদকাহ এবং অশ্রুর প্রত্যেকটা ফোটা যে তাঁর চোখ থেকে ঝরে, জাহান্নামের এক একটা সমুদ্রকে নিভিয়ে দেয়। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৮১ পৃষ্ঠা)।

২৫) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

خَمْسٌ مِّنَ الْعِبَادَةِ قِلَّةُ الطَّعَامِ وَالْقُعُوْدُ فِى الْمَسَاجِدِ وَالنَّظْرُ اِلَى الْكَعْبَةِ

وَالنَّظْرُ اِلَى الْمُصْحَفِ وَالنَّظْرُ اِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ ﴿ رواه فى مسند الفردوس ﴾

অর্থ- পাঁচটি জিনিস এবাদতের মধ্যে রয়েছে। ১) অল্প খাবার খাওয়া, ২) মসজিদে বসে থাকা (আল্লাহর ধ্যাণে) , ৩) কাবা শরীফকে দেখা, ৪) মুসহাফ শরীফ (কোরআন শরীফ) কে দেখা, ৫) আলেমের চেহারা দর্শন করা। (ফাতাওয়া রেযবীয়া ৪র্থ খন্ড ৬১৬ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

২৬) হযরত ইমামে আযম আবু হানীফা এবং ইমামে শাফয়ী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন।

اِذَا لَمْ تَكُنِ الْعُلَمَاءُ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ وَلِيٌّ وَذٰلِكَ فِى الْعِلْمِ الْعَامِلِ بِعِلْمِهٖ

অর্থ- যদি আলেম সম্প্রদায় আল্লাহর ওলী (দোস্ত) না হতে পারে তো কেউ আল্লাহর ওলী হতে পারবেনা। আর এই (হুকুম) ঐ আলেমের ক্ষেত্রে যে নিজ ইল্‌মের প্রতি আমল ও করে। (তাফসীরে সাবী ১৮২ পৃষ্ঠা)।

২৭) আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা বারেলবী আলাইহির রাহমাতু অররিদওয়ান লেখেছেন আলেমে দ্বীন প্রত্যেক মুসলমানদের জন্যে সাধারণত ভাবে এবং ইল্‌মে দ্বীনের শিক্ষক মন্ডলীগণ নিজ শিষ্যদের জন্যে বিষেশতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের প্রতিনিধি। (ফাতওয়া রেযবীয়া ১০খন্ড ৯৭ পৃষ্ঠা)।

২৮) আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও বলেছেন। আহলে সুন্নাত মতের আলেম যে শহরের মধ্যে সর্বত্তম জ্ঞানী (অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞান সবচাইতে বেশী রাখে)। অবশ্যই তিনি সর্ব শহরবাসীদের জন্য ধর্মীয় হাকেম বিচারক। (ফাতওয়া রেযবীয়া ১০খন্ড ১৮০ পৃষ্ঠা)।

২৯) হযরত ইমাম গাযযালী কাদ্দাসা সিররাহুল আলী "এহয়্যাউল উলুম" কেতাবে লেখেছেন। سُئِلَ اِبْنُ الْمُبَارَكِ مَنِ النَّاسُ فَقَالَ الْعُلَمَاءُ .

অর্থাৎ- আমাদের ইমাম আযাম রাদিয়াল্লাহ তা-আলা অনহুর অতিপ্রিয় শিষ্য হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারাক রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহুমা যিনি হাদীস ফেক্বাহ, মারেফত, বেলায়েত সর্বজ্ঞানের অতি মহৎ ইমাম ছিলেন। তাঁকে কোনো ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল প্রকৃত মানুষ কে? উত্তরে বললেন আলেম সম্প্রদায়। ইমাম গাযযালী বলেন যে ব্যক্তি আলেম নয় তাকে ইবনুল মোবারক সাহেব মানুষদের মধ্যে গণ্যেই করেন নি। কারণ মানুষ ও জীব জন্তুর মধ্যে শুধু ইল্‌মেরই পার্থক্য। মানুষ ঐ সময় মানুষ হবে যখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য সফল হবে। মানুষ শারীরিক শক্তির জন্য মর্যাদাবান নয়, কারণ উট তার থেকে বেশী শক্তিশালী। না বেশী মোটা তাজার জন্য মর্যাদাবান কারণ, হাতী তার চাইতে বেশী মোটা তাজা। না বেশী বাহাদুরীর জন্যে মর্যাদাবান তাহলে সিংহ সর্ববাহাদুর। না দৈনিক খাদ্যেরজন্য মর্যাদাবান কারণ গরুর পেট তার চাইতে বড়। আর না সঙ্গমের উদ্দেশ্যে তারা মর্যাদাবান, তাহলে চড়ুই (এক প্রকার পক্ষী)। যে সর্বনিকৃষ্ট এবং সবচেয়ে বেশী সঙ্গমের ক্ষমতা রাখে। মানুষ তো শুধু ইল্‌মের জন্যই বানানো হয়েছে আর তাতেই তার মর্যাদা রয়েছে। (মাক্বালুল উরাফা ২০ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আলেম সম্প্রদায়ের মজলিশের ফযীলত

১। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত।

مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَةٌ ﴿ رواه الديلمى فى الفردوس ﴾

অর্থ- আলেম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসা এবাদত। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৪ পৃষ্ঠা)।

২) হযরত বাহয বিন হাকীম রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنِ اسْتَقْبَلَ الْعُلَمَاءَ فَقَدِاسْتَقْبَلَنِىْ وَمَنْ زَارَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ زَارَنِىْ وَمَنْ جَالَسَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ جَالَسَنِىْ وَمَنْ جَالَسَنِىْ فَقَدْ جَالَسَ رَبِّىْ ﴿ رواه الرافعى ﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি আলেম সম্প্রদায়ের সম্মান করল তো অবশ্যই আমার সম্মান করল। যে আলেম সম্প্রদায়ের সাক্ষাতে গেল সে নিশ্চয় আমার সাক্ষাতে আসল। আর যে আলেমদের সাথে বসল সে অবশ্যই আমার সাথে বসল এবং যে আমার সঙ্গে বসল নিঃসন্দেহে আল্লাহর দরবারে (নিকটে) বসল। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৯৭ পৃষ্ঠা)।

৩) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قِيْلَ وَمَارِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ مَجَالِسُ الْعُلَمَاءِ ﴿ رواه الطبرانى ﴾

অর্থ- যখন তোমরা জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে চলাচল কর, তো তোমরা চরে নাও, জিজ্ঞেস করা হল জান্নাতের বাগান কি জিনিস? বললেন আলেম সম্প্রদায়ের মজলিশ। (কানযুল উম্মাল ১০ খন্ড ৭৯ পৃষ্ঠা)।

৪) হযরত আবুহোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত।

كَلِمَةُ حِكْمَةٍ يَسْمَعُهَاالرَّجُلُ خَيْرٌلَّهُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ وَالْجُلُوْسُ سَاعَةً عِنْدَ مُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِّنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ ﴿ رواه الديلمى ﴾

অর্থ- ধর্মের একটি কথা শুনা এক বছরের এবাদত থেকে উত্তম এবং ইল্‌মে দ্বীনের আলোচনাকারীর নিকট কিছুক্ষণ বসা দাস মুক্তির চাইতে উত্তম। (কানযুল উম্মাল ১০ খন্ড ১০১ পৃষ্ঠা)।

৫) হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

لَاتُفَارِقُوْامَجَالِسَ الْعُلَمَاءِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَخْلُقْ تُرْبَةً عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَكْرَمَ مِنْ مَّجَالِسِ الْعُلَمَاءِ

অর্থ- আলেমদের মজলিশ থেকে দূরে যেওনা কেননা আল্লাহ পাক ভূমন্ডলে আলেমদের মজলিশ সমূহ থেকে উত্তম কোনো মাটিকে সৃষ্টি করেননি। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৮৩ পৃষ্ঠা)।

৬) গৌসে সামদানী কুতবে রাব্বানী হযরত শায়েখ আব্দুল কাদের জীলানী রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু লেখেছেন, যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন, এমন আলেমের সঙ্গে বসা উঠা কর যে পাঁচটি জিনিসকে ছাড়িয়ে পাঁচটি জিনিসের উৎসাহ দেয়। ১) দুনিয়ার প্রবল ইচ্ছাকে বের করে ধার্মীকতার উৎসাহ দেয়। ২) রেয়াকারী (লোকদেখানো কর্ম) থেকে বিরত রেখে এখলাস (আন্তরিকতার) শিক্ষা দেয়। ৩) অহঙ্কার ছাড়িয়ে বিনয়ও ভদ্রতার উৎসাহ দেয়। ৪) অলসতা থেকে বাঁচিয়ে ওয়াজ ও নসিয়তের উৎসাহ দেয়। এবং জেহালতী (অজ্ঞতা) থেকে ইল্‌মের দিকে উৎসাহ করে। (গুনিয়াতুত ত্বালিবীন মোতারজম ৪৫১ পৃষ্ঠা)।

৭) হযরত ফাক্বীহ আব্দুল লাইস রাহমাতুল্লাহি তা-আলা আলাইহি বলেছেন। যে ব্যক্তি আলেমের নিকট বসে আর ইল্‌মের কথা মনে রাখতে পারে না তার জন্যেও সাত (৭)টি উপকার রয়েছে। ১) ইল্‌ম (শিক্ষা) অর্জন কারীদের সাওয়াব (নেকী) পাবে, ২) যতক্ষণ আলেমের নিকট বসে থাকবে গুনাহ থেকে বেচে থাকবে। ৩) যখন ইল্‌ম অর্জনকরার নিয়্যতে বাড়ি থেকে যাত্রা আরম্ভকরবে তার প্রতি রহমত অবতির্ণ হবে তো সেও তার অধীকারী হবে। ৫) যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনের (ধর্মের) কথা শ্রবণ করবে তাকে আনুগত্যকারী লেখা হবে। ৬) যখন সে শ্রবণ করবে আর বুঝতে পারবেনা তো ইল্‌ম অর্জিত থেকে বিরত হওয়ার কারণে তার দিল বিপদগ্রস্থ হবে এবং ভেঙ্গে যাবে। তো সেই বিপদ তার জন্য আল্লাহপাকের নিকটে ওয়াসীলা সরূপ হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ لِاَجْلِىْ অর্থাৎ আমি ঐ ব্যক্তিদের নিকটে রয়েছি যাদের দিল আমার জন্য ভেঙ্গে থাকে। (হাদীসে কুদসী)। ৭) এবং সে মুসলমানদেরকে আলেম সম্প্রদায়ের সম্মান করতে, এবং ফাসেকদের মানহানি করতে দেখবে তো তার দিলে ফেসক (অবাধ্যতা)-র ঘৃনা জমবে এবং ইল্‌মে দ্বীনের দিকে মায়েল (আকর্ষণ) হবে। এই জন্যেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.YaNabi.in

আলাইহি অ-সাল্লাম নেক ব্যক্তিদের সহিত বসা উঠার নির্দেশ দিয়েছেন। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৭৭ পৃষ্ঠা)।

৮) হযরত আবুল লাইস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরও বলেছেন। যে ব্যক্তি ৮প্রকার মানুষের সঙ্গি হবে তো আল্লাহ পাক তার ভিতরে ঐ আটটি জিনিস উৎপাদন করে দেবেন। ১) যে ব্যক্তি ধনী ব্যক্তিদের সাথে উঠা বসা করবে তার দিলে দুনিয়ার ভালবাসা ও অনুভূতি বেশী হবে। ২) যে ফকীর দর্বেশদের নিকট উঠা বসা করবে তাকে আল্লাহ পাকের নেয়ামত বন্টন করার প্রতি শুকরিয়া ও সন্তুষ্ট হওয়ার তৌফিক (সামর্থ) হবে। ৩) যে রাজা বাদশার নিকট উঠা বসা করবে তো তার মধ্যে কঠুরতা ও অহঙ্কার বেশী হবে। ৪) যে নারীদের সঙ্গে উঠা বসা করবে তার মধ্যে কু-ইচ্ছা ও জেহালতি বেড়ে যাবে। ৫) যে শিশুদের সাথে বেশী উঠা বসা করবে তার মধ্যে হাসি ঠাট্টা বেশী হবে। ৬) যে ফাসেকদের সাথে উঠা বসা করবে তার মধ্যে গুনাহ করার শক্তি বেড়ে যাবে। ৭) আর যে নেক ব্যক্তিদের সাথে উঠা বসা করবে তার মধ্যে আনুগত্যের অনুভূতি বেড়ে যাবে। ৮) এবং যে আলেম সম্প্রদায়ের সাথে উঠা বসা করবে তার ইল্‌ম শিক্ষা ও পর্হেযগারী বৃদ্ধি পাবে। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৭৭ পৃষ্ঠা)।

শিক্ষাদান ও পুস্তকাদি লিখার ফযীলত

১) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهٖ وَحَسَنَاتِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ عِلْمًا عَلِمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ اَوْمُصْحَفًا وَرَّثَهُ اَوْمَسْجِدًا بَنَاهُ اَوْ بَيْتًا لِاِبْنِ السَّبِيْلِ اَوْنَهْرًا اَجْرَاهُ اَوْصَدَقَةً اَخْرَجَهُ مِنْ مَّالِهٖ فِىْ صِحَّتِهٖ وَحَيَاتِهٖ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهٖ ﴿ رواه ابن ماجه والبيهقى ﴾

অর্থ- মুমিনের মৃত্যুর পর যে সকল আমল ও নেক কাজসমূহের সওয়াব তার নিকট বরাবর পৌঁছাতে থাকবে, তা হচ্ছে ১) ইল্‌ম যা সে শিক্ষা করেছে এবং তা বিস্তার করেছে, ২) নেক সন্তান যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে। ৩) কোরআন যা ওয়ারীসরূপে রেখে গেছে, ৪) মসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে, ৫) মোসাফিরখানা যা সে পথিকের (মোসাফিরদের) জন্য তৈরী করে গেছে, ৬) খাল, (কুপ, পুকুর প্রভৃতি) যা সে খনন করে গেছে, ৭) দান যা সে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় তার মাল থেকে করে গেছে (এ সকলের সওয়াব) তার মৃত্যুর পরও তার কাছে পৌঁছাতে থাকবে। (মেশকাত শরীফ ৩৬ পৃষ্ঠা)।

☞ উপরোক্ত সকল কর্মের সাওয়াব এবং অনুরুপ ধর্মীয় কেতাবাদি ছেড়ে গেলে বা তা দান করলে , মাদ্রাসা ও খানক্বাহসমূহ নির্মান করলেও তার সাওয়াব (নেকী) মুমিনের কবরে, পৌঁছাতে থাকবে যত দিন পর্যন্ত তা দুনিয়াতে স্থায়ী থাকবে। তাদের মধ্যে শিক্ষা প্রদান করার সাওয়াব অধিক দিন পর্যন্ত পেতে থাকবে, তবে শর্ত এই যে উপযুক্ত শিষ্য তৈরী করতে হবে। আর তার থেকে যেন শিক্ষার আলো প্রবাহিত হতে থাকে। এবং সব চাইতে অতিরিক্ত সাওয়াব ধর্মীয় গ্রন্থাবলি লিখাতে পাওয়া যাবে কারণ তা সারা দুনিয়ায় বিস্তারিত হয়ে যায়, এবং কেয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায় হবে, যা থেকে মুসলমান নিজের ঈমান ও আমলের সংশোধন করতে থাকবে।

২) হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ اَجْوَدُ جُوْدًا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ اَجْوَدُ جُوْدًا ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِىْ اٰدَمَ وَاَجْوَدُهُمْ مِّنْ بَعْدِىْ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَاتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمِيْرًا وَحْدَهُ اَوْقَالَ اُمَّةً وَّاحِدَةً ﴿ رواه البيهقى ﴾

অর্থ- তোমরা কি জান সর্বাপেক্ষা বড় দাতা কে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তার রসুলই ভালো জানেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বললেন আল্লাহই হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা বড় দাতা, তার পর আদম সন্তানদের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা বড় দাতা।

www.YaNabi.in

আর আমার পর বড় দাতা হলেন সে ব্যক্তি যে ইল্‌ম শিক্ষা করে তা প্রচার করে, কেয়ামতের দিন সে একাই একজন আমীর অথবা দলনেতা হয়ে উঠবে। মতলব এই যে, যে ব্যক্তি শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা এবং কেতাবাদি লিখন দ্বারা ইল্‌মে দ্বীনের বিস্তার ছড়াবে সে কেয়ামতের দিন অতি জাকজমক ও মহাত্মর সহিত আসবে।

৩) হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اِنَّ مِنْ شَرِّالنَّاسِ عِنْدَاللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهٖ ﴿ رواه الدارمی ﴾

অর্থ- কেয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মন্দ সে ব্যক্তিই হবে, যে তার ইল্‌ম দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি। (মেশকাত শরিফ ৩৭পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ ঐ আলেম যে শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা গ্রহণ এবং কেতাবাদি লেখতে মত্ত হল না, নিজের ইল্‌ম দ্বারা অপরকে উপকারিত করল না, সৎকাজে উপদেশ দান ও অসৎকাজ থেকে বারন করার উপদেশ পালন করল না। (সেই আলেম আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মন্দ হবে)। (আশেয়াতুল লাময়াত ১খন্ড ১৭৬ পৃষ্ঠা)।

☞ বা তার অর্থ এই যে, ইল্‌মে দ্বীন অর্জন করল কিন্তু তার প্রতি আমল করল না তো সে জাহেল থেকে ও মন্দ, এমত আলেমের প্রতি জাহেল থেকেও কঠোর আযাব (শাস্তি) হবে।(মিরক্বাত প্রথম খন্ড ২৫৫ পৃষ্ঠা)। যে ব্যক্তি ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করার পর ব্যবসা বানিজ্যে মত্ত হয়ে যায় আর নিজ ইল্‌ম দ্বারা অপরকে উপকারিত করে না এবং ঐ আলেম যারা আমল করে না। (অর্থাৎ ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত মোয়াক্কাদার প্রতি আমল করে না) তাদের কে উপরোক্ত হাদীস শরীফ থেকে নসীহত (উপদেশ) অর্জন করা উচিত।

৪) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهٖ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ﴿ رواه احمدو الدارمی ﴾

অর্থ- যে ইল্‌ম দ্বারা কারোও উপকার সাধিত হয় না। তা এমন এক ধন ভান্ডারের ন্যায়, যা থেকে আল্লাহর পথে খরচ করা হয় না। (মেশকাত শরীফ ৩৮ পৃষ্ঠা)।

৫) হযরত মোআয বিন আনাস রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهٗ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهٖ لَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الْعَامِلِ ﴿ رواه ابن ماجه ﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি অপরকে শিক্ষা দান করল, তো তার জন্য ঐ ব্যক্তির ন্যায় সাওয়াব রয়েছে, যে তার প্রতি আমল করল। আমলকারী ব্যক্তির সাওয়াবে কোনো প্রকার ঘাটতি হবে না। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮০ পৃষ্ঠা)।

৬) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

مَنْ عَلَّمَ اٰيَةً مِّنْ عِلْمٍ اَنْمَى اللّٰهُ اَجْرَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ رواه ابن عساكر ﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের কোনো আয়াত বা ইল্‌মে দ্বীনের কোনো অংশ অপরকে শিক্ষা দান করবে, তা আল্লাহ পাক তার সাওয়াব কে কেয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে থাকবেন। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮০ পৃষ্ঠা)।

৭) হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

وُزِنَ حِبْرُالْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ عَلَيْهِ ﴿ رواه الخطيب ﴾

অর্থ- আলেম সম্প্রদায়ের (কলমের) কালিকে শহীদগণের রক্তের সাথে ওজন করা হবে, তো রক্তের প্রতি সে কালি প্রাধান্য পেয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮০পৃষ্ঠা)।

৮) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

يُوْزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُالْعُلَمَاءِ وَدَمُ الشُّهَدَاءِ فَيَرْجَعُ عَلَيْهِمْ مِدَادُالْعُلَمَاءِ عَلٰى دَمِ الشُّهَدَاءِ

﴿ رواه الشيرازی.والمرهبی عن عمران بن حصين وابن عبدالبرفی العلم عن ابی درداء وابن الجوزی فی العلل عن النعمان بن بشيررضی الله عنهم ﴾

অর্থ- কেয়ামতের দিন আলেম সম্প্রদায়ের কলমের কালি এবং শহীদগণের রক্তকে ওজন করা হবে, তো আলেম সম্প্রদায়ের কালি শহীদগণের রক্তের প্রতি ভারী হয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮০ পৃষ্ঠা)।

☞ অর্থাৎ- ধর্মীয় কেতাবাদী লিখা আল্লাহ পাকের নিকট এতই বেশী ফযীলতময় যে, তার জন্য আলেম যে কালি ব্যবহার করে, তা কেয়ামতের দিবসে শহীদগণের রক্তের প্রতি প্রাধান্য পেয়ে যাবে।

৯) হযরত আলী কাররামাল্লাহু তা-আলা অজহাহুল কারীম থেকে বর্ণিত।

عَالِمٌ يُنْتَفَعُ بِهٖ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ عَابِدٍ ﴿ رواه فی مسندالفردوس ﴾

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ- ঐ আলেম যার (শিক্ষাপ্রদান ও কেতাবাদি লিখনের) দ্বারা উপকার অর্জন করা যায়, সে হাজার আবেদ থেকে উত্তম। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮১ পৃষ্ঠা)।

১০) হযরত সামোরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

مَا تَصَدَّقَ النَّاسُ بِصَدَقَةٍ اَفْضَلَ مِنْ عِلْمٍ يُنْشَرُ ﴿ رواه الطبرانى ﴾

অর্থ- ঐ ইল্‌ম যাকে (শিক্ষা প্রদান ও কেতাবাদি লিখনের দ্বারা) বিস্তারিত করা যায় তা থেকে মানুষের কোনো উত্তম সদকাহ নেই। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮৭ পৃষ্ঠা)।

১১) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত।

مَنْ اَدّٰى اِلٰى اُمَّتِىْ حَدِيْثًا لِيُقَامَ بِهٖ سُنَّةٌ اَوْ تُعْلَمَ بِهٖ بِدْعَةٌ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ ﴿ رواه ابونعيم فى الحليه ﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি আমার উম্মাত পর্যন্ত (ধর্মীয়) কোনো কথা পৌঁছাবে, এই উদ্দেশ্যে যে তা দ্বারা সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হবে। বা তা দ্বারা কুসংস্কার দূর হবে। তো সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৯০ পৃষ্ঠা)।

বে- আমল আলেম

১) হযরত উবাদা বিন সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اَلْعَالِمُ مَنْ يَّعْمَلُ بِالْعِلْمِ وَاِنْ كَانَ قَلِيْلًا ﴿ رواه ابو الشيخ ﴾

অর্থ- বাস্তবে ঐ ব্যক্তিই আলেম যে ইল্‌মের প্রতি আমলও করে, যদিও (তার) ইল্‌ম অল্প হয়। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৯৬ পৃষ্ঠা)।

☞ অর্থাৎ- যে আলেম নিজ ইল্‌মের প্রতি আমল করে না সে শুধু নাম করণে আলেম, বাস্তবে সে আলেম নয়। হযরত মুল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন। اِنَّ غَيْرَ الْعَامِلِيْنَ لَيْسُوْا عُلَمَاءَ

অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে যারা (ইল্‌মের প্রতি) আমলকারী নয় তারা আলেম নয়। (মিরক্বাত প্রথম খন্ড ২৫৫ পৃষ্ঠা)।

২) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

اَشَدُّالنَّاسِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَّمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ ﴿ رواه ابو داؤد طيالسى ﴾

অর্থ- কেয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন আযাব (শাস্তি) ঐ আলেমের হবে যাকে তার ইল্‌ম উপকৃত করল না। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১০৭ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৩) হযরত জুন্দুব রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِىْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسٰى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِئُ لِلنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ ﴿ رواه الطبرانى فى الكبير ﴾

অর্থ- ঐ আলেমের উদাহরণ যে লোকদেরকে পুণ্যের শিক্ষা দান করে আর নিজে আমল করে না সে প্রদীপের ন্যায় যে অপর কে আলোকিত করে এবং নিজেকে জ্বালিয়ে ফেলে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১০৭ পৃষ্ঠা)।

৪) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

اَشَدُّالنَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَانْتَفَعَ بِهٖ مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ دُوْنَهُ ﴿ رواه ابن عساكر ﴾

অর্থ- কেয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে সর্বাধিক দুঃখকারী ঐ ব্যক্তি হবে যে ইল্‌ম শিক্ষা করল। এবং তার কাছ থেকে শ্রবণ করে অন্যরা উপকৃত হল, কিন্তু সে নিজেই উপকৃত হলনা। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৭৯ পৃষ্ঠা)।

৫) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

تَعَلَّمُوْا مِنَ الْعِلْمِ مَاشِئْتُمْ فَوَاللّٰهِ لَا تُؤْجَرُوْا بِجَمْعِ الْعِلْمِ حَتّٰى تَعْمَلُوْا ﴿ رواه ابو الحسن فى اماليه ﴾

অর্থ- ইল্‌মের মধ্যে যেটা চাও অর্জন করো। আল্লাহর কসম! ইল্‌ম জমায়েত করাতে নেকীর অধিকার হবেনা। যতক্ষণ আমল না করবে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮১ পৃষ্ঠা)।

৬) হযরত অলিদ বিন আকবাহ রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

اِنَّ اُنَاسًامِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَطْلُعُوْنَ عَلٰى اُنَاسٍ مِّنْ اَهْلِ النَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ بِمَ دَخَلْتُمُ النَّارَفَوَاللّٰهِ مَادَخَلْنَاالَّا بِمَاتَعَلَّمْنَامِنْكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اِنَّاكُنَّانَقُوْلُ وَلَا نَفْعَلُ. ﴿ رواه الطبرانى ﴾

অর্থ- অবশ্যই জান্নাতীদের মধ্যে কিছু অংশ লোক জাহান্নামীদের মধ্যে কিছু অংশ লোকের দিকে সম্বোধন করে বলবে, তোমরা জাহান্নামে কেনো নিক্ষেপ হয়েছ? আল্লাহর শপথ করে বলি, তোমাদের কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করার কারণেই আমরা জান্নাতে প্রবেশ করেছি। অতপরঃ তারা বলবে আমরা অপরকে (পুণ্যের কথা) বলতাম কিন্তু নিজে আমল করতাম না। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১০৮ পৃষ্ঠা)।

৭) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

رَأَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ رِجَالًا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِّنْ نَّارٍ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ اُمَّتِكَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ ﴿رواه فى شرح السنة﴾

অর্থ- মেরাজের রাত্রে আমি এরূপ কতক লোককে দেখেছি, আগুনের কাঁচি দ্বারা যাদের ঠোট কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম হে জিব্রাঈল এ লোকগুলো কারা? তিনি বলবেন, তারা আপনার উম্মাতদের বক্তাগণ। তারা মানুষকে উত্তম কাজের জন্য আদেশ করত, কিন্তু নিজেরা সে কাজে বিরত থাকত। (মেশকাত শরীফ ৪৩৮ পৃষ্ঠা)।

৮) হযরত উসামাহ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু তা-আলা আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ اَىْ فُلَانُ مَاشَانُكَ لَيْسَ كُنْتَ تَاْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ اٰمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا اٰتِيْكُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ ﴿متفق عليه﴾

অর্থ- কেয়ামতের দিবসে এক ব্যক্তিকে এনে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তার নাড়িভুড়ি আগুনে বের হয়ে পড়বে এবং গাধা যেমন আটা পিষিবার কালে চাক্কির চারপাশে ঘুরতে থাকে, সে ভাবে ঐ ব্যক্তি ও তার নাড়িভুড়ির চতুস্পার্শে ঘুরতে থাকবে। ঐ সময় দোযখীরা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে হে অমুক। তোমার কি হয়েছে? তুমি তো আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিতে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে। তখন সে বলবে আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম ঠিকই, কিন্তু নিজে সৎ কাজ করতাম না। আর তোমাদেরকে অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতাম ঠিকই কিন্তু নিজে অসৎ কাজ করতাম। (মেশকাত শরীফ ৪৩৬ পৃষ্ঠা)।

☞ হযরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন। এই হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেল, অপরকে সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং নিজে তার প্রতি আমল না করা আযাবে নিক্ষেপ করার কারণ। কিন্তু এ আযাব (শাস্তি) আমল না করার কারণে রয়েছে নির্দেশ ও নিষেধ করার জন্য নয়। কেননা (আলেম) যদি (সৎ কাজের) নির্দেশ ও (অসৎ কাজ থেকে) নিষেধও না করে তো দু-প্রকার ওয়াজিব ছাড়ার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জন্য আরও অতিরিক্ত আযাবে (শাস্তি)-র অধিকার হয়ে বসবে। (একতো নিজে আমল করলনা দ্বিতীয়ত অপরকে আদেশ ও নিষেধও করল না আর তাঁর জন্য দুটিই জরুরি।

৯) হযরত মুল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন। ইল্‌মে দ্বীন (মানুষের হৃদয়ে) আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে যার দ্বারা পার্হেযগারী অর্জিত হয়, আর আলেম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার এটাই কারণ রয়েছে। অতপঃ যে ব্যক্তির ইল্‌ম এমত (উপকৃতকারী) নয় সে জাহেলের ন্যায়, অতপরঃ সে জাহেল। (মিরক্বাত শারহে মেশকাত ১খন্ড ২৩১ পৃষ্ঠা)।

১০) হযরত ইমাম শোরী রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু লিখেছেন।

اِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ خَشِىَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ

অর্থাৎ- নিঃসন্দেহে আলেম শুধু ঐ ব্যক্তিই যার ভিতরে আল্লাহ পাকের ভয় অবস্থিত। (তাফসীরে খাযিন ও মাআলেমুত আনযীল ৫খন্ড ৩০২ পৃষ্ঠা)।

১১) হযরত রাবি বিন আনাস আলাইহির রাহমাতু অররিদওয়ান বলেন।

مَنْ لَّمْ يَخْشَ اللّٰهَ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ

অর্থাৎ- যে আল্লাহকে ভয় করল না সে আলেম নয়। (তাফসীরে খাযিন ৫খন্ড ৩০২ পৃষ্ঠা)।

.....**********.....

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দুনিয়াদার ও মন্দ ওলামা

১) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

اِنَّ اُنَاسًا مِّنْ اُمَّتِیْ سَیَتَفَقَّهُوْنَ فِیْ الدِّیْنِ وَیَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ یَقُوْلُوْنَ نَاتِیْ الْاُمَرَاءَ فَنُصِیْبُ مِنْ دُنْیَا هُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِیْنِنَاوَلَا یَکُوْنُ ذَالِکَ کَمَا لَا یُجْتَنٰی مِنَ الْقَتَادِ اِلَّا الشَّوْکَ کَذَالِکَ لَا یُجْتَنٰی مِنْ قُرْبِهِمْ اِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ کَاَنَّهُ یَعْنِیْ الْخَطَایَا ﴿رواه ابن ماجه﴾

অর্থ- অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু লোক দ্বীনের জ্ঞান লাভ করবে ও কোরআন শরীফ শিক্ষা করবে এবং বলবে যে আমরা ওমারাদের (ধনী ব্যক্তিদের) নিকট যাব এবং দুনিয়ার কিছু অংশ গ্রহণ করে, পরে আমরা আমাদের দ্বীন কে রক্ষা করব।

এটা কখনো হবে না, যেমন (কন্টকময়) বাবলা গাছ থেকে কাঁটা ব্যতীত কোন ফল লাভ করা যায় না, তেমনি এদের নিকট থেকেও কোন ফল লাভ করা যায় না, কিন্তু পরবর্তী বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনে সাবাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'কিন্তু' শব্দ দ্বারা হুযুর যেন গুনাহর প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। (মেশকাত শরীফ ৩৭ পৃষ্ঠা)।

☞ হাকেম ও ধনী ব্যক্তিদের নিকট ধর্মীয় উপকারের উদ্দেশ্যে যদি কোন আলেম যায় তবে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু উপহারের উদ্দেশ্যে যাওয়া বা তার নৈকট্য লাভ করা, পাকা দুনিয়াদারী এবং ধর্মের জন্য জীবনহানী বিষ।

২) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

لَوْاَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوْاالْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ اَهْلِهٖ لَسَادُوْابِهٖ اَهْلَ زَمَانِهٖ وَلٰکِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِاَهْلِ الدُّنْیَا لِیَنَالُوْابِهٖ مِنْ دُنْیَاهُمْ فَهَانُوْاعَلَیْهِمْ سَمِعْتُ نَبِیَّکُمْ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَّاحِدًا هَمَّ اٰخِرَتِهٖ کَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْیَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ اَحْوَالُ الدُّنْیَا لَمْ یُبَالِ اللّٰهُ فِیْ اَیِّ اَوْدِیَتِهَا هَلَکَ ﴿رواه ابن ماجه﴾

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ- যদি আলেমগণ ইল্‌মের হেফাজন করতেন এবং উপযুক্ত লোকদের হাতে সম্পদ (দান) করতেন, তাহলে তাঁরা তা দ্বারা নিজেদের যুগের লোকদের নেতৃত্ব করতে পারতেন, কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদের বিলিয়েছেন যাতে তাঁরা তাদের কাছ থেকে দুনিয়ার কিছু অংশ লাভ করতে পারে ফলে তাঁরা তাদের কাছে মর্যাদাহীন হয়ে গেছেন। আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজের সব চিন্তাকে এক চিন্তায় অর্থাৎ আখেরাতের চিন্তায় পরিণত করে, আল্লাহ তার দুনিয়ার (সমস্ত) চিন্তার জন্য যথেষ্ঠ হবেন। আর যাকে দুনিয়ার নানা চিন্তা ব্যস্ত করে রাখে, তার জন্য আল্লাহ কোন সাহায্য করবেনা, সে দুনিয়ার যে কোন ময়দানে ধ্বংস হয়ে যাক না কেন। (মেশকাত শরীফ ৩৭ পৃষ্ঠা)।

উপরোক্ত হাদীস শরীফের মতলব এই যে যদি আলেম সম্প্রদায় নিজ ইল্‌মের মর্যাদা বজায় রাখে, তাকে অপমানিত ও অপদস্থ থেকে রক্ষা করেন, এবং দুনিয়া অর্জনার্থে তাকে অপদস্থ না করে। তাহলে বিশ্ববাসীদের সরদার (হাকেম) হয়ে যাবেন। এবং যে ব্যক্তির মধ্যে শুধু পরকালের চিন্তা ভাবনা হবে তার জন্য আল্লাহ পাক যথেষ্ট। আর যার মধ্যে শুধু দুনিয়ার চিন্তা ভাবনা হবে তো আল্লাহ তা-আলা কে তার কোন পারওয়া নেই।

৩) হযরত আ'মাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

اٰفَةُ الْعِلْمِ النِّسْیَانُ وَاِضَاعَتُهُ اَنْ تُحَدِّثَ بِهٖ غَیْرَاَهْلِهٖ ﴿رواه الدارمی﴾

অর্থ- ভুলে যাওয়া ইল্‌মের জন্য বিপদ স্বরুপ এবং ইলমের অনিষ্ট হচ্ছে অনুপযুক্ত লোককে তার শিক্ষা দান করা। (মেশকাত শরীফ ৩৭ পৃষ্ঠা)।

☞ হযরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিপিবদ্ধ করেন। এই হাদীস শরীফে আসলে এই কথাগুলির প্রতি চেতনা দিয়েছেন, যে ঐ সব কর্ম থেকে বিরত থাকা উচিত যে কর্মসমূহ ইল্‌ম কে ভুলে যাওয়ার কারণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ গুনাহে লিপ্ত থাকা নাফস ও দুনিয়ার অভিলাষে মগ্ন থাকা এবং তার জন্য দৌড় ঝাঁপ করা যেমন হযরত ইমাম শাফয়ী রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু বলেছেন।

شَکَوْتُ اِلٰی وَکِیْعٍ سُوْءَ حِفْظِیْ ...فَاَوْصَانِیْ اِلٰی تَرْکِ الْمَعَاصِیْ.

فَاِنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِنْ اِلٰهٍ ... وَفَضْلُ اللّٰهِ لَا یُعْطٰی لِعَاصٍ

www.YaNabi.in

অর্থাৎ- আমি হযরত আকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট স্বরণ শক্তি কমে যাওয়ার অভিযোগ করলাম তো তিনি আমাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকার অসীয়ত (নির্দেশ) দিলেন। এই জন্যেই যে ইল্‌ম আল্লাহ পাকের কৃপা আর আল্লাহ পাকের কৃপা গুনাহগার ব্যক্তিদেরকে প্রদান করা হয় না। (আশেয়াতুল লাময়াত ১খন্ড ১৭৫ পৃষ্ঠা)।

☞ হযরত সুফয়ান থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর ফারুক আযাম রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু হযরত কা-আবকে জিজ্ঞেস করলেন (প্রকৃত) আলেম কারা? তিনি বললেন। اَلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ قَالَ فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوْبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمْعُ ﴿ رواه الدارمى ﴾ অর্থ- যাঁরা ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করেন। আবার পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন কিসে আলেমদের অন্তর থেকে ইল্‌মকে বের করে দেয়? তিনি বললেন। (সম্মান ও অর্থ লোভ)।

☞ অন্তর থেকে ইল্‌ম বের হয়ে যাওয়ার অর্থ হল তার নূর, ভয় ও বরকত বের হয়ে যাবে। এই কারণেই লোভী আলেম সততা বজায় রাখে না, যেমন (উপস্থিত সময়ে) প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে। প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধ রয়েছে। اَلطَّمْعُ يُصَيِّرُ الْاَسَدَ ذُبَابًا অর্থাৎ- লোভ লালসা 'শের' (সিংহ) কে মাছিতে পরিণত করে।

☞ হযরত শায়েখ আব্দুল হক দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন। হযরত আবুল আব্বাস মুর্সী কাদ্দাসা সিররাহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যখন আমি নিজের কাজের প্রথম কালে আসকান্দারীয়া পৌঁছলাম তো ওখানে এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল আমি তার কাছ থেকে অর্ধেক দিরহামে (একটি রৌপ মুদ্রায়) একটি জিনিস খরিদ (ক্রয়) করলাম। অর্ধেক দিরহামের মান অল্প হওয়ার কারণে আমার হৃদয়ে এই ভাব সৃষ্টি হল যে বোধায় সে অর্ধেক দিরহাম আমার কাছথেকে নেবে না। হঠাৎ করে আমার কানে একটি ধনি ভেষে উঠল।

اَلسَّلَامَةُ فِى الدِّيْنِ بِتَرْكِ الطَّمْعِ فِى الْمَخْلُوْقِيْنَ

অর্থাৎ ধর্মের শান্তি, সৃষ্টি সমূহের লোভ লালসা কে ছেড়ে দেওয়াতে রয়েছে। (আশেয়াতুল লাময়াত ১খন্ড ১৭৫ পৃষ্ঠা।

৫) হযরত আহয়াস বিন হাকীম রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

اَلَا اِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ وَاِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ ﴿ رواه الدارمى ﴾

অর্থ- জেনে রেখ, সর্বাপেক্ষ মন্দ (লোক) হচ্ছে মন্দ আলেমগণ। আর সর্বাপেক্ষ ভাল লোক হচ্ছে আলেমগণ। (মেশকাত শরীফ ৩৭ পৃষ্ঠা)।

☞ এই জন্য যে, আলেমরা লোকদের পথপ্রদর্শক। তাঁর পুণ্য ও সুপথ প্রদর্শনের কারণে কতক লোক সুপথ পেয়ে যায়। এবং তাঁর মন্দতা ও পথভ্রষ্টতার কারণে কতক লোক পথ ভ্রষ্ট ও বদ মাযহাব হয়ে যায়।

৬) হযরত যেয়াদ বিন হুদায়র থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আমাকে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি জান। ইসলামকে কিসে ধ্বংস করবে? আমি বললাম, না তিনি বললেন

يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْاَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ ﴿ رواه الدارمى ﴾

অর্থ- আলেমদের পদস্থলন (গুনাহ), মুনাফিকদের আল্লাহর কেতাব নিয়ে ঝগড়া এবং পথভ্রষ্ট নেতাদের শাসনই ইসলামকে ধ্বংস করবে। (মেশকাত ৩৭ পৃষ্ঠা)।

৭) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা-আলা আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَّدْخُلُهَا قَالَ الْقُرَّاءُ الْمُرَوُّنَ بِاَعْمَالِهِمْ ﴿ رواه الترمذى ﴾

অর্থ- তোমরা "জুব্বুল হুযন" থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো, আরজ করা হল ইয়া রাসুলাল্লাহ। "জুব্বুল হুযন" কী? তিনি বললেন, জাহান্নামের একটি গর্ত, যা থেকে স্বয়ং জাহান্নামও দৈনিক চার শতবার নিস্কৃতি প্রার্থনা করে। জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া রাসুলাল্লাহ এতে কারা প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠকারীগণ। (মেশকাত শরীফ ৩৮ পৃষ্ঠা)।

☞ হুযূর সায়্যেদে আলাম সাল্লাল্লাহু তা-আলা আলাইহি অ-সাল্লাম এর যামানায় যে ক্বারী হতেন সে আলেমও হতেন। অতএবঃ হাদীস শরীফের অর্থ এটা হল যে, ঐ আলেম যে রেয়াকার লোক দেখান আমল করে। সে জাহান্নামের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট গর্তে কঠিন আযাবে লিপ্ত থাকবে।

www.YaNabi.in

৮) হযরত আলী কাররামাল্লাহু তা-আলা অজহাহুল কারীম থেকে বর্ণিত হুযুর সায়্যেদে আলাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

يُوْشِكُ اَنْ يَاتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَّهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدٰى عُلَمَاءُ هُمْ شَرٌّ مَّنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِ هِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُوْدُ ﴿ رواه البيهقي في شعب الايمان ﴾

অর্থ- অচিরেই মানুষের নিকট এমন এক যুগ আসবে, যখন ইসলামের নাম ব্যতীত আর কিছুই থাকবেনা, কোরআনেরও অক্ষর ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট থাকবেনা। তাদের মসজিদসমূহ হবে (বাহ্যিকভাবে) আবাদ অথচ তা হবে হেদায়েতশূন্য। তাদের আলেমরা হবে আকাশের নিচে সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক, তাদের নিকট থেকেই (দ্বীন সংক্রান্ত) ফিতনা প্রকাশ পাবে আর সে ফিতনা তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (মেশকাত শরীফ ৩৮ পৃষ্ঠা)।

☞ এই হাদীস থেকে বুঝা গেল যে ঐ নামধারী আলেম সম্প্রদায় যারা নিজের লিখিত গ্রন্থাবলি হিফযুল ঈমান, বারাহীনে কাত্বেয়া এবং তাহযীরুন নাস, ইত্যাদি গ্রন্থাবলিতে সারকারে আক্বাদাস সাল্লাল্লাহু তা-আলা আলাইহি অ-সাল্লাম এর গুসতাখী (অপবাদ কুৎসা) লিখেছে এবং তাদের থেকে মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা উঠল তারাই আকাশের নিচে সর্বাপেক্ষা মন্দ ওলামা (আলেম সম্প্রদায়)।

৯) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত সারকারে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

يَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَاتُوْنَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَائُكُمْ فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ ﴿ رواه مسلم ﴾

অর্থ- শেষ যামানায় কিছু মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, তারা তোমাদের নিকট এমন সব (মিথ্যা ও মনগড়া) হাদীস উপস্থাপন করবে, যা তোমরা শুননি এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও শুনেনি। সাবধান তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে এবং তাদেরকে তোমাদের থেকে দূরে রাখবে। যাতে তারা তোমাদের গোমরাহ করতে না পারে এবং বিপদে ফেলতে না পারে। (মেশকাত শরীফ ২৮ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

☞ হযরত শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী বোখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন। অর্থাৎ একটি এমন জামাত সৃষ্টি হবে যে ধূর্ততা, প্রতারণা করে ওলামা, মাশায়েখ এবং সোলাহা বেশে নিজেকে মুসলমানদের হিতাকাঙ্খী ও সংস্কারক হিসাবে প্রকাশ করবে যাতে নিজের মিথ্যা কথাগুলি প্রচার করতে পারে লোকদেরকে বাতেল আক্বীদাহ এবং মন্দ ধ্যান ধারণার দিকে প্রত্যাবর্তন ও ইচ্ছা বাড়াতে পারে। (আশয়াতুল লামায়াত ১খন্ড ১৩৩ পৃষ্ঠা)।

সেই জামাতের চিহ্ন এই যে তাদের আক্বীদাহ সাওয়াদে আযাম (বড় জামাত) আহলে সুন্নাত অ-জামাতের ব্যতিক্রম হবে।

১০) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

وَيْلٌ لِاُمَّتِيْ مِنْ عُلَمَاءِ السُّوْءِ ﴿ رواه الحاكم في المستدرك ﴾

অর্থ- বিষম বিপদ রয়েছে আমার উম্মতের মন্দ আলেমসম্প্রদায়ের জন্য। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১১২ পৃষ্ঠা)।

১১) হযরত মো'আয রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

اِذَاقَرَأَ الرَّجُلُ وَتَفَقَّهَ فِيْ الدِّيْنِ ثُمَّ اَتٰى بَابَ السُّلْطَانِ تَمَلُّقًا اِلَيْهِ وَطَمْعًا لِمَا فِيْ يَدَيْهِ خَاضَ بِقَدْرِ خَطَاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ﴿ رواه ابو الشيخ ﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআন পড়ল (শিক্ষা করল) এবং দ্বীনের বোধ (ফেক্বাহর জ্ঞান) অর্জন করল। আবার বাদশাহর দরজায় উপস্থিত হল তারা চাপলোসীর জন্য ও তার দৌলতের লোভে। তো সে বাদশাহর গুনাহর বরাবর দোযখের আগুনে নেমে পড়ল। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১১২ পৃষ্ঠা)।

☞ যারা সেঠগণের নিকট চাপলোসীর জন্য তাদের দৌলতের লোভে যায় তারাও এই কঠোর নির্দেশের (অয়ীদের) মধ্যে রয়েছে।

১২) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

اِنَّ اَبْغَضَ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى الْعَالِمُ يَزُوْرُ الْعُمَّالَ ﴿ رواه ابن لال ﴾

অর্থ- সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ পাকের বিষন্নতা (বিমুখিতা) সর্বাপেক্ষ ঐ আলেম থেকে হয় যে হাকেম ও ধনী ব্যক্তিদের সাথে (দুনিয়া লাভের জন্য) সাক্ষাত করে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১০৮ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

☞ মুরুব্বি ও গুরুজন বলেছেন।

بِئْسَ الْفَقِيْرُ عَلٰى بَابِ الْاَمِيْرِ وَنِعْمَ الْاَمِيْرُ عَلٰى بَابِ الْفَقِيْرِ .

অর্থাৎ কতইনা মন্দ সে ফকীর যে ধনী ব্যক্তির দরজায় অবস্থিত (মুখোপেক্ষি) এবং কতইনা ভাল সে ধনী ব্যক্তি যে ফকীরের দরজায় অবস্থিত (মুখোপেক্ষি)।

১৩) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

وَيْلٌ لِّاُمَّتِىْ مِنْ عُلَمَاءِ السُّوْءِ يَتَّخِذُوْنَ هٰذَاالْعِلْمَ تِجَارَةً يَبِيْعُوْنَهَا مِنْ اُمَرَاءِ زَمَانِهِمْ رِبْحًا لِاَنْفُسِهِمْ لَا اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَهُمْ ﴿ رواه الحاكم ﴾

অর্থ- বিষম বিপদ রয়েছে আমার উম্মতের মন্দ আলেম সম্প্রদায়ের জন্য। যারা এই ইল্‌মে দ্বীনকে ব্যবসা বানাবে, আর তাকে (ইল্‌মকে) নিজ যামানার ধনী ব্যক্তিদের নিকট নিজ সার্থে বিক্রি করবে। আল্লাহ পাক যেন তাদের ব্যবসায় উন্নতি না দেন। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১১৭পৃষ্ঠা)।

১৪) হযরত আল্লামা ইমাম ফাখরুদ্দিন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ كَانَ مِنَ الْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا .

অর্থ- যে ব্যক্তি দ্বীনের (ধর্মের) বদলে দুনিয়া অর্জন করে সে সর্বাপেক্ষা মূল্যহীন কর্মকারীদের মধ্যে। যাদের সমস্ত প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই হারিয়ে গেছে এবং তারা এ ধারণায় যে তারা সৎকর্ম করছে।(তাফসীরে কাবীর ৪খন্ড ৫৪৬ পৃষ্ঠা)।

নোট- اَلْاَخْسَرِيْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের আয়াত ১১৬ পারা ৩ রুকু।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইলম গোপনকারী ওলামা

১) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত হুযুর সায়্যেদে আলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ .

﴿ رواه احمدوابوداؤدوالترمذى ورواه ابن ماجه عن انس رضى الله تعالى عنه ﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি তার জানা ইল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হয়েও তা গোপন করে রাখে। (বিভীষিকাময়) কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে। (মেশকাত শরীফ ৩৪ পৃষ্ঠা)।

২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

كَاتِمُ الْعِلْمِ يَلْعَنُهُ كُلُّ شَىْءٍ حَتَّى الْحُوْتُ فِى الْبَحْرِوَالطَّيْرُفِى السَّمَاءِ

﴿ رواه ابن الجوزى فى العلل ﴾

অর্থ- ইল্‌ম গোপনকারীর প্রতি প্রত্যেকটা বস্তু লানত (অভিশাপ) বর্ষণ করে। এত পর্যন্ত মাছেরা জলের ভিতর ও পাখিরা বাতাসে, তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১০৯ পৃষ্ঠা)।

৩) হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

اَيُّمَارَجُلٍ اَتَاهُ اللّٰهُ عِلْمًا فَكَتَمَهُ اَلْجَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿ رواه الطبرانى ﴾

অর্থ- যে ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ইল্‌ম দান করেছেন, এবং সে তা গোপন করে। তো আল্লাহপাক কেয়ামতের দ্বীন তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।

৪) হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيُظْهِرْهُ فَاِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمِ مَااَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﴿ رواه ابن عدى فى الكامل ﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিদ্যান হয়েছে, তাকে তা প্রচার করতে হবে। কেননা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইল্‌ম গোপনকারী কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির ন্যায় হবে, যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এর প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা গোপনকারী হবে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১২৫ পৃষ্ঠা)।

৫) হুযুর সায়্যেদে আলাম সাল্লাল্লাহু তা-আলা আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন ! اِذَاظَهَرَتِ الْفِتَنُ اَوْقَالَ الْبِدَ عُ وَلَمْ يُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا .

অর্থ- যদি ফিতনা ফাসাদ প্রকাশ হয় আর চতুর্দিকে পথভ্রষ্ঠতা ছড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় যদি আলেম নিজ ইল্‌মকে প্রকাশ না করে (নিজ সার্থে চুপ থাকে) তাহলে তার প্রতি আল্লাহ পাকের সমস্ত ফেরেস্তামন্ডলিগণের ও সমস্ত মানবজাতির অভিশাপ বর্ষণ হবে। এবং আল্লাহ পাক তার ফরয ও নফল কোনো এবাদতই গ্রহণ করবেনা। (আলমালফুয ৪র্থ খন্ড ৪র্থ পৃষ্ঠা)।

☞ যে আলেম শরীয়তের মসলায় জ্ঞাত থাকা সত্যেও জিজ্ঞেসাকারীকে কোন কারণ বশত জ্ঞাত করায় না। যদিও প্রশ্নকারীর জানা প্রয়োজন থাকে, বা উপস্থিত সময়ে অতি দ্রুতের সহিত পথভ্রষ্ঠতা বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু সে কোনো লাভের জন্য তার বিপক্ষে নিজের ইল্‌ম প্রকাশ করে না নিরব থাকে। তাকে উপরোক্ত লিখিত হাদীস শরীফগুলি থেকে শিক্ষা নেয়া অতি আবশ্যকিয়।

৬) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত সারকারে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম নামায আদায় করার জন্য গৃহ থেকে বেরিয়ে আসলেন এহনাবস্থায় এক আ'রাবী (গ্রাম্য লোক) কিছু জিজ্ঞেস করল তার উত্তরে হুযুর বলে উঠলেন।

لَيْسَ هٰذِهِ سَاعَةُ فَتْوىٰ ﴿ رواه ابن السنى ﴾

অর্থ- এটা ফাতওয়ার সময় নয়। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১৪৪ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আলেমের মানহানী করা

১) হুযুর সায়্যেদে আলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ اَهَانَ الْعَالِمَ فَقَدْ اَهَانَ الْعِلْمَ وَمَنْ اَهَانَ الْعِلْمَ فَقَدْ اَهَانَ النَّبِىَّ وَمَنْ اَهَانَ النَّبِىَّ فَقَدْ اَهَانَ جِبْرِيْلَ وَمَنْ اَهَانَ جِبْرِيْلَ فَقَدْ اَهَانَ اللّٰهَ وَمَنْ اَهَانَ اللّٰهَ اَهَانَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ- যে ব্যক্তি আলেমের মানহানী করল নিঃসন্দেহে সে ইল্‌মে দ্বীনের মান হানী করল। আর যে ইল্‌ম দ্বীনের মানহানী করল নিঃসন্দেহে সে নবী পাকের মান হানী করল। আর যে নবীপাকের মানহানী করল নিঃসন্দেহে সে জিব্রাঈলের মানহানী করল। আর যে জিব্রাঈলের মানহানী করল নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর মানহানী করল। আর যে আল্লাহর মানহানী করল কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাকে অপমানিত করবেন। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৮১পৃষ্ঠা)।

২) হযরত আবু যার রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

اَلْعَالِمُ سُلْطَانُ اللّٰهِ فِىْ الْاَرْضِ فَمَنْ وَّقَعَ فِيْهِ فَقَدْ هَلَكَ ﴿ رواه فى مسند الفردوس ﴾

অর্থ- যমীনে (ভূ-পৃষ্ঠে) আলেম আল্লাহপাকের দলীল তো যে আলেমের মধ্যে আয়েব (ত্রুটি) বের করবে সে বিনাস হয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৭৭ পৃষ্ঠা)।

৩) হযরত জাবীর বিন আব্দুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত সারকারে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা-আলা আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

لَايَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِمْ اِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنَ النِّفَاقِ ﴿ رواه ابوالشيخ فى التوبيخ ﴾

অর্থ- আলেমসম্প্রদায়ের মর্যাদার অধিকারকে কেউ হাল্কা মনে করবেনা। কিন্তু যারা প্রকাশ্যে মুনাফেক। (অর্থাৎ মুনাফেকরাই আলেমের হককে হাল্কা মনে করে)। (ফাতওয়া রেযবীয়া ১০খন্ড ১৪০ পৃষ্ঠা)।

৪) হযরত উবাদা বিন সামেত রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত হুযুর সায়্যেদে আলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

لَيْسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ لَّمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ ﴿ رواه احمد والحاكم ﴾

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ- যে ব্যক্তি আমার আলেমের হক চিনলোনা সে আমার উম্মাতের মধ্যে নয়। (ফাতওয়া রেযবীয়া ১০খন্ড ১৪০ পৃষ্ঠা)।

৫) হযরত আল্লামা ইমাম ফাখরুদ্দিন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখেছেন।

مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْعَالِمِ اَهْلَكَ دِيْنَهُ

অর্থ- যে ব্যক্তি আলেমের বিশ্রদ্ধা বা ঘৃনা করল, সে নিজের দ্বীন ধর্মকে বিনাশ করে ফেলল। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৮৩ পৃষ্ঠা)।

৬) আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত বারেলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন। আলেমে দ্বীনের সাথে ধর্মীয় কারণ ব্যতীত শত্রুতা রাখলে কাফের হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে, যদিও অপমানিত না করে। (ফাতওয়া রেযবীয়া ১০খন্ড ৫৭১ পৃষ্ঠা)।

৭) তিনি আরও লিখেন। আলেমে দ্বীনকে যদি এই জন্যে মন্দ বলে যে সে আলেম তো সে প্রকাশ্যে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি ইল্‌মের কারণে তার সম্মান বজায় রাখে, কিন্তু দুনিয়াবী শত্রুতাও বিবাদের কারণে মন্দ বলে বা গালীদেয় এবং অপদস্থ করে তো সে বড় ফাসেকও দুষ্ট। আর যদি বিনা কারণে তার থেকে বিড় বিড় করে বা জ্বলে তাহলে মারীয়ুল ক্বালব (হৃদয়ের রুগী) ও খাবিসুল বাতিল (গপনীয় দুষ্ট) আর তার কাফের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

☞ 'খুলাসা' একটি কেতাবের নাম এতে রয়েছে।

مَنْ اَبْغَضَ عَالِمًا مِّنْ غَيْرِ سَبَبٍ ظَاهِرٍ خِفَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ

অর্থ- প্রকাশ্য কারণ ব্যতীত যে ব্যক্তি কোন আলেমের সাথে শত্রুতা রাখবে, তার কাফের হয়ে যাওয়ার সন্দেহ রয়েছে। এবং "মানহুর রৌযিল আযহার" এই কেতাবে রয়েছে اَلظَّاهِرُ اَنَّهُ يَكْفُرُ অর্থাৎ প্রকাশ এটাই যে সে কাফের হয়ে যাবে। (ফাতওয়া রেযবীয়া ১০খন্ড ১৪০ পৃষ্ঠা)।

৮) তিনি আরও লিখেন "তানবীরুল আবসার" এবং দুররে মোখতারের হাওয়ালা দিয়ে।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ فَالرَّافِعُ هُوَ اللّٰهُ فَمَنْ يَّضَعُهُ يَضَعُهُ اللّٰهُ فِيْ جَهَنَّمَ .

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ- আল্লাহ পাক বলেন। তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) আলেমের মর্যাদা সমন্নত করবেন (২৪পারা ২রুকু) সুতরাং আলেমের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী সয়ং আল্লাহ তো যে ব্যক্তি তাঁকে নীচে ফেলবে আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (ফাতওয়া রেযবীয়া ৯খন্ড ৫৯পৃষ্ঠা)।

৯) আরও লিখেছেন যে, "মাজমাউল আনহার" এ রয়েছে।

مَنْ قَالَ لِعَالِمٍ عُوَيْلِمٌ اِسْتِخْفَافًا فَقَدْ كَفَرَ .

অর্থ- যে ব্যক্তি কোনো আলেমকে হেনস্তার উদ্দেশ্যে মৌলবীয়া বলবে। তো সে কাফের হয়ে যাবে। (ফাতওয়া রেযবীয়া ১০খন্ড ৫৩৭ পৃষ্ঠা)।

১০) ফাক্বীহে আযমে হিন্দ হযরত সাদরুশ শরীয়াহ আলাইহির রাহমাতু অর রিদওয়ান লিখেছেন। যে ইল্‌মে দ্বীন ও আলেমসম্প্রদায়ের কারণ ব্যতীত হেনস্তা করা শুধু এই জন্যেই যে সে আলেমে দ্বীন। তাহলে হেনস্থাকারী কাফের হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত ৯খন্ড ১৩১ পৃষ্ঠা)।

জাহেল মুফতী

১) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত সারকারে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ اُفْتِىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ ﴿ رواه ابو داؤد ﴾

অর্থ-যে ব্যক্তি না জেনে ফতওয়া দিল তার গুনা ফতওয়া জিজ্ঞেসকারীর ওপর বর্তাবে। (মেশকাত শরীফ ৩৫ পৃষ্ঠা)।

☞ হযরত শয়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী বোখারী আলাইহির রহমাতু অররিদ ওয়ান লিখেছেন। না জেনে ফতওয়া দান করার গুনাহ জিজ্ঞাসাকারীর প্রতি এই জন্যেই বর্তাবে যে জিজ্ঞাসাকারীই হচ্ছে ফতওয়া দেওয়ার কারণ। হাদীস শরীফের এই অর্থ ঐ সময় হবে যদি اُفْتِىَ শব্দটিকে মারুফ পাঠ করে। আর যদি মাজহুলের সেগাপাঠ করে যেমন اُفْتِىَ তো এই সময় অর্থ হবে। যাকে নাজেনে ফতওয়া দেওয়া হল তার গুনাহ ফতওয়া দানকারীর ওপর বর্তাবে। আর এই অর্থটাই বেশী প্রকাশ। (আশেয়াতুল লামায়াত ১খন্ড ১৬৮ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এবং হযরত মুল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন।যে দ্বিতীয় মতটা বেশী প্রকাশিত। অর্থাৎ জাহেল ব্যক্তি আলেমের নিকট মসলা জিজ্ঞেস করল তো আলেম তাকে ভুল মসলা দিল, অতপরঃ জাহেল তার প্রতি আমল করল আর মসলা যে বেঠিক তা জানতে পারলো না, তো তার গুনাহ মসলা দানকারীর ওপর বর্তাবে। তবে শর্ত যে সে যদি সেচ্ছায় মসলা প্রদান করে থাকে। (মিরক্বাত শারহে মেশকাত ১খন্ড ২৪৬ পৃষ্ঠা)।

২) হযরত ওবাইদুল্লাহ বিন জাফার রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

اَجْرَأُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا اَجْرَأُكُمْ عَلَى النَّارِ ﴿رواه الدارمى﴾

অর্থ- তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ফতওয়া দানের প্রতি বেশি সাহস রাখে সে জাহান্নামের পথে চলতে বেশী সাহসি। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১০৬ পৃষ্ঠা)।

৩) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত।

مَنْ اَفْتٰى بِغَيْرِعِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ﴿رواه ابن عساكر﴾

অর্থ- যে ব্যক্তি না জেনে বুঝে ফতওয়া দিল তো আকাশ ও যমীনের ফেরেস্তাগণ তাকে অভিশাপ করল। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১১১ পৃষ্ঠা)।

৪) হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

يَخْرُجُ فِىْ اٰخِرِالزَّمَانِ قَوْمٌ رُؤُسًا جُهَّالًايُفْتُوْنَ النَّاسَ فَيَضِلُّوْنَ وَيُضِلُّوْنَ ﴿رواه ابونعيم والديلمى﴾

অর্থ- শেষ যুগে কিছু লোক জন্মাবে যারা জাহেল সরদার ও মন্ডল হবে। তারা লোকদের ফতওয়া দেবে। অতপরঃ নিজে পথভ্রষ্ঠ হবে এবং অপরকে পথভ্রষ্ঠ করবে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১১৯ পৃষ্ঠা)

৫) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত।

يَاَيُّهَاالنَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْأً فَلْيَقُلْ بِهٖ وَمَنْ لَّمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ تَقُوْلَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اَللّٰهُ اَعْلَمُ ﴿بخارى.مسلم﴾

অর্থ- হে লোকেরা! যে কিছু ইল্‌ম জান তা বলে দাও। (বর্ণনা করে ফেল) আর যে জানে না তো সে যেন বলে, আল্লাহই সর্বোত্তম জ্ঞানী কেননা এটা ইল্‌মেরই একটা অংশ যে, যা তুমি জানোনা তা সম্পর্কে বলে দাও যে আল্লাহই সর্বোত্তম জ্ঞানী। (মেশকাত শরীফ ৩৭ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

☞ অর্থাৎ আলেমকে কোন বিষয়ে নিজের না জানা প্রকাশ করলে লজ্জা করতে নেই কারণ মানব জাতির অজ্ঞতা তার ইল্‌ম (জ্ঞাতী) থেকে অতিরিক্ত বেশী যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন وَمَااُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا অর্থাৎ তোমাদেরকে অল্প ইল্‌ম দেওয়া হয়েছে।

☞ হযরত আলী কাররামাল্লাহু অজহাহুকে মেম্বার শরীফ উপস্থিতাবস্থায় কোনো মসলা জিজ্ঞেস করা হল, তিনি বললেন আমি জানি না। যে উদ্ধত ব্যক্তি বলে উঠল যদি আপনি না জানেন তো মেম্বারে কেন চেপেছেন? তিনি বললেন আমি নিজের ইল্‌ম (অভিজ্ঞতার) হিসাবে চেপেছি, যদি আমি নিজের জেহালতি (অজ্ঞতার) হিসাবে চাপতাম তো আকাশে চেপে যেতাম।

☞ হযরত ইমাম মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চল্লিশটি মসলা জিজ্ঞেস করা হল, তার মধ্যে তিনি শুধু চারটির উত্তর দিলেন এবং ছত্রিশটি মসলা সম্পর্কে বললেন আমি জানিনা। (মিরক্বাত শারহে মেশকাত ১খন্ড ২৫৭ পৃষ্ঠা)।

☞ হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কোনো মসলা জিজ্ঞেস করা হল তো তিনি বললেন আমি জানিনা। জিজ্ঞেসকারী বলল আপনি বায়তুল মাল থেকে এত এত টাকা নিচ্ছেন আর বলছেন আমি জানিনা। তিনি বললেন আমি নিজ ইল্‌ম হিসাবেই টাকা নিচ্ছি যদি নিজ অজ্ঞতার হিসাবে টাকা নিতাম তো বায়তুলমালের সমস্ত টাকা নিয়ে নিতাম। (শারহে ফেক্বহ আকবার ৫১ পৃষ্ঠা)।

☞ আলা হযরত আযীমুল বারকাত ইমাম আহমাদ রেযা ফাযিলে বারেলবী আলাইহির রাহমাতু আররিদওয়ান লিখেছেন। ইলম শুধু ফতওয়ার কেতাব পাঠ করলেই হয়ে যায়না তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট দীর্ঘ দিন ধরে অভ্যাস করা অত্যাবশ্যক। (ফতওয়া রেযবীয়া ১০খন্ড ২৩১পৃষ্ঠা)।

☞ তিনি আরও লিখেছেন আজ কাল ক্লাসের কেতাবাদি পাঠ করলে বা অপরকে পাঠদান করলে মানুষ ফেক্বাহর দরজা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনা। এমতই বক্তাগণ তাদের ক্ষেত্রে শুধু মুখে আওড়নো ছাড়া কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজনই নেয়। (ফতওয়া রেযবীয়া ৪খন্ড ৫৬৫ পৃষ্ঠা)। ☞ কিন্তু উপস্থিত যুগে সাধারণত অধিকাংশ ঐ ব্যক্তিরা যারা কোন মাদ্রাসা থেকে সানাদ (সার্টিফিকেট) অর্জিত করে থাকে, যদিও সে জাহেলই হয়, নিজেকে ফতওয়া প্রদান করার উপযুক্ত মনে করে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এবং হারাম ও হালালকে না বুঝেই যা কিছু মনে আসল বলে ফেলল।
এই মতই অধিকাংশ জাহেল বক্তাগণ যে শুধু বক্তব্য ব্যতীত 'বাহারে শরীয়ত কেও কখনও হাতে লাগাই না, কিন্তু তীক্ষ্ণ বাগ্মীতা ও মধুর কন্ঠের জন্য জনসাধারণ তাকে সর্বোত্তম আলেম মনে করে। যখন তাকে কোনো মসলা জিজ্ঞেস করা হয় তো সে নিজ সম্মান রক্ষার জন্য মনগড়া ভুল মসলা দিয়ে দেয়। সে না আল্লাহ রাসুলের ভয় করে আর না পরকালে বিনাশ হয়ে যাওয়ার ভয় রাখে। আল্লাহ পাক যেন এই প্রকার লোকদেরকে সুবোধ দান করেন। আমীন।

☞ হযরত আল্লামা ফাখরুদ্দিন রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন মানুষ চার প্রকার হয় ১) ঐ ব্যক্তি যে জানে আর তার বিশ্বাস ও থাকে যে এটা আমার জানা তো সে হল আলেমে দ্বীন সুতরাং তার আনুগত্য করো। ২) ঐ ব্যক্তি যে জানে আর সে এটা জানে না যে আমি জানি তো সে ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগাও ৩) ঐ ব্যক্তি যে জানে না আর সে এটা জানে যে আমি জানি না, তো তার হেদায়েতের প্রয়োজন রয়েছে, তাকে হেদায়েত করো। ৪) ঐ ব্যক্তি যে জানেনা কিন্তু সে এটা জানে না যে আমি জানি না সে হল শয়তান, তার থেকে বিরত থাকো। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৭৮ পৃষ্ঠা)।

বিবিধ

১) হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত হুযুর সৈয়্যেদে আলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

اُغْدُعَالِمًااَوْمُتَعَلِّمًااَوْمُسْتَمِعًا اَوْمُحِبًّاوَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ

﴿رواه البزاروالطبرانى فى الاوسط﴾

অর্থ- আলেমে দ্বীন হও, বা তালেবে ইল্‌ম (ইল্‌ম অর্জনকারী) হও, বা আলেমে দ্বীনের কথা শ্রবণকারী হও বা তাঁর সাথে বন্ধুত্ব রাখো। এবং পঞ্চম হতে যেওনা নচেৎ বিনাশ হয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮২ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

২) হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

اَلنَّاسُ رَجُلَانِ عَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَا سِوَاهُمَا ﴿رواه الطبرانى فى الكبير﴾

অর্থ- বাস্তবে প্রকৃত মানুষ দুই প্রকার ১) আলেমে দ্বীন ২) তালেবে ইল্‌ম (ইল্‌ম অর্জনকারী) আর এই দুই প্রকার ছাড়া, ভালো মানুষ হতে পারে না। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৮০ পৃষ্ঠা)।

এই হাদীস শরীফে শুধু দুই প্রকারের কথা বলা হয়েছে, শ্রবণকারী বন্ধুত্ব কারী তালেবে ইল্‌মের মধ্যে ভুক্ত রয়েছে। (তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৮২ পৃষ্ঠা)।

৩) হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহুমা বলেছেন সারকারে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

لَيْسَ مِنَّااِلَّا عَالِمٌ اَوْمُتَعَلِّمٌ ﴿رواه ابن النجار والديلمى﴾

অর্থ- আমার পথে শুধু আলেমে দ্বীন বা তালেবে ইল্‌মই রয়েছে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৯৬ পৃষ্ঠা)।

৪) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত।

اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ اَهْلِ الْعِلْمِ ﴿رواه الرافعى﴾

অর্থ- তোমাদের বড় আলেম সম্প্রদায়ের সাথে বরকত রয়েছে। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ৯৯ পৃষ্ঠা)।

৫) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

صِنْفَانِ مِنَ النَّاسِ اِذَاصَلُحَاصَلُحَ النَّاسُ وَاِذَافَسَدَافَسَدَالنَّاسُ

اَلْعُلَمَاءُ وَالْاُمَرَاءُ ﴿رواه ابونعيم فى الحلية﴾

অর্থ- দুই প্রকার মানুষ যদি ঠিক হয় তো লোকেরা ঠিক থাকবে, আর যদি সেই দুই প্রকার মানুষ বিগড়ে যায় তো লোকেরা বিগড়ে যাবে। এক আলেম সম্প্রদায় দ্বিতীয় হাকেম সম্প্রদায় (আদেশদাতা সকল)। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১১০ পৃষ্ঠা)।

৬) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

حِفْظُ الْغُلَامِ كَالْوَسْمِ عَلَى الْحَجَرِوَحِفْظُ الرَّجُلِ بَعْدَمَايَكْبُرُ كَالْكِتَابَةِ عَلَى الْمَاءِ ﴿رواه ابونعيم﴾

অর্থ ছোট বাচ্চার অধ্যায়ন করা যেমন পাথরে নকশা আকা। এবং বড় হয়ে অধ্যায়ন করা যেমন জলে রেখা পাত করা। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১৪০ পৃষ্ঠা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৭) হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত।

حُسْنُ السُّوَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ ﴿رواه ابن السنى﴾

অর্থ- ভাল প্রশ্ন অর্ধেক ইল্‌ম। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১৪০ পৃষ্ঠা)।

৮) হযরত উবাই রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

يَنْبَغِىْ لِلْعَالِمِ اَنْ يَّكُوْنَ قَلِيْلَ الضِّحْكِ كَثِيْرَالْبُكَاءِ ﴿رواه الديلمى﴾

অর্থ- আলেমদের জন্য এটাই শোভা যে সে যেন কম হাসে এবং অধিক ক্রন্দনকারী হয়। (কানযুল উম্মাল ১০খন্ড ১৪৩ পৃষ্ঠা)।

৯) হযরত মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তা-আলা আনহু থেকে বর্ণিত।

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْاُغْلُوْطَاتِ ﴿ابو داؤد شريف﴾

অর্থ- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম আমাদেরকে ভুল বা সন্দেহে জনক কথা বলতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ শরীফ, মেশকাত ৩৫ পৃষ্ঠা)।

☞ সন্দেহজনক কথা ও প্রহেলিকা (ধাঁধাঁ) থেকে নিজ নফসের গৌরবতা প্রকাশ করা ও অপরকে হেনস্তা করার উদ্দেশ্য থাকা বা তা ফেতনা, শত্রুতা ও কষ্টর কারণ হয় তাহলে তা নাজায়েয ও হারাম। আর কিছু আলেম সম্প্রদায় বলেছেন যদি প্রতিশোধ হিসাবে হয় তো جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا হিসাবে জায়েয রয়েছে। (আশেয়াতুল লাময়াত ১খন্ড ১৬৮ পৃষ্ঠা)।

☞ অনুরুপ তালেবে ইল্‌মগণের ব্রেনে তীক্ষ্ণতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে যদি হয় তো কোনো গুনাহ নায়। যেমন "বাহরুর রায়েক্ব" এর লেখক আল্লামা ইবনে নুজায়ম মিসরী "আল আশবাহ অননাযায়ের"এর মধ্যে অধিকাংশ ফিক্বহী পাহলীয়াঁ (ফেক্বাহর ধাঁধাঁ) গুলি লিপিবদ্ধ করেছেন।

১০) হযরত ইমাম মালেক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত।

مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ

وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ

অর্থ- যে ব্যক্তি ফেক্বাহর জ্ঞান অর্জন করল আর সুফীগণের অভ্যস অবলম্বন করল না তো সে সঠিক পথ থেকে সরেগেল। এবং যে ব্যক্তি সুফি হল কিন্তু ফেক্বাহর জ্ঞান অর্জিত করল না তো সে যিন্দীক (যে আল্লাহর একত্ব বিশ্বাস করে না) হয়ে গেল।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এবং যে ব্যক্তি উভয়ই সঞ্চয় করল সে সঠিক রাস্তা পেল। (মিরক্বাত ১খন্ড ২০৬ পৃষ্ঠা)।

১১) হযরত আল্লামা ইমাম ফাখরুদ্দিন রাযী রাহমাতুল্লাহি তা-আলা আলাইহি লিখেছেন। দুনিয়া এক প্রকার বাগান যাকে পাঁচ প্রকার বস্তু দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। ১) আলেমদের ইল্‌ম দিয়ে ২) হাকেমদের ইনসাফ দিয়ে ৩) এবাদত কারীগণের এবাদত দিয়ে ৪) ব্যবসায়ীদের আমানত দিয়ে। ৫) পেশাযুক্ত ব্যক্তিদের নসিহত দিয়ে (উপদেশ দিয়ে)।

১) ইল্‌মের পাশে হিংসার পতাকা ২) ইনসাফের পাশে অত্যাচারের পতাকা ৩) এবাদতের পাশে রেয়াকারী (লোক দেখান কর্ম করা)র পতাকা ৪) আমানতের পাশে খেয়ানতের পতাকা ৫) ধনাট্য ব্যক্তিদের পাশে অচল টাকা (দোষযুক্ত) র পতাকা ।(তাফসীরে কাবীর ১খন্ড ২৭৬পৃষ্ঠা)।

☞ ইল্‌মের পার্শ্বে ইবলীস শয়তানের হিংসার পতাকা গাড়ার কারণেই আলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা অতিরিক্ত পাওয়া যায় এত পর্যন্ত যে শিক্ষক ছাত্রের সঙ্গে আর ছাত্র শিক্ষকের সঙ্গে হিংসায় যুক্ত হয়ে যায় তথাপি কতগুলি আলেম যে নিজের কথা বার্তা ও চলাফেরা থেকে এটা প্রকাশ করে যে আমি পর্হেযগারীর সর্বোচ্চ্যস্থানে অবস্থিত সেও ইবলীসী পতাকার নীচে এসে অতি নিকৃষ্ট ভাবে হিংসায় যুক্ত হয়ে পড়ে। এবং দ্বীন ধর্মের সঠিক খেদমত কারী (প্রচার কারী) আলেমদের নানা রকম ভাবে কষ্ট দিতে থাকে।

☞ আল্লাহ রাহমান ও রহিমের নিকট প্রার্থনা করি যে বিশেষ করে আলেম সম্প্রদায় কে এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে শয়তানের পতাকা থেকে বাঁচার তৌফিক ও রাফিক্ব (ক্ষমতা) দান করেন। আমিন।

امين بحرمة النبى الكريم الامين وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين

জালালুদ্দিন আহমাদ আমজাদী ২২ শাবানুল
মোয়াযযাম ১৪১১ হিঃ ১০ মার্চ ১৯৯১ খ্রিঃ

অনুবাদ সমাপ্তঃ-

মোঃ আব্দুল আযীম কালিমী
মানিক চক, মালদা, ২১ রজব ১৪৩৬ হিঃ
১১ মে, ২০১৫ খ্রিঃ রোজ সোমবার।

www.YaNabi.in